

## আমাদের কথা

বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাস ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অথবা ত্রায় কৃষিই অন্যতম প্রধান নিয়ামক। বর্তমানে মহামারি, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন কারণে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী দেখা দেওয়ার প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করে বিপুল জনগোষ্ঠীর টেকসই, নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পর পরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে কৃষিকে প্রাধান্য দিয়ে কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই প্রতিকূল জলবায়ুসহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ বিস্তৃত করা, পরিবেশসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতি উৎসাহিত করা, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ই-কৃষির বিস্তার, কৃষি উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদান ভূমিতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ধারাকে টেকসই রূপ দিতে নিরলসভাবে কাজ করেছে। এসব পদক্ষেপের কারণে আমরা খোরপোশের কৃষি থেকে বাণিজ্যিক কৃষির দিকে যাত্রা শুরু করেছি এবং রপ্তানিমুখী কৃষির জন্য কাজ চলছে। বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে পাট রফতানিতে প্রথম, পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, ধান, সবজি ও পেঁয়াজ উৎপাদনে তৃতীয়, আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থান অধিকার করে কৃষি উন্নয়নের দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে গণমাধ্যমের সহায়তায় আধুনিক কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ আপামর কৃষিজীবীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসছে। তথ্যবহুল ও হালনাগাদকৃত কৃষির বাংলা ওয়েবসাইট, দেশব্যাপী ৪৯৯টি এআইসিসি, কৃষিকল সেন্টার-১৬১২৩, ই-বুক, এআইএস টিউব, কমিউনিটি রেডিও এসবই কৃষিবিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি হস্তান্তরকে কার্যকর ও গতিশীল করেছে। এসবের পাশাপাশি প্রিন্ট মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মাসিক কৃষিকথা, সম্প্রসারণবার্তাসহ বিভিন্ন মুদ্রণসামগ্রী প্রকাশ ও বিতরণ, বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘বাংলার কৃষি’, ‘মাটি ও মানুষ’ অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার, বাংলাদেশ বেতার ও কৃষি রেডিও থেকে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠানমালা নির্মাণ ও সম্প্রচার করা হচ্ছে। যার মাধ্যমে কৃষির প্রয়োজনীয় তথ্য ও সাফল্য জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করতে কৃষি তথ্য সার্ভিস সচেষ্ট রয়েছে।

প্রতি বছরের মতো এ বছরও কৃষি তথ্য সার্ভিস প্রকাশ করছে কৃষি ডাইরি-২০২৪। এতে কৃষিবিষয়ক সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য, প্রযুক্তি, পরিসংখ্যানের পাশাপাশি কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি দপ্তর ও ব্যক্তির যোগাযোগ তথ্য সংযোজিত থাকায় কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষিবিজ্ঞানী, গবেষক, ছাত্রছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সবারই এটি উপকারে আসবে বলে আশা করছি। কৃষি ডাইরি-২০২৪ প্রকাশের জন্য যেসব সংস্থা ও ব্যক্তিগণ তথ্য, উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসের সহকর্মী যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সময়মতো ডাইরিটি প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

সবার জন্য রইল নতুন বছরের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা।

জানুয়ারি ২০২৪

খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

(কৃষিবিদ ড. সুরজিত সাহা রায়)

পরিচালক

কৃষি তথ্য সার্ভিস

কৃষি মন্ত্রণালয়

## কৃষির উন্নয়ন ও সাফল্য

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষিতে সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ কৌশল প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই কৃষির যাত্রার সূচনা করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসে প্রথম নজর দিয়েছিল অবহেলিত পশ্চাৎপদ কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে। যার ফলশ্রুতিতে মাত্র পাঁচ বছরে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে। কিন্তু ২০০১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশ আবার পূর্বের খাদ্য ঘাটতি এবং আমদানি নির্ভর অবস্থায় ফিরে যায়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকার কর্তৃক দেশের কৃষির উন্নয়নে গৃহীত যুগোপযোগী পদক্ষেপের কারণে ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। বাংলাদেশ বিশ্বে ধান উৎপাদনে ৩য়, সবজি উৎপাদনে ৩য়, পাট উৎপাদনে ২য় এবং আলু ও আম উৎপাদনে ৭ম স্থানে রয়েছে।

২০০৮-০৯ সালে যেখানে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ২৮ লাখ ৯৬ হাজার মেট্রিক টন সেখানে ২০২১-২২ অর্থবছরে তা বেড়ে ৪ কোটি ৫৭ লাখ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে।

### প্রধান প্রধান ফসল উৎপাদন বিষয়ক তথ্য

ক্র. নং	ফসলের নাম	২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মে. টন)	২০২২-২৩ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	২০২১-২২ অর্থবছরের উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	মন্তব্য (২০২২-২৩ অর্থবছর)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ক) আউশ ধান (চালে)	৩৬.৯০৪	২৯.০১২	৩২.৪৪৯	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
	খ) আমন ধান (চালে)	১৬৩.৪৫৩	১৫৪.২৬৪	১৪৯.৫৮৪	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
	গ) বোরো ধান (চালে)	২১৫.৩৩৭	২০৭.৬৭৬	২০১.৮৫৯	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
	মোট চাল	৪১৫.৬৯৪	৩৯০.৯৫২	৩৮৯.৮৯২	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
২	গম	১১.৬০৩	১১.৭০২	১০.৮৫৮	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
৩	ভুট্টা	৫৭.৬৮৪	৬৪.২২০	৫৬.২৯৭	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
৪	আলু	১০৫.৫৬	১০৪.৩১৭	১০১.৪৪৮	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
৫	পাট	৮৫.৫৫৪	৮৪.৫৭৭	৮৪.৩২৪	বিবিএস এর সাথে সমন্বয়কৃত
৬	সবজি	২১২.৯৯০	২২৫.৪০৮	২১৬.৭০৩	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৭	তেল ফসল	১৩.৭৮০	১৬.০৪০	১২.৩১৮	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৮	ডাল ফসল	৯.৪৪১	৮.৭৮৬	৮.৩৮৩	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত
৯	পেঁয়াজ	৩৭.৪৯৫	৩৪.৫৬৫	৩৬.৪০৯	ডিএই কর্তৃক প্রাক্কলিত

উৎস : কৃষি মন্ত্রণালয়

### জাত উদ্ভাবন

বিগত ১২ বছরে বৈরী পরিবেশ সহনশীল জাতসহ মোট ৬৯২টি উন্নত/উচ্চফলনশীল জাতের ফসল উদ্ভাবিত হয়েছে। তন্মধ্যে বারি বিভিন্ন ফসলের ৩১৩টি জাত, ব্রি ৬০টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত, বিজেআরআই ১৫টি পাটের জাত, বিএসআরআই ০৮টি ইক্ষুর জাত, সিডিবি ০৮টি তুলার জাত, বিনা ৭৬টি জাত উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তির সংখ্যা প্রায় ৬০৩টি।

### সার ব্যবস্থাপনা সংস্কার

সার ব্যবস্থাপনা সংস্কারের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক 'সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা ২০০৯' প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সারের বিতরণ ব্যবস্থা সহজীকরণ সম্ভব হয়েছে। এতে করে কৃষকের দোরগোড়ায় সার প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং ভোগান্তির অবসান হয়েছে। কৃষকবান্ধব সরকার সারের মূল্য কয়েক দফায় কমিয়ে প্রতি কেজি টিএসপি ৮০ টাকা থেকে ২২ টাকা, এমওপি ৭০

টাকা থেকে ১৫ টাকা, ডিএপি ৯০ টাকা থেকে ২৫ টাকা করে। পরবর্তীতে ডিএপি সারের দাম পুনরায় ২৫ টাকা হতে কমিয়ে ১৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে ইউরিয়া সারের দাম ১৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২২ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে কৃষক স্বল্পমূল্যে সার ক্রয় করতে সক্ষম হওয়ায় উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

### বীজ সরবরাহ

বিএডিসি ২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত ১৮ লাখ ১০ হাজার ৮৪৫ মেট্রিক টন বীজ উৎপন্ন করে ১৬ লাখ ৮৭ হাজার ৬৯৯ মেট্রিক টন বীজ কৃষকপর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। করোনার প্রতিঘাত মোকাবিলায় বীজের দাম ২৫% হ্রাস করা হয়েছে।

### উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি)

কৃষকের উৎপাদন খরচ নিম্নপর্যায়ে রাখতে সরকার সার, সেচকাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও ইক্ষুচাষে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) প্রদানের নীতি গ্রহণ করে। ২০০৯-১০ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত সার, বিদ্যুৎ ও ইক্ষু ইত্যাদি খাতে মোট ৯৮ হাজার ৩৯ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ৩ কোটি ২০ লাখ ২০ হাজার মে.টন ইউরিয়া, ৮৬ লাখ ৩২ হাজার টন টিএসপি, ৯২ লাখ ৩৬ হাজার মে.টন ডিএপি ও ৮৫ লাখ ৫ হাজার মে.টন এমওপি ভর্তুকি মূল্যে কৃষকের নিকট সরবরাহ করা হয়।

### উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বমোট ২০ হাজার ৯৪১ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

### খামার যান্ত্রিকীকরণ

সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কৃষকদের কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের ওপর ৫০%-৭০% উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। ২০১০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত কন্সট্রাক্টর, হারভেস্টার, রিপার, সিডার, পাওয়ার টিলারসহ প্রায় ৮০ হাজার ৪১৮টি কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষি শ্রমিকের অপ্রতুলতা মোকাবিলা করা এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস হয়েছে। সে সাথে করোনাকালে হাওর এলাকার শ্রমিক সংকট মোকাবিলা করে কৃষিযন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুত ফসল কেটে আগাম বন্যা থেকে ফসল রক্ষা সম্ভব হয়েছে।

### কৃষিক্ষণ

২০২১-২২ অর্থবছরে ২৪,৯৯,৯৪৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিকে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ২০,১৮২.৩০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

### প্রণোদনা/কৃষি পুনর্বাসন

বন্যা, খরা, শিলাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, উজানের ঢল, পাহাড়ি ঢল ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১ হাজার ৮৮৯ কোটি ৫৩ লাখ টাকা প্রণোদনা/কৃষি পুনর্বাসন প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ২ কোটি ১৬ লাখ ৭৮ হাজার জন কৃষক উপকৃত হয়েছে।

## কৃষি উপকরণ কার্ড ও ১০ টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা প্রায় ২০৬ কোটি। সরকারের বিশেষ সুবিধার আওতায় কৃষি উপকরণ কার্ডের মাধ্যমে খোলা ১০/- টাকার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ১০১.৫১ লাখ। যার মাধ্যমে কৃষকগণ ফসল উৎপাদনের ঋণ এবং কৃষি উপকরণ সহায়তা পেয়ে থাকেন।

## সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ

কৃষি জমিতে বিএডিসি ও বিএডিএ কর্তৃক সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য সেচ এলাকা সম্প্রসারণ: ১১.৪১ লাখ হেক্টর; খাল পুনঃ খনন ১১,৮০৫ কিমি.; সেচনালা স্থাপন : ২৭৩৯৮ কিমি.; রাবার ড্যাম নির্মাণ ১৭টি; সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ১০১০০টি; শক্তি চালিত পাম্প স্থাপন ৭৯৭৮টি; গভীর নলকূপ স্থাপন ও পুনর্বাসন ১৯১০৮টি; জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ৩৬৫২৫ হেক্টর; সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকরণ ২১১৭৩টি; সৌরবিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপন ৫৮৫টি; ফসল রক্ষাবাঁধ নির্মাণ ২৩৮ কিমি.; সেচযন্ত্রে স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপন ১৮৮০১টি; সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল নির্মাণ ৭৫০টি; পাহাড়ি এলাকায় বিরিবাঁধ নির্মাণ ৮৬টি।

## জেনম সিকুয়েন্সিং আবিষ্কার

বিশ্বে সর্বপ্রথম তোষা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন এ দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ জুন ২০১০ এক ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে এ সাফল্যের তথ্য জানান।

## কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন

কৃষকের উৎপাদিত ফসল সুষ্ঠুভাবে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত মোট ১৮টি অ্যাসেম্বল সেন্টার ৮২টি বাজার/গ্রোয়ার্স মার্কেট, ১২টি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামে ৪,২৮৭ মেট্রিক টন শস্য জমার বিপরীতে ৪,০১৯ জন কৃষককে ৪ কোটি ৩৩ লাখ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

## কৃষকের বাজার

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কীটনাশকমুক্ত শাকসবজির জোগান দিতে যাত্রা শুরু করেছে ‘কৃষকের বাজার’। সারা দেশে বর্তমানে ৪১টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কৃষকগণ কৃষি পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পাচ্ছে।

## কৃষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

কৃষি সেবাকে সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ‘কৃষি বাতায়ন’ তৈরি করা হয়েছে। দেশে মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়। যে কোনো ফোন থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে যোগাযোগ করে কৃষকগণ কৃষিতথ্য সেবা গ্রহণ করে। এ ছাড়া, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষক বন্ধু ফোন-৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কমিউনিটি রুরাল রেডিওসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষিতথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি পণ্য সরাসরি ভোক্তার নিকট বিক্রয়ের জন্য কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে। সে সাথে অনলাইনে কৃষি পণ্য কেনা-বেচার জন্য সদাই এ্যাপস চালু করা হয়েছে।

## বহরব্যাপী ফল উৎপাদন এবং অপ্রচলিত ফসলের প্রচলন

বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে আম উৎপাদনে ৭ম এবং প্রতি বছর ১৬ শতাংশ হারে আমের উৎপাদন বাড়ছে। দেশি ফলের উন্নত জাত সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশে চাষ উপযোগী বিদেশি ফল যেমন- ড্রাগন, এভোকাডো, আরবী খেজুর, রামবুটান, পার্সিমন এর চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাহাড়িয়া এলাকায় কফি, কাজুবাদাম চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাঁচ বছর মেয়াদি (২০২১-২০২৫)

‘কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ২১১.৮৫ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের ফলে উচ্চমূল্য ফসল কাজুবাদাম ও কফির রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পাহাড়ি এলাকার অর্থনীতি উন্নত হবে।

### আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন

কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৬ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন-২০১৬, বীজ আইন-২০১৮, বালাইনাশক আইন-২০১৮, সার ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন-২০১৮ ও উদ্ভিতজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০১৯ সহ মোট ১৫টি আইন প্রণয়ন সম্পন্ন করে। সে সাথে জাতীয় জৈব কৃষি নীতি-২০১৭, সমন্বিত ক্ষুদ্র সেচ নীতি-২০১৭, জাতীয় কৃষি নীতি-২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি-২০২০, যান্ত্রিকীকরণ নীতি-২০২০ ও কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা-২০১৯ (এআইপি নীতিমালা), বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা-২০২০ সহ বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া কোভিড-১৯ এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি সময়াবদ্ধ ‘কর্মপরিকল্পনা-২০২০’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

\* পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন : মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৯৭.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন’ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪,৫৫৪ ইউনিয়ন এবং ৩৩০টি পৌরসভায় ১০০টি মোট ৪,৮৮,৪০০টি পারিবারিক সবজি পুষ্টি বাগানের প্রদর্শনী স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

একনজরে বাংলাদেশ

	তথ্য/উপাত্ত	উৎস
ভৌগোলিক অবস্থান	: বাংলাদেশ ২০০ ৩৪ ও ২৬০ ৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০ ০১ ও ৯২০ ৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।	পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০২২
মোট আয়তন	: ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার, ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল	
বিভাগ	: ০৮	
জেলা	: ৬৪	
উপজেলা/থানা	: উপজেলা : ৪৯৫টি	
ইউনিয়ন	: ৪৫৭৭	
সিটি করপোরেশন	: ১২	
মিউনিসিপালিটি	: ৩৩০	
খানা	: ৪,১০,১০,০৫১	জনশুমারি ও গৃহগণনা -২০২২ প্রাথমিক প্রতিবেদন
দেশের মোট জনসংখ্যা	: ১৬,৫১,৫৮,৬১৬ (Enumerated)	
মুসলমান (%)	: ৯১.০৪	
হিন্দু (%)	: ৭.৯৫	
বৌদ্ধ (%)	: ০.৬১	
খ্রিস্টান (%)	: ০.৩০	
অন্যান্য (%)	: ০.১২	বাংলাদেশ স্যাম্পল ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স রিপোর্ট-২০২২
দেশে লিঙ্গ অনুপাত (পুরুষ ও নারী)X১০০	: ৯৭.৫	
বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার %	: ১.১২	
জনসংখ্যার ঘনত্ব	: ১১৬৩ (প্রতি বর্গকিলোমিটার)	
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	: ৭২.৪ বছর	
পুরুষ	: ৭০.৮ বছর	
মহিলা	: ৭৪.২ বছর	
শিক্ষার হার (৭+)%	: ৭৬.৮	
পুরুষ	: ৭৯.০	
মহিলা	: ৭৪.৭	
প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	: ৬.০৩ [স্থির মূল্যে ২০২২-২৩ (p)]*	
কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার	: ২.৬১ [স্থির মূল্যে ২০২২-২৩ (p)]*	
মাথাপিছু আয়	: ২৭৬৫ [(US\$) [স্থির মূল্যে ২০২২-২৩ (p)]*	জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২ প্রাথমিক প্রতিবেদন
গ্রামে বসবাস করে	: ১১,৩০,৬৩,৫৮৭	
শহরে বসবাস করে	: ৫,২০,০০৯,০৭২	

P\*= Provisional

সূত্র : বিবিএস/২০২৩

একনজরে কৃষি

মোট পরিবার/খানা	:	৩,৫৫,৫২,২৯৬	কৃষিশুমারি ২০১৯ ন্যাশনাল ভলিউম-১
মোট কৃষি পরিবার/খানা	:	১,৬৮,৮১,৭৫৭	
কৃষিবহির্ভূত পরিবার/খানা	:	১,৮৬,৭০,৫৩৯	
মোট আবাদযোগ্য জমি	:	৮৮,১৭,৯৩৫ হেক্টর	কৃষি বর্ষগ্রন্থ ২০২১ ২০২১-২০২২ অর্থবছর
মোট সেচকৃত জমি	:	৭৮,৭৮,৬৭৮ হেক্টর	
আবাদযোগ্য পতিত	:	৪,৫২,৪৩০ হেক্টর	
ফসলের নিবিড়তা	:	১৯৮%	
এক ফসলি জমি	:	২০,৮৮,১৩৮ হেক্টর	
দুই ফসলি জমি	:	৪১,১৩,৯৫৭ হেক্টর	
তিন ফসলি জমি	:	১৮,৫৯,০৯১ হেক্টর	
চার ফসলি জমি	:	২১,৪৪৮ হেক্টর	
নিট ফসলি জমি	:	৮০,৮২,২৩০ হেক্টর	
মোট ফসলি জমি	:	১,৫৯,৮১,৯৫১ হেক্টর	
জিডিপিতে কৃষি খাতে অবদান	:	১১.৩৮ [চলতি মূল্যে ২০২২-২৩ (P)]*	
কৃষি নিয়োজিত জনশক্তি	:	৩২.২ মিলিয়ন (১৫ বছর এ তদূর্ধ্ব)	ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড লেবার উইং শ্রমশক্তি জরিপ-২০২২ প্রতিশনাল
মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন	:		কৃষি বর্ষগ্রন্থ ২০২২ (২০২২-২৩)
ক. বিবিএস প্রদত্ত (চাল ও গম)	:	চাল-৩,৮১,৪৫,১৯২ (মেট্রিক টন) গম-১০,৮৫,৮৩৪ (মেট্রিক টন)	
খ. ভুট্টা	:	ভুট্টা-৪২,৬১,৮৪৫ (মেট্রিক টন)	
গ. অন্যান্য (বার্লি, জোয়ার, চীনা কাউন ও বিগ্নিদানা)	:	অন্যান্য মোট-১,০৩১ (মেট্রিক টন)	

P\*= Provisional

সূত্র : বিবিএস/২০২৩

একনজরে প্রাণিসম্পদ

পশুপাখি	অর্থবছর							
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
গরু	২৩.৭৯	২৩.৯৪	২৪.০৯	২৪.২৪	২৪.৩৯	২৪.৫৪	২৪.৭০	২৪.৮৬
মহিষ	১.৪৭	১.৪৮	১.৪৯	১.৫০	১.৫০	১.৫০	১.৫১	১.৫২
ছাগল	২৫.৭৭	২৫.৯৩	২৬.১০	২৬.২৭	২৬.৪৪	২৬.৬০	২৬.৭৭	২৬.৯৫
ভেড়া	৩.৩৪	৩.৪০	৩.৪৭	৩.৫৪	৩.৬১	৩.৬৭	৩.৭৫	৩.৮৩
মোট গবাদিপশু	৫৪.৩৬	৫৪.৭৫	৫৫.১৪	৫৫.৫৩	৫৫.৯৩	৫৬.৩২	৫৬.৭৩	৫৭.১৪
মোরগ- মুরগি	২৬৮.৩৯	২৭৫.১৮	২৮২.১৫	২৮৯.২৮	২৯৬.৬০	৩০৪.১০	৩১১.৮০	৩১৯.৬৯
হাঁস	৫২.২৪	৫৪.০২	৫৫.৮৫	৫৭.৭৫	৫৯.৭২	৬১.৭৫	৬৩.৮৪	৬৬.০২
মোট হাঁস- মুরগি	৩২০.৬৩	৩২৯.২০	৩৩৭.৯৯	৩৪৭.০৪	৩৫৬.৩২	৩৬৫.৮৫	৩৭৫.৬৪	৩৮৫.৭১

তথ্য সূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-২০২৩

২০২২-২০২৩ সালের মাংস, দুধ ও ডিমের তথ্য

পণ্য	দেশের চাহিদা	উৎপাদন	জনপ্রতি চাহিদা	জনপ্রতি প্রাপ্যতা
দুধ	১৫.৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন	১৪.০৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন	২৫০ মিলি/দিন/জন	২২১.৮৯ মিলি/দিন
মাংস	৭.৬১ মিলিয়ন মেট্রিক টন	৮.৭১ মিলিয়ন মেট্রিক টন	১২০ গ্রাম/দিন/জন	১৩৭.৩৮ গ্রাম/দিন
ডিম	১৮০৬৪.৮ মিলিয়ন	২৩৩৭৬.৩ মিলিয়ন	১০৪টি/বছর/জন	১৩৪.৫৮টি/বছর

সিমেন্ট উৎপাদন, চিকিৎসা, টিকা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (মিলিয়ন)

কার্যক্রম	অর্থবছর							
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সিমেন্ট উৎপাদন ডোজ (মাত্রা)	৪.১৫	৪.১৮	৪.২৯	৪.৪৫	৪.৬৭	৪.৪১	৪.৫১	৪.৬২
কৃত্রিম প্রজনন (সংখ্যা)	৩.৪৫	৩.৬৭	৩.৮৫	৪.১৩	৪.৪৪	৪.৩৬	৪.২৩	৪.২৪
গবাদি পশুর টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	১২.৩১	১৬.১৯	১৫.৯৪	১৮.৭৬	২২.০৫	২৩.১৩	২৩.৭৫	২৭.০০
পোলট্রির টিকা উৎপাদন (সংখ্যা)	২২৪.০৮	২৩৭.৫৪	২৩০.৩২	২৫৬.১০	২৫৫.৪৩	২৮৭.০৮	২৯৬.৭২	৩০১.৬৭
গবাদি পশুর	১০.৭৬	২০.৭৮	১৯.২০	১১.৯৫	১০.৩০	১০.৯০	১১.৬০	১২.৫১
চিকিৎসা (সংখ্যা)	৮০.১৭	১১৮.৯৫	১১৩.৯০	৯১.৫৯	৯০.৩০	৯৮.৪০	১০২.৮০	১০২.১০
হাঁস-মুরগির	১৩.৭৪	১৭.৮৬	১৫.৭৮	১৬.৫৩	১৮.৪৯	২২.০০	২৫.১৭	২৭.১৪
চিকিৎসা (সংখ্যা)	২২৭.৯৪	২২৯.৪৫	২৪৩.৩৬	২৪১.৪৮	২৪৯.৪৪	২৮৯.৫০	২৯৪.০৪	৩১০.০০
গবাদি পশুর টিকা প্রদান (সংখ্যা)	১.২৭	১.৪৪	০.১৯	০.১৮	০.২২	০.২৪	০.২৮	০.৩৯

তথ্য সূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-২০২৩



### প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রম

- জনসাধারণের স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ প্রাণিজাত খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান;
- প্রাণি স্বাস্থ্য ও প্রাণিপালন সেবা প্রদান ও রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের কল্যাণ সাধন;
- গবাদিপশু ও পোলট্রির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;
- প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতাবৃদ্ধি ও প্রযুক্তি হস্তান্তর;
- উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্যহ্রাসকরণ;
- প্রাণি উৎসজাত সংক্রামক ব্যাধির ঝুঁকি থেকে জনসাধারণকে মুক্ত রাখা;
- প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ও বিপণনের বাধাগুলো দূরীকরণে সহায়তা প্রদান;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের জন্য প্রাণিজাত পণ্য ও উপজাতের গুণগতমানের নিশ্চয়তা বিধান;
- প্রাণিসম্পদের জীব নিরাপত্তা বিধান ও পরিবেশ সংরক্ষণ;
- মাংস ও চামড়ার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কসাইদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বেকারত্বহ্রাসকরণ;
- প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রি সংক্রান্ত নীতিমালা, আইন ও বিধি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;
- দুর্যোগকালীন জরুরি প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদান;
- ৫% সুদে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম;
- চিড়িয়াখানার মাধ্যমে চিত্তবিনোদন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ;

তথ্য সূত্র : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-২০২৩

### একনজরে বাংলাদেশের বনাঞ্চল

ক্রমিক নং	বনের ধরন	বনভূমির পরিমাণ (হাজার হেক্টরে)	বনভূমির শতকরা পরিমাণ (০%)
১.	পাহাড়ি বন (৬৪৭.০)	১৩৭৭.০	৪৪.৩৬%
২.	অশ্রেণিভুক্ত পাহাড়ি বন (৭৩০.০)		
৩.	শালবন	১২০.০	৩.৮৬%
৪.	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ (সুন্দরবন)	৬১০.০	১৯.৬৫%
৫.	বন বিভাগ সৃজিত ম্যানগ্রোভ (উপকূলীয় বন)	২০০.০	৬.৪৪%
৬.	জলাভূমির বন	২৩.০	০.৭৫%
৭.	গ্রামীণ বন	৭৭৪.০	২৪.৯৪%
	মোট বনাঞ্চল	৩১০৪.০	১০০.০%

তথ্য সূত্র : বন অধিদপ্তর-২০২৩

২০২২-২০২৩ সালের প্রধান প্রধান বনজন্মব্যবহার আহরণের বিবরণী

ক্রমিক নং	বনজন্মব্যবহারের বিবরণ	পরিমাণ
১.	কাঠ (ঘনফুট)	৩৯৪৯৮০৭.২০
২.	জ্বালানি (ঘনফুট)	৫৪৩৯৭৬৪.৬০
৩.	বল্লি (টি)	৪০৫৮০৩.০০
৪.	বাঁশ (টি)	৩১৩৬০৪২৭.০০
৫.	মাছ (কেজি)	৯৮০২৩২১.৭৭
৬.	মধু (কেজি)	২৮২৫৬৩.৭০
৭.	গোলপাতা (কেজি)	৬৩৭৪৫৪১.০০
৮.	বেত (দৈর্ঘ্য ফুট)	৩৪১৫৬১.৬৫
৯.	গেওয়া (ঘনফুট)	২০.৩৫
১০.	কয়লা (কেজি)	৬০.০০

তথ্য সূত্র : বন অধিদপ্তর-২০২৩

সামাজিক বনায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি

- সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ লাখ ৬ হাজার ১৪৮.১৬ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৮০ হাজার ১৪১.৩৬ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- সৃজিত বাগানে ৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৬৯ উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৫৩ হাজার ৭৩১ জন।
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগানসমূহ হতে মোট ৫৪ হাজার ৬৬৩.৫৬ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৩৫ হাজার ৬৪.৮৫ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয়মূল্য মোট ১৯৪৮ কোটি ৬০ লাখ ১২ হাজার ১৫৩ টাকা মাত্র।
- এ যাবৎ ২ লাখ ৪২ হাজার ৬৫৯ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৪৭৮ কোটি ২০ লাখ ৭৩ হাজার ৭৮৭ টাকা মাত্র বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত পুনঃবনায়ন কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত বৃক্ষরোপণ তহবিলে (টিএফএফ) মোট ১৬২ কোটি ৭৯ লাখ ২১ হাজার ৭৯২ টাকা জমা করা হয়েছে।
- এ যাবৎ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মোট ৬৬৭ কোটি ০৮ লাখ ১২ হাজার ৪৪৮ টাকা মাত্র।
- ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ মোট ২৬৩ কোটি ০৪ লাখ ৭৭ হাজার ৩৯৭ টাকা মাত্র।

তথ্য সূত্র : বন অধিদপ্তর-২০২৩

সৃজিত বাগান (২০২২-২০২৩ সন)	ব্লক/উডলট = ৮৬৫.১৩ হেক্টর এবং স্ট্রিপ বাগান = ১৩০৯.০০ কিলোমিটার।
উপকারভোগীর সংখ্যা (সৃজিত বাগানে সম্পৃক্ত)	পুরুষ = ৬৮৭৪ জন মহিলা = ২৭৮৯ জন এবং সর্বমোট = ৯৬৬৩ জন।
কর্তিত বাগান (২০২২-২০২৩)	ব্লক/উডলট = ৪০২৮.৩২ হেক্টর এবং স্ট্রিপ বাগান = ১০,৪৭০.৩৭ কিলোমিটার।
TFF এর অর্থায়নে পুনঃ বনায়ন (২০২২-২৩)	ব্লক/উডলট = ২০৬৫.৯৩ হেক্টর এবং স্ট্রিপ বাগান = ৩৩০.০০ কিলোমিটার।
মোট বিক্রয়মূল্য	২৯২,৫২,৩৭,২০২.৫২ টাকা।
উপকারভোগীর সংখ্যা (কর্তিত বাগানে সম্পৃক্ত)	পুরুষ = ৫৮৮৮ জন মহিলা = ১৯৬৫ জন এবং সর্বমোট = ৭৮৫৩ জন।
উপকারভোগীদের লভ্যাংশ	৩৬,৯৬,০২,০৯৫ টাকা (প্রদান)।
ট্রি ফার্মিং ফান্ড (টিএফএফ)	২৫,৮৭,৯৮,৮৫৯.৭৪ টাকা (প্রদান)।
রাজস্ব আয়	৮০,৩৭,১১,৬০৪.৪৪ টাকা (সরকারি কোষাগারে জমাকৃত)
ভূমি মালিক প্রতিষ্ঠান/সংস্থার লভ্যাংশ	১৫,১১,১১,০০১.৮৭ টাকা (প্রদান)।
ইউনিয়ন পরিষদ-এর লভ্যাংশ	১,০৯,৫২,৩৫৩.১৫ টাকা (প্রদান)।
অন্যান্য সংস্থার লভ্যাংশ	৫৭,৭১,৮৩৪.০০ টাকা (প্রদান)।

তথ্য সূত্র : বন অধিদপ্তর-২০২৩

### এক নজরে বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদ (২০২১-২২)

১	অভ্যন্তরীণ মৎস্যসম্পদ	৪৭০৬১৭১ হেক্টর
	(ক) বদ্ধ জলাশয়	৮৪৫৩৯৯ হেক্টর
	▪ পুকুর	৪১০৬৮৩ হেক্টর
	▪ অল্পবো লেক (বাঁওড়)	৫৬৭১ হেক্টর
	▪ চিংড়ি খামার	২৬২৯৮০ হেক্টর
	▪ কাঁকড়া	৯৩৫৩ হেক্টর
	▪ পেন কালচার	৭৭০৮ হেক্টর
	▪ খাঁচায় মাছ চাষ	১.৭৫ লাখ কিউবিক মিটার
	▪ মৌসুমি জলাশয়	১৪৯০০৪ হেক্টর
	(খ) উন্মুক্ত জলাশয়	৩৮৬০৭৭২ হেক্টর
	▪ নদী ও মোহনা	৮৫৩৮৬৩ হেক্টর
	▪ সুন্দরবন	১৭৭৭০০ হেক্টর
	▪ বিল	১১৪১৬১ হেক্টর
	▪ কাণ্ডাইলেক	৬৮৮০০ হেক্টর
	▪ প্লাবনভূমি	২৬৪৬২৪৮ হেক্টর
২	সামুদ্রিক জলসীমা	
	▪ সামুদ্রিক জলসীমার পরিমাণ	১১৮৮১৩ বর্গ কিলোমিটার
	▪ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃতি	৭১০ কিলোমিটার
৩	▪ জেলের সংখ্যা	১৭.৩৮ লাখ
	▪ অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের জেলে	১৪.২৭ লাখ
	▪ সামুদ্রিক জেলে	৩.১১ লাখ

৪	মৎস্য উৎপাদন	৪৭৫৮৭৩১ মেট্রিক টন
	▪ অভ্যন্তরীণ মৎস্য	৪০৫২৭০১ মেট্রিক টন
	(ক) উন্মুক্ত জলাশয় (আহরিত)	১৩২১৬৩১ মেট্রিক টন
	(খ) বদ্ধ জলাশয় (চাষকৃত)	২৭৩১০৭০ মেট্রিক টন
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য	৭০৬০৩০ মেট্রিক টন
	(ক) ট্রলার দ্বারা আহরণ	১৩৭১৭০ মেট্রিক টন
	(খ) ইঞ্জিনচালিত নৌকা দ্বারা আহরণ	৫৬৮৮৬০ মেট্রিক টন
৫	মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্য রফতানি	
	▪ পরিমাণ	৭৪০৪২.৬৭ মেট্রিক টন
	▪ মূল্য	৫১৯১.৭৬ কোটি টাকা
	▪ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট	মোট ১০৭টি (ই ইউ অনুমোদিত ৭৭টি)
	▪ জাতীয় মোট রপ্তানিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান	১.০৫%
৬	জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদান	
	জিডিপিতে অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩ অনুযায়ী)	২.৪৩%
	কৃষি খাতে অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩ অনুযায়ী)	২২.১৪%
৭	মাছ গ্রহণ ও চাহিদা	
	▪ জনপ্রতি বাৎসরিক মাছ গ্রহণ	২৫ কেজি (BBS HIES, 2022)
	▪ মাছের বাৎসরিক চাহিদা	৪৬.৬৪ লাখ মেট্রিক টন
	▪ জনপ্রতি মাছের বাৎসরিক চাহিদা	২৩.৭২ কেজি
	▪ জনপ্রতি মাছের দৈনিক চাহিদা	৬৫ গ্রাম
	▪ প্রাণিজ আমিষ সরবরাহে মাছের অবদান	৬০%
৮	মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি	
	▪ মৎস্য হ্যাচারি সংখ্যা	৯৮৪টি
	▪ সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের সংখ্যা (BFRI এর ৮টি সহ)	১১০টি
	▪ বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা	৮৭৪টি
	▪ হ্যাচারির রেণু উৎপাদন	৬২৭৫৮৬ কেজি
	▪ সরকারি হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০২১-২২)	১৫৭৯৯ কেজি
	▪ বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন (২০২১-২২)	৬১১৭৮৭ কেজি
	▪ গলদা হ্যাচারি (সরকারি ২৭টি ও BFRI ১টি সহ)	৩৯টি
	▪ বাগদা হ্যাচারি	৫৫টি
	▪ গলদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন (সরকারিসহ)	৬.৭২ কোটি
	▪ বাগদা হ্যাচারিতে পিএল উৎপাদন	৮৩৩ কোটি
	▪ প্রাকৃতিক উৎস হতে রেণু সংগ্রহ	১৮৫৫ কেজি
	৯	সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ইউনিট (সংখ্যা)
▪ বাণিজ্যিক ট্রলার		২৬৩টি
▪ মোট নৌযানের সংখ্যা		৬৭৬৬৯টি
▪ ইঞ্জিনচালিত নৌকা		৩২৮৫৯টি
▪ ইঞ্জিনবিহীন নৌকা		৩৪৮১০টি
▪ জাল ও অন্যান্য		১৮৮৭০৭টি

১০	মৎস্য প্রজাতি (সংখ্যা)	
	▪ মিঠা পানির মৎস্য প্রজাতি	২৬০টি
	▪ বিদেশী মৎস্য প্রজাতি	১২টি
	▪ মিঠা পানির চিংড়ি প্রজাতি	২৪টি
	▪ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতি	৪৭৫টি
	▪ সামুদ্রিক চিংড়ি প্রজাতি	৩৬টি
১১	মানবসম্পদ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো	
	▪ মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমী	০১টি
	▪ মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট	০৪টি
	▪ মৎস্য/চিংড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	০৬টি
	▪ চিংড়ির প্রদর্শনী খামার	০৪টি
	▪ চিংড়ি আহরণ ও সেবা কেন্দ্র	২০টি
১২	মৎস্য সেক্টরের অনুমোদিত জনবল	
	▪ মৎস্য অধিদপ্তর	১ম শ্রেণি - ১৬৩৯ জন
		২য় শ্রেণি - ৬৬৫ জন
		৩য় শ্রেণি - ২১১৮ জন
		৪র্থ শ্রেণি - ১৫৩৮ জন
		সর্বমোট - ৫৯৬০ জন

তথ্য সূত্র : মৎস্য জরিপশাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিএডিসির বিভিন্ন বিভাগ/প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২২-২৩ বর্ষে প্রকৃত বীজ উৎপাদন, ২০২৩-২৪ বর্ষে বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ) এবং ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৯-৩০ এ বীজ উৎপাদন প্রক্ষেপণ (এসডিজি)

বিস্তারিত জানতে : [www.badc.gov.bd](http://www.badc.gov.bd)

(হিসাব মে. টন)

ক্র : নং	বীজ ফসলের নাম	চূড়ান্ত বীজ সংগ্রহ	বীজ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা (এপিএ)	বীজ উৎপাদন প্রক্ষেপণ (এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা)					
				২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২	আউশ	৬৬৩৯	৪৬০০	৫৬০০	৬২৫০	৬৯০০	৭৫৫০	৮২০০	১০০০০
৩	আমন	২৭৮৯২	২৫১০০	২৬৮০০	২৭১৬০	২৭৫২০	২৭৮৮০	২৮২৪০	২৯০০০
৪	বোরো	৬৫৭৯৭	৬২০০০	৬০৯০০	৬১০৮০	৬১২৬০	৬১৪৪০	৬১৬২০	৬২০০০
৫	বোরো হাইব্রিড	৫৯৩	১০০০	২৮০০	৩১৬০	৩৫২০	৩৮৮০	৪২৪০	৫০০০
৬	মোট ধান বীজ	১০০৯২২	৯২৭০০	৯৬১০০	৯৭৬৫০	৯৯২০০	১০০৭৫০	১০২৩০০	১০৬০০০
৭	গম	১৯৮৮০	১৩৮০০	২১০০০	২২০০০	২৩০০০	২৪০০০	২৫০০০	২৬০০০
৮	ভুট্টা বীজ	৫১	৬০	৯৬০	১১৫০	১৪০০	১৬০০	১৮০০	২০০০
৯	মোট দানাশস্য বীজ	১২০৮৫৩	১০৬৫৬০	১১৮০৬০	১২০৮০০	১২৩৬০০	১২৬৩৫০	১২৯১০০	১৩৪০০০
১০	আলু বীজ	৩৭৫০১	৩৬৭০০	৫১৬৬৭	৫৩৩৩৪	৫৫০০০	৫৬৬৬৭	৫৮৩৩৪	৬০০০০
১১	ডাল বীজ	১৯২৮	১৮০০	৩৫০০	৩৭০০	৩৯০০	৪০০০	৪২০০	৪৬০০
১২	তেলবীজ	২৯৬৮	১৬০০	২৮০০	৩০০০	৩২০০	৩৪০০	৩৬০০	৩৭০০
১৩	পাট বীজ	৮৯২	১০০০	১৩০০	১৫০০	১৬০০	১৭০০	১৮৫০	২০০০
১৪	সবজি বীজ	১১০	১১৫	১৬০	১৭০	১৭৫	১৮০	১৯০	২০০
১৫	পেঁয়াজ ও মসলা বীজ	৩৯৫	২২৫	৩২৫	৩৫০	৩৭৫	৪০০	৪৫০	৫০০
	সর্বমোট	১৬৪৬৪৭	১৪৮০০০	১৭৭৮১২	১৮২৮৫৪	১৮৭৮৫০	১৯২৬৯৭	১৯৭৭২৪	২০৫০০০.০

সূত্র : বিএডিসি-২০২৩

বিএডিসির ক্ষুদ্রসেচ উইংয়ের কার্যক্রম (জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

ক্র. নং	কার্যক্রমের নাম	একক	২০২২-২৩ অর্জন	২০০৯ হতে জুন/২৩ পর্যন্ত অর্জন
১	খাল/নালা খনন/ পুনঃখনন/সংস্কারকরণ	কি.মি.	৮৬০	১১৪০২
২	ভূপরিষ্ক সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	০	২৯১২
৩	ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ (বারিড পাইপ)	কি.মি.	১০৬১.৪	১২৫২৪
৪	সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১২৮৪	১১০৩৭
৫	সেচযন্ত্র বৈদ্যুতিকীকরণ	সংখ্যা	৪৫৫	৫৭৯২
৬	বেড়িবাঁধ/ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৪২	২৯১
৭	পাহাড়ি এলাকায় ঝিরি বাঁধ নির্মাণ	সংখ্যা	০	৮৬
৮	গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	০	১৬৪৭
৯	গভীর নলকূপ পুনর্বাসন	সংখ্যা	১৭	১৬৮৫
১০	অগভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	০	২০২
১১	আর্টেশিয়ান নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	১৪	৪৮৯
১২	শক্তিচালিত/ভাসমান পাম্প স্থাপন ও ক্ষেত্রায়ন	সংখ্যা	৯৫	৭৭৯১
১৩	সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প স্থাপন	সংখ্যা	১২৫	৫৭৫
১৪	সৌরশক্তি চালিত ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	১৪২	৩৩৩
১৫	ডাগওয়েল স্থাপন	সংখ্যা	০	৬৮
১৬	রাবার ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০	১৪
১৭	হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ	সংখ্যা	০	২
১৮	সেনিপা সংগ্রহ এবং বিতরণ	সংখ্যা	০	৩৩৩৫৫
১৯	ফিতা পাইপ সংগ্রহ এবং বিতরণ	মিটার	১০০১০০	৫১৯৪০০
২০	স্মার্টকার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন	সংখ্যা	৮৭	২৫৪৫
২১	ভূগর্ভস্থ পানিতল পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	৪	১১৫৯
২২	ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	০	২৮৬
২৩	ভূগর্ভস্থ পানিতল পর্যবেক্ষণ অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডার স্থাপন	সংখ্যা	০	২০১
২৪	ভূগর্ভস্থ পানি স্তর মনিটরিং ডাটা লগার স্থাপন	সংখ্যা	০	৪০০
২৫	ভূগর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা মনিটরিং ডাটা লগার স্থাপন	সংখ্যা	০	২১৫
২৬	ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিষ্ক পানির রাসায়নিক গুণাগুণ পরীক্ষা	স্যাম্পল	৬৪৯	২২২৫৯
২৭	পোর্টেবল সেচ বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	মিটার	০	৪৫০০০
২৮	নিরাপদ ফুল ও সবজি উৎপাদনে পলিশেড নির্মাণ	সংখ্যা	৩	১০
২৯	স্প্রিংকলার সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	৬	২০
৩০	ড্রিপ সেচ ব্যবস্থার প্রদর্শনী প্লট স্থাপন	সংখ্যা	৫৪	১৭১
৩১	বিএডিসির অফিস ভবন নির্মাণ	সংখ্যা	১৩	১২৬
৩২	প্রশিক্ষণ (কৃষক/ফিল্ডম্যান/ম্যানেজার/অপারেটর)	জন	২৯১০	১৪১২৬৪
৩৩	সেচ এলাকা সম্প্রসারণ	লক্ষ হেক্টর	০.৪	৩.২২
৩৪	মোট সেচকৃত এলাকা	লক্ষ হেক্টর	৬.৮৩	৬.৮৩

২০১৬-১৭ থেকে ২০২২-২৩ পর্যন্ত টিএসপি, এমওপি ও ডিএপি সার আমদানি ও সরবরাহ কার্যক্রম

(লাখ মে. টন)

অর্থবছর	কার্যক্রম	সারের পরিমাণ			মোট
		টিএসপি	এমওপি	ডিএপি	
২০১৬-১৭	আমদানি	৩.৯৩	৫.০৫	১.৮৪	১০.৮২
	বিতরণ	৩.৬১	৪.৬২	১.৭১	৯.৯৪
২০১৭-১৮	আমদানি	৪.৯৯	৪.৬৪	৩.৯১	১৩.৫৪
	বিতরণ	৩.২৭	৪.০৮	২.৮৪	১০.১৯
২০১৮-১৯	আমদানি	৩.১৫	৪.৭৭	৩.৬৭	১১.৬০
	বিতরণ	৪.০৪	৪.০৮	২.৯৩	১১.০৬
২০১৯-২০	আমদানি	২.৩৬	৪.০৬	৫.৫১	১১.৯৩
	বিতরণ	২.৬২	৩.৩২	৬.২৭	১২.২১
২০২০-২১	আমদানি	৩.৮৬	৪.১৬	৬.৮৯	১৪.৯১
	বিতরণ	৪.২৭	৫.২৭	৬.১৩	১৫.৬৭
২০২১-২২	আমদানি	৪.৬৪	৫.০৩	১০.৩৭	২০.০৪
	বিতরণ	৩.৭২	৪.৮৯	৮.২৬	১৬.৮৭
২০২২-২৩	আমদানি	৩.৯১	৮.৩৩	৬.৭৯	১৯.০৩
	বিতরণ	৩.২৩	৬.১২	৬.৬৭	১৬.০২

তথ্য সূত্র : বিএডিসি-২০২৩

বিএডিসি'র গবেষণা কার্যক্রম

২০১৮ সালে গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজস্ব বাজেটে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের গবেষণাভিত্তিক কার্যক্রম গবেষণা সেলের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতার স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে গবেষণার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

গবেষণা সেলের তত্ত্বাবধানে এরই মধ্যে ২৭টি জাত অবমুক্ত জাতের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো :

অর্থ বছর	অবমুক্ত জাতের সংখ্যা	অবমুক্ত জাতের নাম
২০২১-২২	১৮টি	বিএডিসি শরিফা-১, বিএডিসি ডুমুর-১, বিএডিসি এডোক্যাডো-১, বিএডিসি জাবটিকা-১, বিএডিসি কুল-১, বিএডিসি পেয়ারা-১, বিএডিসি চেরি টমেটো-১ ও বিএডিসি সরিষা-১ এবং ১০টি আলুর জাত : বিএডিসি আলু ১ (সানসাইন), বিএডিসি আলু ২ (প্রাডা), বিএডিসি আলু ৩ (সান্তানা), বিএডিসি আলু ৪ (এ্যালকেভার), বিএডিসি আলু ৫ (ইনোভেটর), বিএডিসি আলু ৬ (এডিসন), বিএডিসি আলু ৭ (কুম্বিকা), বিএডিসি আলু ৮ (কুইন এ্যানী), বিএডিসি আলু ৯ (ল্যাবেলা), বিএডিসি আলু ১০ (কেএসি-৮১) ও
২০২২-২৩	৯টি	বিএডিসি আম-১, বিএডিসি আম-২, বিএডিসি রসুনীরা-১, বিএডিসি বানচিং অনিয়ন-১, বিএডিসি বারমাসি সফেদা-১, বিএডিসি বারমাসি মাল্টা-১, বিএডিসি মাল্টা-২, বিএডিসি পেঁপে ১ ও বিএডিসি বারমাসি জাম ১ এবং ৪টি আলুর জাত : বিএডিসি আলু ১১ (ডেলিয়া রেড), বিএডিসি আলু ১২ (রশিদা), বিএডিসি আলু ১৩ (জিনারেড) ও বিএডিসি আলু ১৪ (কাইট- ১০১০), বিএডিসি আলু-১ (সানসাইন)

এর পাশাপাশি ধান, রঙিন ভুট্টা, সরিষা, সোনামুগসহ বিভিন্ন ফল ও ফসলের জাত উন্নয়নের কাজ চলছে। অন্য দিকে বীজ প্রযুক্তি, মাল্টি লেয়ার ফার্মিং, লবণাক্ততা ব্যবস্থাপনা, টিস্যু কালচার, সাশ্রয়ী সার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলছে। ইতিমধ্যে অবমুক্ত শরিফা, ডুমুর, সরিষা, এডোক্যাডো, জাবটিকা, কুল, পেয়ারা, আম, রসুন, বানচিং অনিয়ন, সফেদা, মাল্টা, পেঁপে এবং জাম এর জাতগুলো উচ্চফলনশীল এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় জাত।

সূত্র : বিএডিসি-২০২৩

**কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর**  
**সরেজমিন উইং, কক্সবাজার রুম**  
**মাঠ ফসলের আবাদ, উৎপাদন ও ফলন পরিস্থিতি**  
**(উৎপাদন ও ফলন পাটের ক্ষেত্রে বেল, অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে মেট্রিক টন)**

ক্র: নং	ফসলের নাম	অর্জিত ২০২১-২২			অর্জিত ২০২২-২৩		
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (টন/হে.)	অর্জিত আবাদ (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (টন/হে.)
<b>দানাজাতীয় ফসল</b>							
১ (ক)	হাইব্রিড	০.৫৮১	২.২০২	৩.৭৮৮	৯.৭৬৩	২৭.৭৯০	২.৮৪৬
	উফশী	১০.২২৬	২৯.১২০	২.৮৪৮			
	স্থানীয়	০.৭৮৪	১.১২৬	১.৪৩৭	০.৮৫০	১.২২১	১.৪৩৮
	আউশ ধান (চালে)	১১.৫৯১	৩২.৪৪৯	২.৭৯৯	১০.৬১৩	২৯.০১২	২.৭৩৪
১ (খ)	হাইব্রিড	২.৯৬৮	১১.১৯২	৩.৭৭১	৪৮.১৯৪	১৪০.৫৫৩	২.৯১৬
	উফশী	৪৪.৫২১	১২৪.৫৯৬	২.৮৫৯			
	স্থানীয়	৭.২২৭	১১.০৭৮	১.৫৩৩	৬.৮৬২	১১.৩০৫	১.৬৪৭
	রোপা আমন	৫৪.৭১৬	১৪৬.৮৬৬	২.৬৮৪	৫৫.০৫৬	১৫১.৮৫৮	২.৯৫৪
	বোনা আমন	২.৪৮৫	২.৭১৮	১.০৯৪	২.১৯৩	২.৪০৬৪	১.০৯৭
	আমন ধান (চালে)	৫৭.২০১	১৪৯.৫৮৪	২.৬১৫	৫৭.২৪৮	১৫৪.২৬৪	২.৬৯৫
১ (গ)	হাইব্রিড	১১.৩৬২	৫৩.১৭৩	৪.৬৮০	১২.০৮০	৫৭.৩৫০	৪.৭৪৭
	উফশী	৩৬.৫৩৬	১৪৮.২৩১	৪.০৫৭	৩৬.১৯৬	১৪৯.৮৫৮	৪.১৪০
	স্থানীয়	০.২৪৮	০.৪৫৫	১.৮৩৭	০.২৪৫	০.৪৬৮	১.৯০৬
	বোরো ধান (চালে)	৪৮.১৪৬	২০১.৮৫৯	৪.১৯৩	৪৮.৫২২	২০৭.৬৭৫	৪.২৮০
	মোট ধান (চালে)	১১৬.৯৩৮	৩৮৩.৮৯২	৩.২৮৩	১১৬.৩৮৩	৩৯০.৯৫১	৩.৩৫৯
২	গম	৩.১৪৮	১০.৮৫৮	৩.৪৪৯	৩.১৬৮	১১.৭০২	৩.৬৯৩
৩	ক) শীত. ভুট্টা	৪.৬২৪	৪৯.১৪৯	১০.৬২৮	৫.১৯১	৫৭.৪৩৫	১১.০৬০
	খ) গ্রীষ্ম. ভুট্টা	০.৮৯৫	৭.১৪৮	৭.৯৮৩	০.৮৬৭	৬.৭৮৫	৭.৮৩০
	ভুট্টা (ক+খ)	৫.৫২০	৫৬.২৯৭	১০.১৯৯	৬.০৫৮	৬৪.২২০	১০.৬০২
	মোট দানাজাতীয় ফসল	১২৫.৬০৬	৪৫১.০৪৮	৩.৫৯১	১২৫.৬০৯	৪৬৬.৮৭৩	৩.৭১৭
<b>কন্দাল ফসল</b>							
৪	আলু	৪.৬৪০	১০১.৪৪৮	২১.৮৬০	৪.৫৫৫	১০৪.৩১৭	২২.৯০১
৫	মিষ্টি আলু	০.৩৩০	৬.২৬৬	১৮.৯৯০	০.৩২৯	৬.৫৩৪	১৯.৮৬০
	মোট কন্দাল ফসল	৪.৯৭০	১০৭.৭১৪	২১.৬৭৩	৪.৮৮৪	১১০.৮৫১	২২.৬৯৬
<b>আঁশ ফসল</b>							
	ক) দেশী পাট	৭.২৭৪	৮৪.৩২৪	১১.৫৯৩	৭.২৯৯	৮৪.৫৭৭	১১.৫৮৮
	খ) তোষা পাট						
	গ) মোস্তা ও কেনাফ						
	পাট (ক+খ+গ)	৭.২৭৪	৮৪.৩২৪	১১.৫৯৩	৭.২৯৯	৮৪.৫৭৭	১১.৫৮৮



ক্র: নং	ফসলের নাম	অর্জিত' ২০২১-২২			অর্জিত' ২০২২-২৩		
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (টন/হে.)	অর্জিত আবাদ (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (টন/হে.)
<b>শাকসবজি ফসল</b>							
৭	ক) শীত. শাকসবজি	৬.১১৮	১৪০.৬৫৬	২২.৯৯০	৬.২৩৮	১৪২.৩৫৬	২২.৮২১
	খরিপ-১ শাকসবজি	৩.৫৩৩	৬৩.৬২৬	১৮.০০৯	৩.৬৬১	৬২.৯৭৩	১৭.২০০
	খরিপ-২ শাকসবজি	০.৬৯০	১২.৪২১	১৭.৯৯০	১.২০৫	২০.০৭৯	১৬.৬৬০
	গ্রীষ্ম. শাকসবজি (খ+গ)	৪.২২৩	৭৬.০৪৭	১৮.০০৬	৪.৮৬৬	৮৩.০৫২	১৭.০৬৬
	শাকসবজি (শীত+গ্রীষ্ম)	১০.৩৪২	২১৬.৭০৩	২০.৯৫৫	১১.১০৪	২২৫.৪০৮	২০.৩০
<b>তেল জাতীয় ফসল</b>							
৮	সরিষা	৬.১০৬	৮.২৪৩	১.৩৫০	৮.১২৩	১১.৬১১	১.৪২৯
৯	ক) শীত. চীনাবাদাম	০.৮৫৬	১.৫২৪	১.৭৮০	০.৮৬৯	১.৬৬৮	১.৯২০
	খরিপ চীনাবাদাম-১	০.০৭৮	০.১৪৬	১.৮৭৮	০.০৭০	০.১৩৫	১.৯৩১
	খরিপ চীনাবাদাম-২	০.০১৬	০.০৩১	২.০২০	০.০১২	০.০২৩	১.৮৮৯
	মোট চীনাবাদাম	০.৯৫০	১.৭০২	১.৭৯২	০.৯৫১	১.৮২৭	১.৯২০
১০	তিসি	০.০১২	০.০১২	১.০৩০	০.০১২	০.০১৩	১.০৮৩
১১	ক) শীত. তিল	০.০২৮	০.০৩২	১.১৪০	০.০২৩	০.০২৬	১.১০৮
	খ) গ্রীষ্ম. তিল	০.৬২৩	০.৭৩১	১.১৭৩	০.৫৭৯	০.৭৩৬	১.২৭০
	তিল (ক+খ)	০.৬৫১	০.৭৬৩	১.১৭২	০.৬০৩	০.৭৬২	১.২৬৪
১২	সয়াবিন	০.৭৯৯	১.৪৩৯	১.৮০০	০.৮৬০	১.৫৪৯	১.৮০১
১৩	সূর্যমুখী	০.০৯২	০.১৫৯	১.৭৪০	০.১৪৭	০.২৭৮	১.৮৯৪
	মোট তেলজাতীয় ফসল	৮.৬০৯	১২.৩১৮	১.৪৩১	১০.৬৯৬	১৬.০৪০	১.৫
<b>ডাল ফসল</b>							
১৪	মসুর	১.৫২৬	২.০৭৬	১.৩৬০	১.৩০৩	১.৮৫১	১.৪২১
১৫	ছোলা	০.০৩৭	০.০৪৯	১.৩৩০	০.০২২	০.০২৯	১.৩১৮
১৬	ক) শীত. মুগ	২.০৫১	২.৪৮২	১.২১০	২.০৩৬	২.৫৩২	১.২৪৪
	খ) গ্রীষ্ম. মুগ	০.২৭১	০.৩৫৩	১.৩০০	০.২০৩	০.২৪৭৪	১.৩১০
	মুগ (ক+খ)	২.৩২২	২.৮৩৪	১.২২১	২.২৩৯	২.৭৭৯	১.২৪২
১৭	ক) রবি মাসকলাই	০.২৬৬	০.৩০৬	১.১৫০	০.২৬৩	০.৩০০	১.১৪১
	খ) গ্রীষ্ম মাসকলাই	০.৩১৮	০.৪০০	১.২৬০	০.৬০৪	০.৭৫২৪	১.২৪৬
	মাসকলাই (ক+খ)	০.৫৮৪	০.৭০৬	১.২১০	০.৮৬৭	১.০৫২	১.২১৪
১৮	খেসারি	২.২১৩	২.৬৩৩	১.১৯০	২.০৩৯	২.৫০৬	১.২২৯
১৯	মটর	০.০৯২	০.১২৫	১.৩৫০	০.০৯৮	০.১৩২	১.৩৪৭
২০	অড়হর	০.০০৩	০.০০৩	১.০২০	০.০০৩	০.০০৩৫	১.২৩৭
২১	ফেলন	০.৩৫০	০.৩৫৭	১.০২০	০.৩৪২	০.৪৩৩	১.২৬৬
	মোট ডাল ফসল	৬.৮০৯	৮.৩৮৩	১.২৩১	৬.৯১২	৮.৭৮৬	১.২৭১
<b>মসলা ফসল</b>							
২২	ক) চারা পেঁয়াজ	১.৮৯৩	২৭.৫৩৭	১৪.৫৫০	১.৮১	২৫.১০৪	১৩.৯১
	খ) কন্দ পেঁয়াজ	০.৬২৫	৮.০১৬	১২.৮৩০	০.৫৮২	৮.০৮৯৮	১৩.৯০
	গ) বীজ পেঁয়াজ	০.০৫০	০.৪৮৭	৯.৮০০	০.০৮০	০.৯৭৩৬	১২.১৭
	মোট পেঁয়াজ (রবি)	২.৫৬৭	৩৬.০৪০	১৪.০৩৯	২.৪৬৭	৩৪.১৬৭	১৩.৮৫
	ঘ) খরিপ-১ পেঁয়াজ	০.০০০	০.০০৪	৭.৫৩০	০.০০৩	০.০৪৫৬	১৩.৩৮৫
	ঙ) খরিপ-২ পেঁয়াজ	০.০২৪	০.৩৬৬	১৫.২২০	০.০২৪	০.৩৫২	১৪.৬৬৭
	মোট পেঁয়াজ (গ্রীষ্ম)	০.০২৫	০.৩৭০	১৫.০৭৩	০.০২৭	০.৩৯৮	১৪.৫০৪
	মোট পেঁয়াজ (রবি+গ্রীষ্ম)	২.৫৯২	৩৬.৪০৯	১৪.০৪৯	২.৪৯৪	৩৪.৫৬৫	১৩.৮৬

ক্র: নং	ফসলের নাম	অর্জিত ২০২১-২২			অর্জিত ২০২২-২৩		
		আবাদি জমি (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (টন/হে.)	অর্জিত আবাদ (লক্ষ হে.)	উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	ফলন (টন/হে.)
২৩	রসুন	০.৮৯২	৭.৭০২	৮.৬৩০	০.৭৪২	৬.৪৮৩	৮.৭৩৭
২৪	ধনিয়া	০.৪৪৩	০.৬৪২	১.৪৫০	০.৪২৩	০.৫৯৮	১.৪১৪
২৫	ক) শীত. মরিচ শুকনা	১.২০৩	২.২৩৭	১.৮৬০	১.১৮২	২.২১০	১.৮৭
	খ) গ্রীষ্ম. মরিচ শুকনা	০.৩৯৭	০.৭৪৭	১.৮৮৪	০.৪০৩	০.৬৯৬	১.৭৩০
মোট মরিচ		১.৫৯৯	২.৯৮৪	১.৮৬৬	১.৫৮৫	২.৯০৭	১.৮৩৪
২৬	আদা	০.১৭৭	২.৪৫৬	১৩.৯০০	০.১৭৮	২.৪৭১২	১৩.৮৯
২৭	হলুদ	০.৩৯৯	১.৬০৮	৪.০৩০	০.৩৯২	১.৬১৮৬	৪.০৫
২৮	কালিজিরা	০.১১৯	০.১২৬	১.০৬০	০.১১৩	০.১১৩	১.০০
মোট মসলাজাতীয় ফসল		৬.২২১	৫১.৯৩	৮.৩৪৭	৫.৯২৭	৪৮.৭৫৫	৮.২২৬

তথ্য সূত্র : কন্ট্রোল রুম, সরেজমিন উইথ, ডিএই-২০২৩

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল (উফশী) ধানের জাতগুলোর বৈশিষ্ট্য (১৯৭০-২০২৩)

বিস্তারিত জানতে : [www.brri.gov.bd](http://www.brri.gov.bd)

ধানের জাত	মওসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) <sup>১</sup>	জাতের বৈশিষ্ট্য	অ্যামাইলোজ (%)	ধানের গড় ফলন(টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
বিআর১ (চান্দিনা)	বোরো	৮৮	১৫০	চাল খাটো, মোটা	২৫.০	৫.৫	১৯৭০
	আউশ	৮৮	১২০			৪.০	
বিআর২ (মালা)	বোরো	১২০	১৬০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	২৭.০	৫.০	১৯৭১
	আউশ	১২০	১২৫			৪.০	
বিআর৩ (বিপ্লব)	বোরো	৯৫	১৭০	চাল মাঝারি মোটা ও	২৬.০	৬.৫	১৯৭৩
	আউশ	১০০	১৩০	পেটে সাদা দাগ আছে		৪.০	
	আমন	১০০	১৪৫			৪.০	
বিআর৪ (ব্রিশাইল)	আমন	১২৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	২৫.০	৫.০	১৯৭৫
বিআর৫ (দুলাভোগ)**	আমন	১২০	১৫০	চাল ছোট, গোলাকৃতির ও	২৬.০	৩.০	১৯৭৬
বিআর৬	বোরো	১০০	১৪০	সুগন্ধি এবং হাই ইলংগেশন ও এন্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ			
	আউশ	১১৩	১১০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	২৬.০	৪.৫	১৯৭৭
বিআর৭ (ব্রি বালাম)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল লম্বা, চিকন	২২.০	৪.৫	১৯৭৭
	আউশ	১২৫	১৩০			৩.৫	
বিআর৮ (আশা)	বোরো	১২৫	১৬০	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে	২৭.০	৬.০	১৯৭৮
	আউশ	১২৫	১২৫	দাগ আছে এবং শিলাবৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী		৫.০	
বিআর৯ (সুফলা)	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল লম্বা, মাঝারি মোটা	২৭.০	৬.০	১৯৭৮
	আউশ	১২৫	১২০	ও সাদা এবং শিলাবৃষ্টি এলাকার জন্য উপযোগী		৫.০	
বিআর১০ (প্রগতি)	আমন	১১৫	১৫০	চাল মাঝারি চিকন	২৬.০	৬.০	১৯৮০
বিআর১১ (মুক্তা)	আমন	১১৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা	২৬.০	৬.০	১৯৮০
বিআর১২ (ময়না)	বোরো	১০৫	১৭০	চাল খাটো মোটা ও সাদা	২৭.০	৫.৫	১৯৮৩

ধানের জাত	মওসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) <sup>১</sup>	জাতের বৈশিষ্ট্য	অ্যামাইলোজ (%)	ধানের গড় ফলন(টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
বিআর১৪ (গাজী)	আউশ	১০৫	১৩০			৪.৫	
	বোরো	১২০	১৬০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	২৭.০	৬.০	১৯৮৩
বিআর১৫ (মোহিনী)	আউশ	১২০	১২০			৫.০	
	বোরো	৯০	১৬৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	২৬.০	৫.৫	১৯৮৩
বিআর১৬ (শাহীবালাম)	আউশ	১০০	১২৫			৫.০	
	বোরো	৯০	১৬৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা	২৭.০	৬.০	১৯৮৩
বিআর১৭ (হাসি)	আউশ	১১০	১৩০	এবং লো জিআই (কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সম্পন্ন)		৫.০	
	বোরো	১২৫	১৫৫	চাল মাঝারি মোটা এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী	২৭.০	৬.০	১৯৮৫
বিআর১৮ (শাহজালাল)	আউশ	১১৫	১৭০			৬.০	
	বোরো	১১০	১৭০	হাওর অঞ্চলের উপযোগী চাল মাঝারি মোটা এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী	২৬.০	৬.০	১৯৮৫
বিআর২০ (নিজামী)*	আউশ	১২০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপনযোগ্য	২৫.০	৩.৫	১৯৮৬
	আউশ	১০০	১১০	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপনযোগ্য	২৫.০	৩.০	১৯৮৬
বিআর২১ (নিয়ামত)*	আউশ	১০০	১১০	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপনযোগ্য	২৫.০	৩.০	১৯৮৬
	আমন	১২৫	১৫০	চাল খাটো, মোটা ও সাদা এবং নাবি জাত	২৬.০	৫.০	১৯৮৮
বিআর২২ (কিরণ)**	আমন	১২৫	১৫০	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং নাবি জাত	২৭.০	৫.৫	১৯৮৮
	আউশ	১০৫	১০৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপনযোগ্য	২৬.০	৩.৫	১৯৯২
বিআর২৩ (দিশারী)**	আউশ	১০৫	১০৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপনযোগ্য	২৬.০	৩.৫	১৯৯২
	আমন	১৩৮	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সাদা	২৫.৯	৪.৫	১৯৯২
বিআর২৪ (রহমত)*	আউশ	১০৫	১০৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপনযোগ্য	২৬.০	৩.৫	১৯৯২
	আমন	১৩৮	১৩৫	চাল খাটো, মোটা ও সাদা	২৫.৯	৪.৫	১৯৯২
বিআর২৫ (নয়াপাজাম)	আউশ	১১৫	১১৫	চাল চিকন, লম্বা ও সাদা	২২.৭	৪.০	১৯৯৩
	বোরো	১১০	১৪০	এবং অ্যামাইলোজ কম		৬.০	
ব্রি ধান২৭	আউশ	১৪০	১১৫	চাল মাঝারি মোটা এবং বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী	২৭.৫	৪.০	১৯৯৪
	বোরো	৯০	১৪০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	২৮.০	৬.০	১৯৯৪
ব্রি ধান২৮	বোরো	৯৫	১৬০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	২৯.৪	৭.৫	১৯৯৪
ব্রি ধান২৯	বোরো	৯৫	১৬০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	২৯.৪	৭.৫	১৯৯৪
ব্রি ধান৩০	আমন	১২০	১৪৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা	২৬.৭	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩১	আমন	১১৫	১৪০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	২৬.৫	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩২	আমন	১২০	১৩০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	২৬.৩	৫.০	১৯৯৪
ব্রি ধান৩৩	আমন	১০০	১১৮	চাল খাটো, মোটা, পেটে সাদা দাগ আছে এবং আগাম জাত	২৫	৪.৫	১৯৯৭
	আমন	১১৭	১৩৫	চাল খাটো মোটা/দানা ছোট, সুগন্ধি ও উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	২৩.০	৩.৫	১৯৯৭
ব্রি ধান৩৪**	আমন	১১৭	১৩৫	চাল খাটো মোটা/দানা ছোট, সুগন্ধি ও উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	২৩.০	৩.৫	১৯৯৭
ব্রি ধান৩৫	বোরো	১০৫	১৫৫	চাল খাটো, মাঝারি মোটা এবং	২৫.৬	৫.০	১৯৯৮

ধানের জাত	মওসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) <sup>১</sup>	জাতের বৈশিষ্ট্য	অ্যামাইলোজ (%)	ধানের গড় ফলন(টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
ব্রি ধান৩৬	বোরো	৯০	১৪০	বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী চাল লম্বা, চিকন এবং ঠাণ্ডা সহিষ্ণু এবং উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	২৫.৪	৫.০	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৭**	আমন	১২৫	১৪০	চাল মাঝারি চিকন ও সুগন্ধি এবং উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	২৩.৮	৩.৫	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৮**	আমন	১২৫	১৪০	চাল লম্বা, মাঝারি চিকন ও সুগন্ধি	২২.৬	৩.৫	১৯৯৮
ব্রি ধান৩৯	আমন	১০৬	১২২	চাল লম্বা ও মাঝারি চিকন	২৬.৬	৪.৫	১৯৯৯
ব্রি ধান৪০	আমন	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	২৫.৭	৪.৫	২০০৩
ব্রি ধান৪১	আমন	১১৫	১৪৮	চাল লম্বাটে মোটা, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	২৪.৬	৪.৫	২০০৩
ব্রি ধান৪২***	আউশ	১০০	১০০	চাল লম্বা চিকন, সাদা ও খরা সহিষ্ণু, স্বল্প মেয়াদি	২৬.১	৩.৫	২০০৪
ব্রি ধান৪৩***	আউশ	১০০	১০০	চাল মাঝারি, সাদা ও খরা সহিষ্ণু এবং হাই ইলংগেশন গুণসম্পন্ন, স্বল্প মেয়াদি	২৬.৭	৩.৫	২০০৪
ব্রি ধান৪৪	আমন	১৩০	১৪৫	চাল মোটা ও উপকূলীয় অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অধঃলের উপযোগী	২৭.২	৫.৫	২০০৫
ব্রি ধান৪৫	বোরো	১০০	১৩৭	চাল লম্বা মোটা ও সাদা	২৬.৫	৬.৫	২০০৫
ব্রি ধান৪৬**	আমন	১০৫	১৫০	চাল মাঝারি মোটা, নাবি জাত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণযোগ্য এবং লো জিআই গুণসম্পন্ন	২৪.৭	৪.৭	২০০৭
ব্রি ধান৪৭	বোরো	১০৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৬ ডিএস/ মিটার লবণাক্ততা সহনশীল	২৬.১	৬.০	২০০৭
ব্রি ধান৪৮	আউশ	১০৫	১১০	চাল মাঝারি মোটা, ভাত বরবারে	২৬.৮	৫.৫	২০০৮
ব্রি ধান৪৯	আমন	১০০	১৩৫	চাল মাঝারি চিকন, নাইজার- শাইলের মতো এবং বিআর১১ থেকে ৭ দিন আগাম	২৫.০	৫.৫	২০০৮
ব্রি ধান৫০ (বাংলামতি)	বোরো	৮২	১৫৫	চাল লম্বা, চিকন, সুগন্ধি ও সাদা	২৬.৮	৬.০	২০০৮
ব্রি ধান৫১	আমন	৯০	১৪২ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৭(১৪ দিন	চাল মাঝারি মোটা, স্বচ্ছ ও সাদা এবং জলমগ্ন সহনশীল	২৫	৪.৫	২০১০

ধানের জাত	মওসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) <sup>১</sup> জলমগ্ন থাকলে)	জাতের বৈশিষ্ট্য	অ্যামাইলোজ (%)	ধানের গড় ফলন(টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
ব্রি ধান৫২	আমন	১১৬	১৪০ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৫ (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	চাল মাঝারি মোটা ও জলমগ্ন সহনশীল এবং হাই ইলংগেশন গুণসম্পন্ন	২৫	৫.০	২০১০
ব্রি ধান৫৩	আমন	১০৫	১২৫	চাল লম্বা মোটা, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার	২৫.৯	৪.৫	২০১০
ব্রি ধান৫৪**	আমন	১১৫	১৩৫	চাল লম্বা মোটা, জীবনকালের শেষ পর্যায়ে মাঝারি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	২৬	৪.৫	২০১০
ব্রি ধান৫৫	বোরো	১০০	১৪৫	চাল লম্বা চিকন	২১	৭.০	২০১১
	আউশ	১০০	১০৫	মধ্যম মানের লবণ, খরা ও ঠাণ্ডা সহনশীল		৫.০	
ব্রি ধান৫৬	আমন	১১৫	১১০	চাল মাঝারি মোটা ও রঙ সাদা এবং খরা সহনশীল, প্রজনন পর্যায়ে ১৪-২১ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না	২৩.৭	৪.৫	২০১১
ব্রি ধান৫৭	আমন	১১৫	১০৫	লম্বা, সরু চাল এবং খরা পরিহারকারী, প্রজনন পর্যায়ে ১০-১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না, স্বল্প মেয়াদি	২৫	৪.০	২০১১
ব্রি ধান৫৮	বোরো	১০০	১৫০	দানা অনেকটা ব্রি ধান২৯ এর মতো, তবে মাঝারি মোটা	২৬.০	৭.২	২০১২
ব্রি ধান৫৯	বোরো	৮৩	১৪৭	চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা, ডিগপাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না	২৫.০	৭.১	২০১৩
ব্রি ধান৬০	বোরো	৯৮	১৪৫	চাল লম্বা ও সরু এবং সাদা	২২.০	৭.৩	২০১৩
ব্রি ধান৬১	বোরো	৯৬	১৫০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং লবণাক্ততা সহনশীল	২২.০	৬.৩	২০১৩
ব্রি ধান৬২	আমন	১০২	১০০	চাল সরু এবং সাদা, মধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ (১৯.৮ মিলিগ্রাম/কেজি) এবং স্বল্প মেয়াদি আগাম জাত	১৯.০	৪.৫	২০১৩
ব্রি ধান৬৩	বোরো	৮৬	১৪৬	চাল বাসমতির মতো চিকন ও লম্বা, অধিক ফলনশীল সরু বালাম ধানের জাত	২৫.০	৬.৫	২০১৪
ব্রি ধান৬৪	বোরো	১১০	১৫২	চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ (২৪ মিলিগ্রাম/কেজি)	২৩.০	৬.৫	২০১৪
ব্রি ধান ৬৫*	আউশ	৮৮	৯৯	চাল মাঝারি চিকন, সাদা,	২৬.৮	৩.৫	২০১৪

ধানের জাত	মওসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) <sup>১</sup>	জাতের বৈশিষ্ট্য	অ্যামাইলোজ (%)	ধানের গড় ফলন(টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
ত্রি ধান৬৬	আমন	১২০	১১৫	ডিগপাতা খাড়া এবং গাছ খাটো হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না, স্বল্প মেয়াদি চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, সাদা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ	২৩.০	৪.৫	২০১৪
৩ত্রি ধান৬৭	বোরো	১০০	১৪৫	চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল	২৪.৬	৬.০	২০১৪
ত্রি ধান৬৮	বোরো	৯৭	১৪৯	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ধান পাকার সময় ডিগ পাতা সবুজ থাকে	২৪.০	৭.৩	২০১৪
ত্রি ধান৬৯	বোরো	১০৫	১৫৩	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ডিগপাতা খাড়া প্রশস্ত, লম্বা ও লো জিআই এবং উপকরণ সাশ্রয়ী জাত	২২.০	৭.৩	২০১৪
ত্রি ধান৭০	আমন	১২৫	১৩০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি যুক্ত	২১.৭	৫.০	২০১৫
ত্রি ধান৭১	আমন	১০৮	১১৫	চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল। খরা কবলিত হলে জাতটির ফলন ৪.০-৪.৫ টন, না হলে ৫.০-৫.৫ টন, স্বল্প মেয়াদি	২৪.০	৫.৫	২০১৫
৩ত্রি ধান৭২	আমন	১১৬	১২৫	জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত (২২.৮ মিলিগ্রাম/কেজি) যা স্বল্প ইউরিয়া প্রয়োগেও স্বাভাবিক ফলন দিতে সক্ষম। চাল লম্বাটে মোটা ও সাদা, ডিগপাতা চওড়া, ছড়ার ১/২টি দানায় ছোট শুঙ থাকে	২৬.০	৬.০	২০১৫
ত্রি ধান৭৩	আমন	১২০	১২৫	চাল মাঝারি চিকন এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/ মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল (লবণাক্ততার মাত্রাভেদে ফলন ৩.৫-৬.০ টন)	২৭.০	৩.৫-৬.০	২০১৫
ত্রি ধান৭৪	বোরো	৯৫	১৪৭	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা। প্রতি কেজি চালে ২৪.২ মিলিগ্রাম জিঙ্ক রয়েছে। মধ্যম মাত্রার ব্লাস্ট প্রতিরোধী জাত	২৪.২	৭.১	২০১৫
ত্রি ধান৭৫	আমন	১১০	১১৫	চাল লম্বা ও চিকন, রান্নার পর হালকা সুগন্ধ পাওয়া যায়, স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন, স্বল্প মেয়াদি	২৩.০	৫.৫	২০১৬

ধানের জাত	মওসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) <sup>১</sup>	জাতের বৈশিষ্ট্য	অ্যামাইলোজ (%)	ধানের গড় ফলন(টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
ব্রি ধান৭৬	আমন	১৪০	১৬৩	অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অধঃলের জন্য উপযোগী, ধান পাকার পরও গাছ সহজে হেলে পড়ে না	২৪.০	৫.০	২০১৬
ব্রি ধান৭৭	আমন	১৪০	১৫৫	অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অধঃলের জন্য উপযোগী, ধান পাকার পরও গাছ সহজে হেলে পড়ে না	২৪.০	৫.০	২০১৬
ব্রি ধান৭৮	আমন	১১৮	১৩৫	লবণাক্ত (৬-৯ ডিএস/মিটার) জোয়ার-ভাটা অধঃলের জন্য উপযোগী, ডিগপাতা খাড়া ও লম্বা, চাল মাঝারি চিকন	২৫.২	৪.৫	২০১৬
ব্রি ধান৭৯	আমন	১১২	১৩৫ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৫(২১ দিন জলমগ্ন হলে)	আকস্মিক বন্যা-প্রবণ এলাকায় ১৮-২১ দিন জলমগ্ন হলে এবং বন্যার পানি সরে যাওয়ার ১৫- ২০ দিন পর্যন্ত মাঝারি মাত্রার (৫০-৬০ সেমি) জলাবদ্ধতা থাকলেও ৪.০-৪.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। ডিগপাতা খাড়া ও লম্বা, চাল মাঝারি চিকন ও লম্বা এবং রঙ সাদা	২৫.২	৫.৫	২০১৭
ব্রি ধান৮০	আমন	১২০	১৩০	কাণ্ড শক্ত তাই চলে পড়ে না, চাল সরু ও লম্বা জেসমিন চালের মতো এবং ভাত বরবারে	২৩.৬	৫.০	২০১৭
ব্রি ধান৮১	বোরো	১০০	১৪৩	চাল লম্বা ও চিকন, জিরাজাতের মতো এবং উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ (১০.৩%)	২৬.৫	৬.৫	২০১৭
ব্রি ধান৮২	রোপা আউশ	১১০	১০২	চাল মাঝারি মোটা ও ভাত বরবারে, ব্রি ধান৪৮ এর চেয়ে৫-৬ দিন আগাম, স্বল্প মেয়াদি	২৭.০	৪.৭	২০১৭
ব্রি ধান৮৩***	বোনা আউশ	১০৫	১০৩	চাল মাঝারি মোটা, সাদা এবং ভাত বরবারে, স্থানীয় কটকতারা জাতের মতো ও চারা অবস্থায় মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল, স্বল্প মেয়াদি	২৬.০	৩.৮	২০১৭
ব্রি ধান৮৪	বোরো	৯৬	১৪১	প্রায় ব্রি ধান২৮ এর মতো, উচ্চমাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ (২৭.৬ মিলিগ্রাম/কেজি) এবং চালের বহিরাবরণ লাল রঙের	২৫.৯	৬.৫	২০১৭
ব্রি ধান৮৫	রোপা আউশ	১১০	১০৭	চাল মাঝারি লম্বা চিকন, জলাবদ্ধতা সহনশীল, স্বল্প মেয়াদি	২৬.০	৪.৫	২০১৭
ব্রি ধান৮৬	বোরো	৯৫	১৪০	চালের আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং কাণ্ড শক্ত বিধায় সহজে	২৫.০	৬.৫	২০১৭

ধানের জাত	মওসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) <sup>১</sup>	জাতের বৈশিষ্ট্য	অ্যামাইলোজ (%)	ধানের গড় ফলন(টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
ব্রি ধান৮৭	আমন	১২২	১২৭	ঢলে পড়ে না চাল লম্বা চিকন, রঙ সাদা	২৭.০	৬.৫	২০১৮
ব্রি ধান৮৮	বোরো	৯৬	১৪২	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা, স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন বোরো ধানের জাত হিসেবে হাওর এলাকার জন্য উপযোগী	২৬.৩	৭.০	২০১৮
ব্রি ধান৮৯	বোরো	১০৬	১৫৬	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	২৮.৫	৮.০	২০১৮
ব্রি ধান৯০	আমন	১১০	১২২	চাল ছোট দানা বিশিষ্ট খাটো মোটা ও হালকা সুগন্ধিযুক্ত	২৩.২	৫.০	২০১৯
ব্রি ধান৯১	আমন	১৮০	১৫৬	চাল মাঝারি মোটা ও হালকা বাদামী: ১.০ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন গভীর পানির বোনা আমনের এলাকার জন্য উপযোগী	২৫.৮	৩.৫	২০১৯
ব্রি ধান৯২	বোরো	১০৭	১৬০	কাণ্ড শক্ত তাই গাছ লম্বা হলেও হেলে পড়ে না, চাল লম্বা ও চিকন এবং ভাত ঝরঝরে	২৬.০	৮.৪	২০১৯
ব্রি ধান৯৩	আমন	১১৭	১৩৪	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	২৬.১	৫.৮	২০১৯
ব্রি ধান৯৪	আমন	১১৮	১৩৪	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	২৫.৭	৫.৯	২০১৯
ব্রি ধান৯৫	আমন	১২০	১২৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা	২৮.০	৫.৭	২০১৯
ব্রি ধান৯৬	বোরো	৮৭	১৪৫	কাণ্ড শক্ত, পাতা গাঢ় সবুজ ডিগপাতা খাড়া এবং চাল খাটো ও মোটা	২৮.০	৭.০	২০২০
ব্রি ধান৯৭	বোরো	১০০	১৫২	চারা অবস্থায় ১৪ ডিএস/মিটার এবং সমগ্র জীবনকালে ৮-১০ ডিএস/মিটার লবণাক্ততা সহনশীল	২৫.২	৪.৯	২০২০
ব্রি ধান৯৮	আউশ	০০০	১১২	চাল লম্বা, চিকন ও রঙ সোনালী এবং ভাত ঝরঝরে	২৭.৯	৫.৮	২০২০
ব্রি ধান৯৯	বোরো	৯৪	১৫৫	চারা অবস্থায় ১৪ ডিএস/মিটার এবং সমগ্র জীবনকালে ৮-১০	২৭.১	৫.৪	২০২০
বঙ্গবন্ধু ধান১০০	বোরো	১০১	১৪৮	চাল মাঝারি তচকন (ব্রি ধান৪৯, নাইজারশাইল ও জিরা ধানের মতো) ও সাদা, চালে জিংকের পরিমাণ ২৫.৭ মি.গ্রাম/কেজি	২৬.৮	৭.৭	২০২১
ব্রি ধান১০১	বোরো	১১০	১৪২	চাল লম্বা, চিকন এবং সাদা ব্যাকটেরিয়াজনিত পোড়ারোগ প্রতিরোধি	২৫.০	৭.৭২	২০২২
ব্রি ধান১০২	বোরো	১০৩	১৫০	চাল লম্বা ও চিকন, উচ্চমাত্রার	২৮.০	৮.১০	২০২২
ব্রি ধান১০৩*	আমন	১২৫	১৩৩	চাল লম্বা ও চিকন	২৪.০	৮.০০	২০২২
ব্রি ধান১০৪	বোরো	৯২	১৪৭	চাল লম্বা ও চিকন, বাসমতি টাইপের এবং রং সাদা	২৯.২	৮.৭০	২০২২
ব্রি ধান১০৫	বোরো	১০১	১৪৮	চাল মাঝারি চিকন এবং রং সাদা	২৭.	৮.৫০	২০২৩



ধানের জাত	মওসুম	গড় উচ্চতা (সেমি)	গড় জীবনকাল (দিন) <sup>১</sup>	জাতের বৈশিষ্ট্য	অ্যামাইলোজ (%)	ধানের গড় ফলন(টন/হেক্টর)	অবমুক্তির বছর
ব্রি ধান১০৬	আউশ	১২৫	১১৭	চাল মাঝারি মোটা এবং রং সাদা	২৭.২	৫.০০	২০২৩
ব্রি ধান৯৯	বোরো	৯৪	১৫৫	চারা অবস্থায় ১৪ ডিএস/মিটার	২৭.১	৫.৪	২০২০
ব্রি হাইব্রিড ধান১	বোরো	১১০	১৫৫	চাল লম্বা চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা	২২.৮	৮.৫	২০০১
ব্রি হাইব্রিড ধান২	বোরো	১০৫	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	২৩.৫	৮.০	২০০৮
ব্রি হাইব্রিড ধান৩	বোরো	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম	২৩.০	৯.০	২০০৯
ব্রি হাইব্রিড ধান৪	আমন	১১২	১১৮	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা	২২.৫	৬.৫	২০১০
ব্রি হাইব্রিড ধান৫	বোরো	১১০	১৪৫	চাল মাঝারি চিকন, লম্বা ও সাদা	২৩.৮	৯.০	২০১৬
ব্রি হাইব্রিড ধান৬	আমন	১১০	১২০	চাল সরু, লম্বা ও ভাত ঝরঝরে	২৪.০	৬.৫	২০১৭
ব্রি হাইব্রিড ধান৭	রোপা আউশ	১০৪	১১০	চাল সরু, লম্বা ও ভাত ঝরঝরে	২৩.০	৭.০	২০২০
ব্রি হাইব্রিড ধান৮	বোরো	১১৫	১৪৮	চাল চিকন ও ভাত ঝরঝরে	২৩.৩	১১.০	২০২২

<sup>১</sup>জীবনকাল বপনের সময়ের উপর নির্ভর করে কম-বেশি হয়। ব্রি ধান৪৬ এর বীজ যদি জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে (২৫ জুন-৭ জুলাই) বপন করা হয় জীবনকাল হবে ১৫০ দিন আর ৬-১০ আগস্ট বপন করলে বিআর২২ ও ব্রি ধান৪৬ এর জীবনকাল হবে ১২২ দিন। র‌য়্যাপিড জেনারেশন এডভান্স (RGA) পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। \*বিআর২০, বিআর২১, বিআর২৪ ও ব্রি ধান৬৫ বৃষ্টিবহুল এলাকার উপযোগী। \*\*আলোক-সংবেদনশীল। \*\*\*ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩ এবং ব্রি ধান৮৩ বৃষ্টিবহুল এবং খরা-প্রবণ উভয় অঞ্চলের উপযোগী।

তথ্য সূত্র : ব্রি-২০২৩

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল জাতের হালনাগাদ তথ্যাবলি

বিস্তারিত জানতে : [www.bari.gov.bd](http://www.bari.gov.bd)

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
<b>সবজি</b>					
বারি টমেটো-১১ (ঝুমকা)	২০০০	রবি	৪০-৫০	১০০-১১০	ফলের গড় ওজন ৮-১০ গ্রাম।
বারি টমেটো-১৪	২০০৭	রবি	৯০-৯৫	১৫০-১৬০	দীর্ঘ সময় সংগ্রহের উপযোগী (৪৫-৬০ দিন)। অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়।
বারি টমেটো-১৬	২০১৫	রবি	৭০-৮০	১৫০-১৫৫	ফলের গড় ওজন ৭০-৭৭ গ্রাম। ফলের ডক পুরু। অধিককাল সংগ্রহ করা যায়।
বারি টমেটো-১৭	২০১৫	রবি	৭০-৭৫	১৫০-১৫৫	ফলের গড় ওজন ১৭৭-১৮৭ গ্রাম। অধিককাল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতটি ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট সহনশীল।
বারি টমেটো-১৮	২০১৭	রবি	৭০-৮০	১২০-১৫০	ভাইরাসরোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। Lycopene এর পরিমাণ বেশি।
বারি টমেটো-১৯	২০১৭	রবি	৬৫-৬৭	১২০-১৫০	ফল মাঝারী আকারের লম্বাটে, লাল রঙের। ফলের গড় ওজন ৬০-৬১ গ্রাম। প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী জাত।
বারি টমেটো-২০	২০১৮	রবি	৮০-৮৫	১২৫-১৫৫	উচ্চফলনশীল, ভাইরাস প্রতিরোধী, আগাম জাত। ফল ছোট, গোলাকার ও হালুদ রঙের। গাছ প্রতি ফলের গড় সংখ্যা ২২০-২৪০টি, ফলের গড় ওজন ১৭-১৮ গ্রাম। বিটা কেরোটিন সমৃদ্ধ এবং টিএ এস ৫.৪৪%।
বারি টমেটো-২১	২০১৮	রবি	৮৫-৯০	১২০-১৫০	গাছ ডিটারমিনেন্ট ধরনের। ফল আকর্ষণীয় লাল রং এর আয়তাকার এবং লাইকোপেনসমৃদ্ধ। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৪২-৪৮টি এবং গড় ওজন প্রায় ৯২ গ্রাম। ফিউজারিয়াম ও ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট রোগ প্রতিরোধী।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ (গ্রীষ্মকালীন)	২০০৫	খরিপ	৪০-৫০	১২০-১৩০	তাপসহিষ্ণু জাত। হরমোন ছাড়াই গ্রীষ্ম-বর্ষা ঋতুতে উৎপাদনে উপযোগী।
বারি হাইব্রিড টমেটো-৮ (গ্রীষ্মকালীন)	২০১১	খরিপ	৯০-৯৫	১৪০-১৫০	উচ্চতাপমাত্রায় ফুল ও ফল ধরনে সক্ষম
বারি হাইব্রিড টমেটো-১০ (গ্রীষ্মকালীন)	২০১৭	খরিপ	৪০-৪২	১২০-১৩০	গ্রীষ্মকালীন জাত। ফলের আকর্ষণীয় লাল রং এবং গড় ওজন ৭৬ গ্রাম
বারি হাইব্রিড টমেটো-১১	২০১৮	রবি ও খরিপ	৪৫-৫৫	১২৫-১৩৫	ফলের আকর্ষণীয় লাল রং এবং অবলঙ আকৃতির। খেতে নরম ও সুস্বাদু। গাছ প্রতি ফলের গড় সংখ্যা ২০টি এবং গড় ওজন ৭৫ গ্রাম। গাছ প্রতি গড়ে ফলন ১.৫০ কেজি। ভাইরাসজনিত রোগের প্রকোপ খুবই কম।
বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা)	১৯৯৮	রবি	৪০-৫০	১৩০-১৫০	ফল গোলাকার, রঙ কালচে-বেগুনি। প্রতি ফলের ওজন ১২০-১৫০ গ্রাম। আগাম ফলন দেয়।
বারি বেগুন-৬	২০০৬	রবি	৪৫-৫০	১৪০-১৫০	ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট, ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা, জেসিড এবং নেমাটোড রোগ প্রতিরোধী। আগাম ফলন দেয়।
বারি বেগুন-৮	২০০৬	খরিপ	২০-২৫	১৫০-১৬০	গ্রীষ্মকালীন জাত। জাতটি ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট, ফল ও কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী।
বারি বেগুন-১০	২০০৯	রবি ও খরিপ	৫৫-৩৫	১৮০-১৯০	তাপ সহনশীল হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। লম্বা বেগুনী রঙের ফল। ফলের ওজন ১০০ গ্রাম।
বারি বেগুন-১১	২০২০	রবি ও খরিপ	৪৫-৩৫ (রবি) ৩০-	১১০-১২৫	মুক্ত পরাগায়িত ফসল। সারা বছরব্যাপী চাষ উপযোগী। পাতা সবুজ

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
			৩৫(খরিপ)		ও খাড়া। গাছপ্রতি ফল ১৭-২০টি।
বারি বেগুন-১২	২০২০	রবি	৬০-৮০ (রবি) ৩০-৩৫ (খরিপ)	১১০-১২৫	মুক্ত পরাগায়িত ফসল। সারা বছরব্যাপী চাষ উপযোগী। পাতা সবুজ ও খাড়া। গাছপ্রতি ফল ১০-১২টি।
বারি হাইব্রিড বেগুন-৩	২০১১	রবি	৬৫-৭০	১৪০-১৫০	নলাকৃতির গাঢ় বেগুনী রঙের ফল। ফলের গড় ওজন ৯০-১১০ গ্রাম।
বারি হাইব্রিড বেগুন-৫	২০২০	রবি ও খরিপ	৫০-৫৫	১৮০-১৯০ (শীতকাল) ১৫০-১৬০ (গ্রীষ্মকাল)	বছরব্যাপী উৎপাদন উপযোগী হাইব্রিড জাত। গাছপ্রতি ফল গড় ২০-২৪ টি। ফলের ওজন ১০০-১৮০ গ্রাম।
বারি হাইব্রিড বেগুন-৬	২০০৬	রবি ও খরিপ	৫০-৫৫	১৮০-১৯০ (শীতকাল) ১৫০-১৬০ (গ্রীষ্মকাল)	বছরব্যাপী উৎপাদন উপযোগী হাইব্রিড জাত। গাছপ্রতি ফল ২০-২৪টি। ফলের গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। ফল বেগুনি আকৃতির। ফুল ফোটে ৬০-৬৫ দিন (শীতকাল), ৫০-৬০ দিন বয়সে (গ্রীষ্মকাল)।
বারি লাউ-৩	২০১০	রবি	৫০-৫৫	১৩০-১৫০	গাঢ় সবুজ রঙ এর ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে।
বারি লাউ-৪	২০১০	রবি ও খরিপ	৫০-৫৫	১৩০-১৫০	গাঢ় সবুজ রঙ এর ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে। সারা বছরব্যাপী চাষ করা যায়।
বারি লাউ-৫	২০১৭	রবি	৪৮-৫০	১৪০-১৫০	ফল বড় আকারের (গড় ওজন ১.৯০-২.০০ কেজি)। ফল দেখতে লম্বা ও বোতল আকৃতির। ফল গাঢ় সবুজ রঙের এবং ফলের নিচের দিকে সাদা ছিট ছিট দাগ আছে। গাছ প্রতি ফলের গড় সংখ্যা ১০-১২টি।
বারি শিম-১	১৯৯৬	রবি	২০-২২	২০০-২২০	শুঁটি নরম এবং মাংসল। ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।
বারি শিম-৭ (গ্রীষ্মকালীন)	২০১১	খরিপ	১২-১৩	১৫০-২০০	গ্রীষ্মকালীন শিমের অন্যান্য জাতের চেয়ে ফল ধারনের হার বেশি।
বারি শিম-৮	২০১৫	রবি	২২.৫	১৫০-১৮০	শীতকালীন জাত, সারা দেশে চাষ উপযোগী। শিম নরম, মাংসল ও আঁশকম।
বারি শিম-৯	২০১৭	রবি	শিম ১৫-১৬ বীজ ৭-৯	১৮৫-১৯০	শিমের শুঁটি চ্যাপ্টা ও হালকা সবুজ বর্ণের।
বারি শিম-১০	২০১৭	রবি	শিম ১২.৫- ১৫.৫ বীজ ৫.৫-৮.৫	১৫০-১৮৫	বড় ও পুষ্ট বীজ।
বারি মুলা-১ (তাসাকিসান)	১৯৮৪	রবি	৭০-৮০	৬৫-৭৫	শীত-গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে চাষ করা যায়।
বারি মুলা-৩ (দ্রুত)	১৯৯৮	রবি	৪০-৪৫	৫৫-৬০	এ জাতটি অনেকটা নলাকৃতির। দ্রুত বর্ধনশীল।
বারি মুলা-৪	২০০৮	রবি	৬৫-৭০	৬০-৭০	আকর্ষণীয় রং দুধের মত সাদা। স্থানীয় আবহাওয়ায় জাতটি বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম। উচ্চ ফলনশীল জাত যার মূলের উৎপাদন ক্ষমতা ৬৫-৭০ টন/হেক্টর এবং বীজের উৎপাদন ক্ষমতা ১.২-১.৫ টন/হেক্টর।
বারি করলা-২	২০১৭	খরিপ	২০-২২	১২০-১৩০	গাঢ় সবুজ রঙ। গায়ে প্রচুর ছোট ছোট চোখা খাজ এবং সোচাল আকারের দেখা যায়।
বারি করলা-৩	২০১৭	খরিপ	২০-২২	১২০-১৩০	সবুজ রঙ ও মাঝারি আকারের (৭৭.৭ গ্রাম) ফল।
বারি করলা-৪	২০১৮	খরিপ	২১.৫-২২.৫	১১০-১৩০	উচ্চফলনশীল জাত। ফল মাঝারি সবুজ লম্বা চোঙাকৃতির আছিলযুক্ত। ফলের গড় ওজন ১০৭ গ্রাম। গাছ প্রতি গড় ফলন ৪ কেজি। জাতটি ভাইরাস রোগ সহনশীল।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি হাইব্রিড করলা-৩	২০১৯	খরিপ	২৫ - ২৮	১০০-১২০	খরিপ মৌসুমে আবাদ করা যায়। গাছ প্রতি গড়ে ৩৭টি ফল ধরে।
বারি মিষ্টিকুমড়া-২	২০০৭	রবি ও খরিপ	২৫-৩০	১৩০-১৫০	সারা বছর চাষোপযোগী। শীসের মিষ্টতা বেশি। ফলের গড় ওজন ২.৫-৩.০ কেজি।
বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-১	২০১৫	রবি	৩৮-৪২	১৪০-১৫০	ফল গোলাকার ও চ্যাপ্টা। স্বাদ মিষ্টি টিএসএস (১০.০০%)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৮টি।
বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-২	২০১৯	রবি ও খরিপ	৪০ - ৫০	১৩০-১৪০	পরিপক্ক অবস্থায় বাদামি সবুজ। ফলের গড় ওজন ৩.৪২ কেজি।
বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-৩	২০১৯	রবি ও খরিপ	৪৫ - ৫০	১৩৫-১৪৫	পরিপক্ক অবস্থায় হালকা বাদামি। ফলের গড় ওজন ২.৪২ কেজি।
বারি ঝিঞ্জা-২	২০১৫	খরিপ	২৩-২৪	১২০-১৩০	সবুজ রঙের ফল। পুষ্টি গুণাগুণ ভালো।
বারি চিচিঞ্জা-১	২০১১	খরিপ	২৫-৩০	১০০-১৩০	আকর্ষণীয় সবুজ রঙ এর ফল; গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৫০টি; প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১০০-১৩০ গ্রাম, রোগবলাই কম।
বারি বরবটি-১	২০০৬	খরিপ	১৬-১৭	১২০-১৩৫	এটি একটি উচ্চফলনশীল জাত।
বারি বরবটি-২	২০২০	বছরব্যাপী	১৫-১৮	৬০-৭০	খাটো প্রকৃতির গাছ। সারা বছরব্যাপী চাষযোগ্য। গাছপ্রতি বরবটি ৩০-৩২টি।
বারি চালকুমড়া-১	২০০৬	খরিপ	২৫-৩০	১২০-১৩০	উজ্জল হালকা সবুজ রঙের ফল। ফলের গড় ওজন ১.২-১.৫ কেজি
বারি ডাটা-১ (লাবনী)	২০০০	খরিপ	৩৫-৪০	৫০-৬০	কাণ্ড হালকা বেগুনী, নরম, কম আঁশযুক্ত।
বারি ডাটা-৩	২০২২	শীত	৮৯.৬	১৪০	শীতকালীন ফসল। কাণ্ড খাড়া সবুজ রঙ এবং শাখাবিহীন। ভোগযোগ্য অংশ ৬৮.২%।
বারি ডাটা-৪	২০২৩	বছরব্যাপী		৪২-৮০	কাণ্ড খাড়া, নরম ও বেগুনী বর্ণের। পাতার নীচের পৃষ্ঠ লাল, কাণ্ডের উপরের দিকের কচি পাতার উপর ও নিচের পৃষ্ঠ লাল। গাছ প্রতি কাণ্ডের গড় ওজন ২৬-৩৭ গ্রাম। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৫%।
বারি লালশাক-১	১৯৯৬	রবি	১২-১৪	৪০-৪৫	অল্প সময়ের ফসল (৩০-৪০ দিন)। গোলাপী বর্ণের পাতা ও কাণ্ড। ৪০ দিন পর্যন্ত কাণ্ড নরম থাকে। রোগবলাই ও পোকামাকড়সহিষ্ণু।
বারি পালংশাক-১	২০১৫	রবি	৪৫-৫০	৫৫-৬০	পাতা ও কাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ক্যারোটিন রয়েছে।
বারি মিষ্টি মরিচ-১	২০০৯	রবি	১৪-১৫	১২৫-১৩৫	ফলের গড় ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম। উজ্জল সবুজ বেল আকৃতির ফল, পাকলে লাল রঙ ধারণ করে।
বারি মিষ্টি মরিচ-২	২০১৫	রবি	২৫-৩০	১২৫-১৩৫	ঘণ্টা আকৃতির ফল। চকচকে সবুজ।
বারি মটরশুটি-১	১৯৯৬	রবি	১০-১২	৮০-৯০	শুটি মিষ্টি, সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। পাউডারী ও ডাউনী মিলডিউ রোগে কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে।
বারি মটরশুটি-৩ (আগুরী)	১৯৯৯	রবি	১০-১২	৮০-৮৫	আগাম জাত। পরিপক্ক বীজ গোলাকার, হালকা সবুজ।
বারি ঝাড়শিম-১ (ফ্রেপবীন)	১৯৯৬	রবি	১৩-১৫	১০০-১১০	খাটো ও ঝোপালো গাছ। পড কিছুটা বীকা ও সবুজ বর্ণের।
বারি ঝাড়শিম-২ (ফ্রেপবীন)	২০০২	রবি	১৫-২০	১০০-১১০	খাটো ও ঝোপালো গাছ। পড কিছুটা বীকা ও সবুজ বর্ণের। বীজ বপনের ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে ফলন পাওয়া যায়।
বারি ঝাড়শিম-৩ (খাইস্যা)	২০১১	রবি	বীজের ফলন ৪.৫-৫	৭৫-৮০	গাছ খাটো ও ঝোপালো। উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ (২৩.১%)।
বারি ঝাড়শিম-৪	২০২৩		৩৭.৮২	৫০-৮০	গাছ লতানো প্রকৃতির, দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬০ সে.মি। পড লম্বা, কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা, মাংসল ও লালচে বেগুনী। প্রতি গাছে পডের সংখ্যা প্রায়

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
					১৮টি, ১০০টি বীজের ওজন ৯৭.২৭ গ্রাম। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলক কম।
বারি লেটুস-১	২০০৬	রবি	২২-২৫	৫৫-৬০	সবুজ রঙের। গ্রীষ্মকালীয় আবহাওয়া বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম।
বারি গিমাফলমী-১	১৯৮৩	খরিপ	৪০-৫৪	৭০-৮০	গ্রীষ্মকালীন। পাতার বৌটা ও কাণ্ড সবুজ নরম ও রসালো।
বারি পুইশাক-১ (চিত্রা)	১৯৯৯	খরিপ	৫০-৭৫	১০০-১১০	পাতার সবুজ। অধিক প্রশাখায়ুক্ত, ঘন ঘন সংগ্রহযোগ্য।
বারি টেডস-২	২০১৫	খরিপ	১৭-২১	৮০-৮৫	ভাইরাস ও রোগ সহনশীল।
বারি স্কোয়াশ-১	২০১৭	রবি	৪৫		ফল নলাকার গাঢ় সবুজ। ওজন ১.০৫ কেজি।
বারি সজিনা-১	২০১৯	সারা বছর	৪০-৪২	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, গাছ মাঝারি উঁচু। সারা বছরব্যাপী ফলদানকারী। ফল ঝাড়া এবং রোগ ও পোকা প্রতিরোধী। মাকড় ও টিপ বার্ন খুব কম।
বারি ধুন্দল-১	২০১৯	রবি	৪৫-৫০	১১০-১৪০	ফল হালকা সবুজ বর্ণের। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৯০-১০০টি, গড় ওজন ২৩৫ গ্রাম। ফল ধরার পর ৯৫ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর।
বারি ধুন্দল-২	২০২০	খরিপ	৫০-৫৫	১৫০-১৬০	কাঁচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ বর্ণের রঙ ধারণ করে। ফলের গড় ওজন ১৯৩.৫০ গ্রাম। গাছ প্রতি ফলের গড় সংখ্যা ১৩০টি। ফল লম্বায় প্রায় ৬-৮ সেমি।
বারি হাইব্রিড ধুন্দল-১	২০২২	খরিপ	৬০.২২	১০৮-১১০	পরিপক্ক অবস্থায় উজ্জল সবুজ রঙ ধারণ করে। প্রতি গাছে গড় ফলন ১৪৬টি, গড় ওজন ২৫০ গ্রাম। মাছির সংক্রামণ কম (৫-১০%)।
<b>ফল ফসল</b>					
বারি কাঁঠাল-১	২০০৮	খরিপ (মে-জুন)	১১৮	বহুবর্ষজীবী	শীস মধ্যম নরম, খুব রসালো এবং খুব মিষ্টি (বিক্রমান ২২%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫%।
বারি কাঁঠাল-২	২০১১	রবি ও খরিপ-১ (জানুয়ারি-এপ্রিল)	৩৮-৫৮	বহুবর্ষজীবী	ফলের শীস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত ও মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (বিক্রমান ২১%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%।
বারি কাঁঠাল-৩	২০১৪	রবি ও খরিপ (সেপ্টেম্বর-জুন)	১২০-১৩০ (৩২ বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	প্রায় সারা বছর এবং নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফল মাঝারি (৫.৫০ কেজি) আকারের ও দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। ফলের শীস মাঝারি নরম, হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (বিক্রমান ২৩.৬%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫২.৫%। সব এলাকায় চাষযোগ্য।
বারি কাঁঠাল-৪	২০২২	খরিপ (মে-জুন)	১৯.৬	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চফলনশীল জাত। ফল মাঝারি (৫.৮ কেজি), দেখতে আকর্ষণীয় এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৫৪.৩২%। ফলের শীস হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত মধ্যম রসালো এবং সুস্বাদু ও মিষ্টি (বিক্রমান ২৪.৬%)। ক্যারোটিন সমৃদ্ধ (৩৭.৪২ মিলিগ্রাম/গ্রাম), সারাদেশব্যাপী চাষযোগ্য।
বারি কাঁঠাল-৫	২০২৩	অমৌসুমী	৭২.৯	বহুবর্ষজীবী	গাছের উচ্চতা প্রায় ১০.৫ মি। ফল সংগ্রহের সময় (জানুয়ারি-এপ্রিল)। সবুজাভ হলুদ বর্ণের ফলের ওজন ৪ কেজি। মজ্জা দৃঢ়, শীস গাঢ় হলুদ বর্ণের, রসালো, খুব মিষ্টি (টিএসএস-২৭.৪%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৩.৪%।
বারি কাঁঠাল-৬	২০২৩	বারোমাসী	১০.৬	বহুবর্ষজীবী	৪ বছর বয়সী কলমযুক্ত গাছের উচ্চতা ৪.১৯ মি। ফল সংগ্রহের সময় (সেপ্টেম্বর-জুন)। ফলের ওজন ৪.৪০ কেজি। মজ্জা দৃঢ়, শীস উজ্জল হলুদ বর্ণের, সামান্য রসালো, খুব মিষ্টি (টিএসএস-২৪.৮%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৯.৮৪%।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি আম-১	১৯৯৬	খরিপ (মধ্য মে- মধ্য জুন)	১৫	বহুবর্ষজীবী	পাকা ফলের রঙ উজ্জ্বল হলদে, শীস আর্শযুক্ত ও মিষ্টি (বিক্রমান ১৯%)। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।
বারি আম-২	১৯৯৬	খরিপ (জুন)	২০-২২	বহুবর্ষজীবী	ফলের শীস মধ্যম রসালো, আর্শহীন এবং মধ্যম মিষ্টি (বিক্রমান ১৭.৫%)। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।
বারি আম-৩	১৯৯৬	খরিপ (জুন- জুলাই)	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী, উচ্চফলনশীল এবং নাবী জাত। খুব মিষ্টি (বিক্রমান ২৩%)। সব অঞ্চলেই চাষ করা যায়।
বারি আম-৪ (হাইব্রিড)	২০০২	খরিপ (জুলাই- আগস্ট)	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	নাবী জাত। ফল বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকার ও খেতে খুব মিষ্টি (২৪% বিক্রমান)।
বারি আম-৫	২০১০	খরিপ (মে)	১৫-২০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল এবং আগাম জাত। খেতে মিষ্টি। বিক্রমান ১৯%)।
বারি আম-৬	২০০৯	খরিপ (জুন)	১৫-১৬	বহুবর্ষজীবী	আর্শহীন, মিষ্টি (বিক্রমান ১৮%)। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।
বারি আম-৭	২০০৯	খরিপ (জুন)	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী	মাঝ মৌসুমী জাত। গড় ওজন ২৮৫ গ্রাম, খুব মিষ্টি (বিক্রমান ১৮%)।
বারি আম-৮ (বহুদ্রুণী)	২০০৯	খরিপ (জুলাই)	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী	ফলের শীস উজ্জ্বল হলদে, মধ্যম রসালো, আর্শহীন, খুব মিষ্টি (বিক্রমান ২২%)।
বারি আম-৯ (কৌচা মিঠা)	২০১১	খরিপ (মে)	১.৩৫ (সাত বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	আগাম জাত। রসালো, আর্শহীন, মধ্যম মিষ্টি (বিক্রমান ১১%)।
বারি আম-১০	২০১২	খরিপ (জুন)	১৫-২০	বহুবর্ষজীবী	ফলের গড় ওজন ২০০ গ্রাম, মিষ্টি (বিক্রমান ২০%)।
বারি আম-১১	২০১৫	রবি ও খরিপ	২.২ (৬ বছর বয়স্ক গাছে গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	বছরে তিন বার ফলদানকারী জাত। ফলের গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম। টিএসএস ১৮.৫৫%।
বারি আম-১২	২০১৯	আগস্ট- সেপ্টেম্বর	২.৮-৩.০	বহুবর্ষজীবী	অধিক নাবী জাত, প্রতিটি ফলের ওজন ৪৩৫ গ্রাম এবং ফল লম্বাটে। শীস কমলা রঙের, শক্ত প্রকৃতির এবং ল্যাংড়া আমের মত সুবাস যুক্ত। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮২%, টিএসএস ২৩%।
বারি আম-১৩ (হাইব্রিড)	২০২০	জুলাই মাসের শেষ হতে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ	১৫.৫ (১৪ বছর বয়স্ক গাছের গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী ও উচ্চফলনশীল একটি রঙিন হাইব্রিড আমের জাত। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ২২০গ্রাম এবং আকার উপবৃত্তাকার। ফল পাকার সময় লাল/ মেরুন রঙ হয়ে থাকে। শীস কমলা রঙের, শক্ত প্রকৃতির এবং সুগন্ধযুক্ত। ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৪.৬৭% এবং টিএসএস ২১%। চৌদ্দ বছর বয়স্ক প্রতিটি গাছে গড়ে ৪৫০টি আম ধরে। জাতটি সমগ্র বাংলাদেশে চাষ উপযোগী।
বারি আম-১৪	২০২০	জুন মাসের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য জুলাই	৭.৩৬	বহুবর্ষজীবী	মধ্যম নাবী জাত। উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৩২৭.০ গ্রাম এবং ফল গোলাকৃতির। পরিপক্ক ফল পাকার সময় সবুজাভ হলুদ রং এর হয়ে থাকে। শীস হলুদ রং এর দৃঢ় প্রকৃতির কিন্তু বেশি পাকা বস্থায় অধিক নরম হয়ে যায়। বারি আম-৬ এর তুলনায় ফলের গড়খাদ্যোপযোগী অংশ বেশি (৭৭.৮৯%)। খেতে খুব মিষ্টি (গড় এসএস-২০.৬%)। ছয় বছর বয়সী গাছের ফলন ২২৫ টি/গাছ ও ৭৩.৬৩ কেজি/গাছ।
বারি আম-১৫	২০২০	জুলাই মাসের শেষ	২২.১১	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী প্রতিটি ফলের ওজন ৬৮০ গ্রাম ও ফল উপবৃত্তাকার। পরিপক্ক ফল পাকার সময় হলুদাভ সবুজ

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
					রং ধারণ করে। শীস হলুদ রং এর শক্ত প্রকৃতির এবং সুগন্ধযুক্ত। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮২.৩৫%। মিষ্টি (টিএসএস-২৪%), ভিটামিন এ এবং মোট সুগার যথাক্রমে ০.৩৩ মি.গ্রা./১০০ গ্রা. ও ১৫.৭%
বারি আম-১৬	২০২০	শেষ জুলাই থেকে আগস্ট এর শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত	২৪.১২	বহুবর্ষজীবী	অধিক বিলম্ব মৌসুমী জাত। উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী। প্রতিটি ফলের ওজন ৫৭১ গ্রাম এবং ফল উপবৃত্তাকার। পরিপক্ব ফল পাকার সময় হালকা কমলা রং এর হয়ে থাকে। শীস কমলা বর্ণের, শক্ত প্রকৃতির এবং সুগন্ধযুক্ত। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮০.২%। মিষ্টি (টিএসএস-২৫%), ভিটামিন এ এবং মোট সুগার যথাক্রমে ০.২৪ মি.গ্রা./১০০ গ্রা. ও ২০.২৪%
বারি আম-১৭ (হাইব্রিড)	২০২০	জুলাই এর শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট এর শেষ	২৫.৩৫	বহুবর্ষজীবী	বিলম্ব মৌসুমী জাত। উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী। প্রতিটি ফলের ওজন ৬৫০ গ্রাম ও ফল গোলাকার। পরিপক্ব ফল পাকার সময় হলুদাভ সবুজ রং হয়ে থাকে। শীস হলুদ রং এর শক্ত প্রকৃতির এবং সুগন্ধযুক্ত। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৮.৪৬%। মিষ্টি (টিএসএস-২৫.৫০%)। ভিটামিন এ এবং মোট সুগার যথাক্রমে ০.৩০ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম ও ২১.৭১%
বারি আম-১৮ (হাইব্রিড)	২০২১	জুন এর শেষ	১১.২৩	বহুবর্ষজীবী	ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে গাছে মুকুল আসে। উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী। ৫-৬ বছর বয়সী গাছ ফলদানে উপযোগী হয়। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ২৪০ গ্রাম ও ফল গোলাকার। পরিপক্ব ফল পাকার সময় হলুদ রং হয়ে থাকে। শীস হলুদ রং এর এবং স্নিগ্ধ সুগন্ধযুক্ত। মিষ্টি (টিএসএস-২৪.৬৭%)
বারি কলা-১	২০০০	সারা বছর	৫০-৬০	১২-১৪ মাস	পাকা কলার রঙ উজ্জ্বল হলুদ এবং খেতে সুস্বাদু (রিপ্লমান ২৪%)।
বারি কলা-২	২০০০	সারা বছর	৩৫-৪০	১১-১২ মাস	ফল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু।
বারি কলা-৩	২০০৫	সারা বছর	৪০-৫০	১২-১৪ মাস	পাকা ফল হলুদ রঙের, সম্পূর্ণ বীজহীন, শীস আঠালো, মিষ্টি (রিপ্লমান ২৫.৫%)।
বারি কলা-৪	২০০৫	সারা বছর	৪০-৪৫	১০-১৩ মাস	ফল পাকা হলে রঙের সম্পূর্ণ বীজ বিহীন এবং টক মিষ্টি স্বাদের (রিপ্লমান ২০%)।
বারি কলা-৫	২০১৭	সারা বছর	৫০	১১-১২ মাস	ফল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু।
বারি পেয়ারা-২	১৯৯৬	সারা বছর	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী	শীস সাদা, খেতে মিষ্টি (রিপ্লমান ১০%) ও কচকচে। অ্যানথ্রাকনোজ ও চলে পড়া রোগের প্রতি সংবেদনশীল।
বারি পেয়ারা-৩	২০০৩	সেপ্টেম্বর	২০-২২	বহুবর্ষজীবী	ফলের শীস গোলাপী, নরম, অল্প মিষ্টি (রিপ্লমান ৯%)। শীসে পেক্টিনের পরিমাণ বেশী। অ্যানথ্রাকনোজ ও চলে পড়া রোগ সহনশীল।
বারি পেয়ারা-৪ (বীজ বিহীন)	২০১৭	রবি (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর)	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী	বীজবিহীন এবং অমৌসুমী জাত। শীস সাদা, খেতে মিষ্টি (রিপ্লমান ৯.৫%) ও কচকচে।
বারি মাল্টা-১	২০০৪	রবি (অক্টোবর-ডিসেম্বর)	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	ফলের পুষ্প প্রান্তে পয়সা সাদৃশ সামান্য নিচু বৃত্ত বিদ্যমান। খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (রিপ্লমান ৭.৮%)।
বারি মাল্টা-২	২০১৮	রবি অক্টোবর-ডিসেম্বর	১৪-১৬	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী। টিএসএস ৭.৫%।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি কমলা-১	১৯৯৬	মধ্য নভেম্বর- ডিসেম্বর	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী	আগাম জাত। ফলের খোসা টিলা, শীস রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১০.২% এবং এসিড ১.১৯%)।
বারি কমলা-২	২০১৩	রবি (নভেম্বর- ডিসেম্বর)	৫০০ কেজি (৪-৫ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	ফলের আকার ছোট, রঙ উজ্জ্বল হলুদ। পাহাড়ী এলাকায় চাষযোগ্য।
বারি কমলা-৩	২০১৭	রবি (নভেম্বর- ডিসেম্বর)	১-২ (৭ বছর বয়স্ক গাছের গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	শীস মিষ্টি (টিএসএস ১১.৪%), নরম, রসালো ও সুন্দর গন্ধযুক্ত। মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না।
বারি মিষ্টি লেবু-১	২০১২	রবি (ডিসেম্বর- জানুয়ারী)	৩৮	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, গোলাকার, বড় আকারের ফল (১৩৫ গ্রাম)।
বারি বাতাবিলেবু-১	১৯৯৬	রবি (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর)	১৪-১৬	বহুবর্ষজীবী	ফল প্রায় গোলাকার। শীস লালচে, রসালো, নরম, মধ্যম মিষ্টি (টিএসএস ৯.৫%)। ফলের কোষ সহজে আলাদা করা যায়।
বারি বাতাবিলেবু -২	১৯৯৬	রবি (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর)	১২-১৪	বহুবর্ষজীবী	শীস লালচে, খুব রসালো, নরম, খুব মিষ্টি (টিএসএস ১১.৫%)। ফলের কোষ সহজে আলাদা করা যায়।
বারি বাতাবিলেবু-৩	২০০২	রবি (সেপ্টেম্বর- নভেম্বর)	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী	ফল উপ-বৃত্তাকার, খুব মিষ্টি (টিএসএস ১২.০%) এবং সম্পূর্ণ তিতাবিহীন।
বারি বাতাবিলেবু-৪	২০০৪	রবি (সেপ্টেম্বর- অক্টোবর)	১৫-১৬	বহুবর্ষজীবী	ফল গোলাকার, শীস সাদা, মধ্যম রসালো, নরম, খুব মিষ্টি (টিএসএস ১১.২%) ও তিতাবিহীন।
বারি বাতাবিলেবু-৫	২০১৭	রবি (অক্টোবর- ডিসেম্বর)	৫-৬ (আট বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	নাবী জাত। শীস খুব মিষ্টি (টিএসএস ৯.০৫%), নরম, রসালো ও তিতাবিহীন।
বারি বাতাবিলেবু-৬	২০১৮	রবি (অক্টোবর- ডিসেম্বর)	১১ -১৪	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী, নাবি জাত।
বারি লেবু-১	১৯৯৬	জুন-জুলাই, অক্টোবর- নভেম্বর	১০-১৫	বহুবর্ষজীবী	দু'বার ফলদানকারী জাত। ফলের শীস সাদা, অত্যন্ত রসালো, টক এবং এলাচি মসলার গন্ধযুক্ত।
বারি লেবু-২	১৯৯৬	সারা বছর	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	সারা বছর ফল দেয়। ফলের শীস সাদা, খুব রসালো এবং অল্প টক।
বারি লেবু-৩	১৯৯৬	জুন-জুলাই, অক্টোবর- নভেম্বর	১০ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	বছরে দু'বার ফল দেয়। ফলের শীস সাদা, খুব রসালো এবং অল্প টক।
বারি লেবু-৪	২০১৮	সারা বছর	১০৪	বহুবর্ষজীবী	সারা বছর ফলদানকারী। ফল একক ও গুচ্ছাকারে ধরে।
বারি লেবু-৫ (কলম্বো লেবু)	২০১৮	সারা বছর	২৫-২৮	বহুবর্ষজীবী	সারা বছর ফলদানকারী। ফল ডিম্বাকৃতি, বড় সুগন্ধযুক্ত। ফলের গড় ওজন ২৬৮ গ্রাম।
বারি লেবু-৬	২০২২	সারা বছর	২৭.৫০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী গাছ এবং সারা বছর ফসল সংগ্রহ করা যায়। গাছের গড় উচ্চতা ২.২ মিটার, মধ্যম আকারের ফল, গড় ওজন ১৬৩.৮ গ্রাম। বহিরাবণ মসৃণ, ফলের স্বাদ হালকা টক, রসের পরিমাণ খুব বেশি ও সুগন্ধযুক্ত। ফলের অভ্যন্তরে ১৩-১৪টি খন্ড বিদ্যমান।



জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি কাগজী লেবু-১	২০১৮	সারা বছর	৭১-৭৫	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী। ফল বড় ও উপবৃত্তাকার।
বারি জারালেবু-১	২০১৮	সারা বছর	১২-১৫	বহুবর্ষজীবী	ফল লম্বাকৃতি ও বড়। লেমন বাটার ফ্লাই ও লীফ মাইনার এর আক্রমণ কম।
বারি সাতকরা-১	২০০৪	রবি (সেপ্টেম্বর- নভেম্বর)	১০	বহুবর্ষজীবী	ফল মধ্যম আকারের (৩৩০ গ্রাম) কমলালেবুর মত চ্যাপ্টা। পাকা ফল হালকা হলুদ বর্ণের।
বারি নারিকেল-১	১৯৯৬	এপ্রিল-মে, সেপ্টেম্বর- অক্টোবর	১৩-১৫ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	গাছে প্রতিছরে ৭৫-৯৫ টি নারিকেল হয়। শীসের ওজন ৩৭০-৩৯০ গ্রাম ও তেলের পরিমাণ ৫৫-৬০%।
বারি নারিকেল-২	১৯৯৭	এপ্রিল- মে, সেপ্টেম্বর- অক্টোবর	১৪-১৬ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	বছরে ৬৫-৭৫ টি নারিকেল হয়। শীসের ওজন ৪৩০-৫৫০ গ্রাম, তেলের পরিমাণ ৫০-৫৫%।
বারি আমড়া-১	২০০৩	সারা বছর	১৫-১৭ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	সারা বছর ফল ধারে। গাছ খাট। টবে, ছাদে ও বাড়ির আঙ্গিনায় চাষ করা যায়।
বারি আমড়া-২	২০০৭	আগস্ট- অক্টোবর	১৭	বহুবর্ষজীবী	ফল সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৯%) ও বড় (৯৮ গ্রাম)। রপ্তানিযোগ্য জাতটি উপকূলীয় অঞ্চলে চাষোপযোগী।
বারি আমলকি-১	২০১১	খরিপ-রবি (মে-জুন ও নভেম্বর- ডিসেম্বর)	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী	ফল বড় (৩০ গ্রাম)। শীস সাদা, উচ্চ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ (৩০০ মি.গ্রা./১০০ গ্রাম)।
বারি বিলাতি গাব-১	২০১১	খরিপ (আগস্ট- সেপ্টেম্বর)	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী	ফল বড় (৩২৫ গ্রাম), গোলাকার ও আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল বর্ণের।
বারি সফেদা-১	১৯৯৬	বছরে দু'বার (নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি)	২০-২৫ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	দু'বার ফল ধারণকারী। ফল গোলাকার, গড় ওজন ৮৫ গ্রাম, মিষ্টি (টিএসএস ১৫%)।
বারি সফেদা-২	২০০৩	মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য-এপ্রিল	২০-২২ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	শীস লালচে, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু, ব্রিক্সের পরিমাণ ১৮%।
বারি সফেদা-৩	২০০৯	রবি (অক্টোবর- নভেম্বর ও জানুয়ারী-এপ্রিল)	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী	বছরে দু'বার ফল ধারে। ফল খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩%)।
বারি কুল-১ (নারকেলী কুল)	২০০৩	রবি ( ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় থেকে শেষ সপ্তাহ)	১০-১৫	বহুবর্ষজীবী	খেতে সুস্বাদু। খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১%। ব্রিক্সের পরিমাণ ১১.৫%।
বারি কুল-২ (খাসার কুল)	২০০৩	জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী	খেতে কচকচে, খুব মিষ্টি, সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১৩%)।
বারি কুল-৩	২০০৯	রবি (জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি)	২২-২৫	বহুবর্ষজীবী	ফল (৭৫ গ্রাম), বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬% এবং খেতে সুস্বাদু।
বারি কুল-৪	২০১৩	রবি (জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি)	৫৫-৬০	বহুবর্ষজীবী	ফলের ওজন ৩৬ গ্রাম। খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু।
বারি কুল-৫	২০১৭	রবি (ফেব্রুয়ারি- মার্চ)	১৫-১৬	বহুবর্ষজীবী	টক। ফলের গড় ওজন ১৬.১৫ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি আশফল-১	১৯৯৬	খরিপ (আগস্ট)	৩-৪	বহুবর্ষজীবী	ফল ছোট। শীস কচকচে এবং খুব মিষ্টি।
বারি আশফল-২	২০০৯	খরিপ (আগস্ট)	৮-১০	বহুবর্ষজীবী	খাটো জাত। ফল বড়, কচকচে এবং খুব মিষ্টি।
বারি কামরাঙ্গা-১	২০০৭	প্রায় সারা বছর	৩৫	বহুবর্ষজীবী	বছরে ৩ বার ফল দেয়। মিষ্টি স্বাদের ব্রিক্সমান ৭.৫%)।
বারি কামরাঙ্গা-২	২০০৯	প্রায় সারা বছর	৫০-৫৫	বহুবর্ষজীবী	বছরে ৩ বার ফল দেয়। ফল হলুদ, রসালো এবং মিষ্টি।
বারি তেঁতুল -১	২০০৯	রবি (ফেব্রুয়ারী-মার্চ)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	ফল মাঝারি। শীস নরম, আঠালো এবং মিষ্টি।
বারি রাম্মুতান-১	২০১০	খরিপ (জুলাই)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	ফল বড় (৫০ গ্রাম)। শাস পুরু, রসালো এবং মিষ্টি।
বারি লিচু-১	১৯৯৬	খরিপ (মে)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	আগাম জাত। রসালো ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৮.৫%)।
বারি লিচু-২	১৯৯৬	খরিপ (জুন)	৫-৬	বহুবর্ষজীবী	নাৰী জাত। শীস মাংসল, রসালো ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৬.০%)।
বারি লিচু-৩	১৯৯৬	খরিপ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ-জুনের প্রথম সপ্তাহ)	৫-৬	বহুবর্ষজীবী	মাঝ-মৌসুমী। রসালো এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯.০%)।
বারি লিচু-৪	২০০৮	খরিপ (জুনের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী	মাঝ-মৌসুমী। অতি ক্ষুদ্র বীজ। খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২২.০%)।
বারি লিচু-৫	২০১২	খরিপ (১-১৫ জুন)	৮-১০	বহুবর্ষজীবী	ফলের গড় ওজন ২১ গ্রাম, সুস্বাদু এবং মিষ্টি। পাহাড়ী অঞ্চলের হয়।
বারি জামরুল-১	১৯৯৬	খরিপ (মে- জুন)	২০	বহুবর্ষজীবী	ফল চুজাকৃতির, খেতে সুস্বাদু। গড় ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম।
বারি জামরুল-২	২০১২	খরিপ (ফেব্রুয়ারী- এপ্রিল-জুলাই)	৪৫-৫০	বহুবর্ষজীবী	বছরে তিনবার ফলদানকারী। মধ্যম মিষ্টি।
বারি জামরুল-৩	২০১৭	খরিপ (মে)	৬.৬ (ছয় বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী	ফল ঘন্টাকৃতির, শীস সাদা ও কচকচে এবং মিষ্টি।
বারি স্ট্রবেরী-১	২০০৭	নভেম্বর-মার্চ	১০-১২	বর্ষজীবী	পাকা ফল লাল। শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্বাদ টক-মিষ্টি।
বারি স্ট্রবেরী-২	২০১৪	ডিসেম্বর- মধ্য মে	২০-২৫	বর্ষজীবী	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী। গড় ওজন ৪৫০ গ্রাম। স্ট্রবেরীর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি।
বারি স্ট্রবেরী-৩	২০১৪	ডিসেম্বর- এপ্রিল	২০-২৫	বর্ষজীবী	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী গড় ওজন ৭৭০ গ্রাম। ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি।
বারি ড্রাগন ফল-১	২০১৪	জুন-ডিসেম্বর	১৫-২০ (৪-৫ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	সারা বাংলাদেশে চাষযোগ্য লতানো ক্যাকটাস জাতীয় গাছ। ফল গোলাকার, ফলের খোসা হালকা বেগুনী রঙের এবং শীস গাঢ় বেগুনী রঙের। ফলের গড় ওজন ৩৭৫ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশ ৮১% ও হালকা মিষ্টি (টিএসএস ১৩%)
বারি জলপাই-১	২০১৪	মধ্য নভেম্বর- নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে	১৫-২০ (৬ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফল দেয়। গড় ফলের ওজন ৪৬ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি বেল-১	২০১৫	মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুন	৩৪ কেজি গাছ প্রতি (গাছের বয়স-৬ বছর)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফল দেয়। গড় ওজন ৩৪৪ গ্রাম। খেতে টক- মিষ্টি।
বারি লটকন-১	২০০৮	খরিপ (জুলাই- আগস্ট)	১৪	বহুবর্ষজীবী	মাঝ মৌসুমী জাত। শাঁস নরম, রসালো, অম্লমধুর স্বাদযুক্ত, (ত্রিক্রমান ১৫.৬%)।
বারি লটকন-২	২০২৩	খরিপ (জুলাই- আগস্ট)	৬১.৫৭ কেজি/গাছ এবং ৯.৬১ টন/হেক্ট	বহুবর্ষজীবী	নাৰী জাত, আগস্ট মাসে ফল পাকে। মধ্যম থেকে বড় আকারের ফল, গড় ওজন ২১.৫৭ গ্রাম। বহিরাবরণ মসৃণ, খেতে খুবই সুস্বাদু। ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৫৭.০৭%, টিএসএস ২০.৪৭%।
বারি তৈকর-১	১৯৯৬	রবি (নভেম্বর- ডিসেম্বর) এবং খরিপ (এপ্রিল-মে)	৭০-৭৫ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফল দেয়। ফল চ্যাপ্টা-গোলাকৃতির, আকারে বড় (৭০০- ৭৫০ গ্রাম)। বৃহত্তর সিলেট জেলার জন্য উপযোগী।
বারি নাশপাতি-১	২০০৩	আগস্ট- সেপ্টেম্বর	৬-৭ (গড় ফলন)	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফল দেয়। গড় ওজন ১৩৫ গ্রাম। শাঁস সাদাটে, কচকচে ও সুস্বাদু (ত্রিক্রমান ১০%)। চটগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহে চাষ উপযোগী।
বারি প্যাশনফল-১	২০০৩	খরিপ (জুলাই- আগস্ট)	৫-৬	বহুবর্ষজীবী	গাছ লতা জাতীয়। ফলের গড় ওজন ৬৮ গ্রাম এবং প্রতি ফলথেকে ৩০ গ্রাম জুস আহরণ করা যায়। জুসের রঙ হলুদ, টক-মিষ্টি স্বাদের (ত্রিক্রমান ১৪%)। জাতটি ফিউজেরিয়াম উইল্ট ও নেমাটোড প্রতিরোধী।
বারি অ্যাভোকেডো-১	২০১৮	খরিপ	১০ - ১২	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল, নিয়মিত প্রচুর ফলদানকারী। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১৮৯টি ও গড় ওজন ৫৬২ গ্রাম। টিএসএস ১৪.৬% এবং ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০.৪%। বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ (৫৪.৩ মা.গ্রাম/ ১০০ গ্রাম)। অসম্পৃক্ত চর্বি ওমেগা-৬ এর পরিমাণ ২০.২%।
বারি আতা-১	২০২১		২৪.০	বহুবর্ষজীবী	নিয়মিত ফলদানকারী। ফলের গড় ওজন ২৬১ গ্রাম। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা গড়ে ৩২২টি। ফলের ত্বক লালচে বাদামি এবং আংশের রঙ ধূসর সাদা। আট বছর ফলদানের উপযোগী থাকে।
বারি কদবেল-২	২০২১		২০.০	বহুবর্ষজীবী	উচ্চফলনশীল ও নিয়মিত ফলদানকারী। ফলের গড় ওজন ৩৪৭ গ্রাম। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা গড়ে ১৬৬টি। ফলের খোসা বাদামি, স্বাদ টকমিষ্টি এবং নরম। দশ বছর ফলদানের উপযোগী থাকে।
বারি তরমুজ-১	২০২০	রবি ও খরিপ	৪০	৯০-১০০	লাল শাঁসযুক্ত বারমাসি ওপি জাত। গাছ প্রতি গড় ফলের সংখ্যা ২-৩টি। ফলের গড় ওজন ৪-৫ কেজি। গাছ প্রতি গড় ফলন ১১-১২ কেজি (প্রচলিত জাতের চেয়ে প্রায় শতকরা ২৯.৮ ভাগ বেশি)। ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণের মাত্রা গড়ে শতকরা ১০.৮ ভাগ (চেক জাতের চাইতে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ কম)।
বারি তরমুজ-২	২০২০	রবি ও খরিপ	৩০	৮০-৯০	হলুদ শাঁসযুক্ত বারমাসি ওপি জাত। গাছ প্রতি গড় ফলের সংখ্যা ২-৩টি। ফলের গড় ওজন ৩.৫-৪.৫ কেজি। গাছ প্রতি গড় ফলন ৭-৮ কেজি (প্রচলিত জাতের চেয়ে প্রায় শতকরা ২২ ভাগ বেশি)। ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণের মাত্রা গড়ে শতকরা ১০.৮ ভাগ (চেক জাতের চাইতে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ কম)।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
<b>মসলা ফসল</b>					
বারি পিঁয়াজ-৪	২০০৮	শীতকালীন	১২-১৬ (কন্দ)	১২০-১৩৫	কন্দ মধ্যমাকৃতির, ধূসর লালচে বর্ণের এবং বাঁজযুক্ত। গড় ওজন ৬০-৭৫ গ্রাম।
বারি পিঁয়াজ-৫	২০০৮	গ্রীষ্মকালীন	১৬-২২	৯০-১০৫	গাছের উচ্চতা ৬৫-৭৫ সেন্টিমিটার এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন প্রায় ৭০-৮০ গ্রাম হয়।
বারি পেঁয়াজ-৬	২০১৯	শীতকালীন	১৬ - ২০	১১০-১২৫	বাঁজ বড় এবং সুস্বাদু। গড় ওজন ৩০-৪৫ গ্রাম, অধিক বাঁজযুক্ত। রোগবালাই কম হয়।
বারি পেঁয়াজ-৭	২০২২	শীতকালীন	২০-২৫	১০০-১১০	বাঁজ সমতল বৃত্তাকার হালকা লালচে বেগুনি রঙ। শুল্ক পদার্থে পরিমাণ ১৩-১৬%। টিএসএস ১৩-১৫%।
বারি পাতা পেঁয়াজ-১	২০১৪	সারা বছর	১০-১৩ (পাতা) ৪২০- ১৩৪০ কে./হে. (বীজ)	৩৬০-৩৬৫	এ জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষ উপযোগী এবং রোগ সহনশীল হওয়ায় ভালো ফলন দেয়। গাছের উচ্চতা প্রায় ৪৩-৬০ সেন্টিমিটার এবং প্রতি গাছে প্রায় ৬-৮ গোছা থাকে। পাতার সংখ্যা প্রতি, গোছায় প্রায় ৪-১১টি।
বারি রসুন-১	২০০৪	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-)	৬-৭	১৩৫-১৫০	প্রতি কন্ডে কোয়ার সংখ্যা ২০-২২টি, ওজন ১৯-২০ গ্রাম। সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
বারি রসুন-৩	২০১৬	রবি	১০.৫০- ১১.৩১	১৩৫-১৪০	প্রতি বাঁজে কোয়ার সংখ্যা ২৩-২৪ টি। বাঁজের গড় ওজন ১১-১২.৪৩ গ্রাম। বারি রসুন-১ থেকে এ জাতের ফলন ৫১% বেশি।
বারি রসুন-৪	২০১৬	শীতকালীন	৮-৯	১৩০-১৪০	প্রতি বাঁজে কোয়ার সংখ্যা ১৭-১৮.৬৬টি। বাঁজের গড় ওজন ১০- ১০.৬২ গ্রাম। ভাইরাস মুক্ত ও পোকামাকড় এর আক্রমণ ক। বারি রসুন-১ থেকে এ জাতের ফলন ২৫% বেশি।
বারি মরিচ-২	২০১৩	গ্রীষ্মকালীন	২০-২২ (কাঁচা)	২৪০-২৫০	প্রতিটি গাছে ৪৫০-৫০০টি মরিচ ধরে। প্রতিটি মরিচের দৈর্ঘ্য গড়ে ৭ সেন্টিমিটার ও ওজন গড়ে ২.৫ গ্রাম।
বারি মরিচ-৪	২০১৯	শীতকালীন	১৮-২০ (কাঁচা) ৪.৫ - ৫.০ (শুকনা)	১৪০-১৫৫	পাতা ও ফল সবুজ বর্ণের। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা গড়ে ৪৮০- ৫২০ টি। রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম হয়
বারি মরিচ-৬	২০২৩	শীতকালীন	১১-১৩	২৫০-২৮০	মরিচ গাঢ় সবুজ, ফলের গায়ের পার্শ্বে আংশিক কালচে বর্ণের। গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সে.মি সোজা ও হালকা ঝোপালো। মরিচের দৈর্ঘ্য ৪-৫ সে.মি.। প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা ২৩০-২৫০টি। কাঁড় এ পাতার অক্ষ কালচে রং দ্বারা আবৃত থাকে।
বারি অ্যানার্মেন্টাল মরিচ-১	২০২০	শীতকালীন (টেবে সারা বছর চাষ করা যায়)	৮০-১০০ টি ফল/গাছ ৩৫০-৪০০ গ্রাম/গাছ	২১০-২৪০	প্রতি গাছে প্রাথমিক ডালের সংখ্যা ৮-১০টি। ফল উর্ধ্বমুখী, গোলাকার এবং প্রতি গিটে ফলের সংখ্যা ১টি। ফল কাঁচা অবস্থায় ধূসর হলুদ মাঝে মাঝে বেগুনি দাগ দেখা যায় তবে পরিণত ফল কমলা রঙ ধারণ করে অথ্যাৎ একই গাছে তিন রঙের ফল ধরে। প্রতি একক ফলের ওজন ৩-৪ গ্রাম এবং ফল প্রতি ৮০-১০০টি বীজ থাকে। ১০০০ বীজের ওজন ৩.৮০-৩.৯০ গ্রাম।
বারি অ্যানার্মেন্টাল মরিচ-২	২০২০	শীতকালীন (টেবে সারা বছর চাষ করা যায়)	১০০-১৫০টি ফল/গাছ ৩৫০-৪০০ গ্রাম/গাছ	২১০-২৪০	প্রতি গাছে প্রাথমিক ডালের সংখ্যা ৯-১১টি। ফল উর্ধ্বমুখী, চিকন, লম্বা এবং প্রতি গিটে ফলের সংখ্যা ১টি। ফল কাঁচা অবস্থায় সাদা তবে পরিণত ফল কমলা রঙ ধারণ করে এবং পাকা ফল লাল রঙ ধরে। অথ্যাৎ একই গাছে তিন রঙের ফল ধরে। প্রতি একক ফলের ওজন ২-৩ গ্রাম এবং ফল প্রতি ৬০-৭০টি বীজ থাকে। ১০০০ বীজের ওজন ৩.৮০-৩.৫০ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি আদা-১	২০০৯	এপ্রিল- ফেব্রুয়ারী	৩০-৩২ (কাঁচা)	২৭০-৩০০	প্রাইমারি রাইজোমের সংখ্যা ৫৪-৫৭টি ও সেকেন্ডারি রাইজোমের সংখ্যা ৩৯০-৩৯৫টি পর্যন্ত। জাতটির রোগ প্রতিরোধ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো।
বারি আদা-২	২০১৬-১৭	খরিপ	৩৭.৯৯	৩০০-৩১৫	গাছের উচ্চতা ৮৮-৯০ সেমি। গাছ প্রতি কন্ডের ওজন ৬১০-৭২৬ গ্রাম। কন্দ পচা রোগ মধ্যম সহনশীল।
বারি আদা-৩	২০১৭	খরিপ	২৯.০৫	৩০০-৩১০	গাছের উচ্চতা ৭৫-৭৯ সেমি। গাছ প্রতি কন্ডের ওজন ৫০০-৫২৫ গ্রাম। কন্দপচা রোগ মধ্যম সহনশীল।
বারি হলুদ-৪	২০১৩	মধ্য এপ্রিল- (মধ্য ফেব্রুয়ারী)	২৮-৩০ (কাঁচা)	২৭০-২৯০	প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৫টি (৫৫-৬০ গ্রাম), ছড়ার (ফিংগার) সংখ্যা ২২-২৫টি (৪৫০-৫৫০ গ্রাম)। রঙ গাঢ় কমলা হলুদ।
বারি হলুদ-৫	২০১৩	মধ্য এপ্রিল- (মধ্য ফেব্রুয়ারী)	১৮-২০ (কাঁচা)	২৭০-৩০০	প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৪টি (৩০-৪০ গ্রাম), ছড়ার (ফিংগার) সংখ্যা ২০-২২টি (২৫০-৩০০ গ্রাম), রঙ গাঢ় কমলা হলুদ।
বারি ধনিয়া-২	২০১৬	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-মার্চ)	১.৮-২.৪ টন	১৩৫-১৪০	রোগ পোকাকার আক্রমণ সহনশীল, সুগ্ধায়ুক্ত, উচ্চফলনশীল জাত। বড় কোয়া ১০০০ বীজের ওজন ১১.৫৩ গ্রাম।
বারি বিলাতি ধনিয়া-১	২০১৩	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর- মার্চ)	১.৭-২.০ টন (বীজ)	১৫০-২৮০	সারা বছর চাষোপযোগী পুষ্টি সমৃদ্ধ ও ঔষধি গুণাগুণ সমৃদ্ধ পাতা জাতীয় মসলা। গাছে ৬-৮টি পাতা থাকে এবং ওজন ৬-১০ গ্রাম থাকে। গাঢ় সবুজ বর্ণের পাতা।
বারি কালজিরা-১	২০০৯	শীতকালীন (অক্টোবর-মার্চ)	০.৮-১.০	১২০-১৩৫	প্রতিটি গাছে প্রায় ২০-২৫টি ফল থাকে। প্রায় ৫-৭ গ্রাম বীজ হয়।
বারি মেথী-৩	২০১৯	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর- মার্চ)	২.০ - ২.৩	১১০-১২৫	গাছ খাট এবং খাড়া। রোগবলাই কম।
বারি মৌরি-২	২০১৬	শীতকালীন	১.৬-১.৮	১৩০-১৪০	স্বল্পমেয়াদি। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল।
বারি শলুক-১	২০১৯	আশ্বিন-কার্তিক (মধ্য অক্টোবর- মার্চ)	২.০০-২.৪০	১২০-১২৫	স্বল্পমেয়াদি ও এক সাথে পাকে। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল।
বারি ফিরিঞ্জি-১	২০১৯	রবি	১.৫-২.০	৮০-৯০	গাছের গড় উচ্চতা ২২-৩৫ সেমি। গাছ প্রতি পড়ের সংখ্যা গড়ে ৩৬০-৪৬০টি। প্রতি পড়ে বীজের সংখ্যা গড়ে ৮-১০টি। রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব কম হয়।
বারি তেজপাতা-১	২০১৭	সারাবছর	৩৪ কেজি/গাছ	দীর্ঘজীবী	লাগানো ১৬-১৮ মাসের মধ্যে তেজপাতা সংগ্রহ করা যায়। পাতার দৈর্ঘ্য ১৫ সেমি. প্রস্থ ৪ সেমি.।
বারি দারুচিনি-১	২০১৭	সারাবছর	০.৩৮৫	দীর্ঘজীবী	আকর্ষণীয় সুগন্ধিযুক্ত, মিষ্টতা ও ঝাঁজযুক্ত বাদামী রঙের মধ্যম পুরু (৩.৪ মি.মি.) বাকল, (ওজন ১১.৬৭ গ্রাম/১০০ ব. সেমি.)। গাছের বৃদ্ধি ও বাকল ভালো ৭১৪ গ্রাম/গাছ। রোগবলাই সহনশীল।
বারি আলুবোখারা-১	২০১৩	ফেব্রুয়ারি- জুন	৭.০৩	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	পত্রকঙ্কের ফলগুলো একক অথবা গুচ্ছাকারে ধরে। গোলাকার অথবা ডিম্বাকৃতির ফলগুলো প্রচুর ভিটামিন এবং ঔষধি গুণাগুণ সম্পন্ন। মাঝামাঝি আকৃতির ফলের গড় ওজন ৮.৬ গ্রাম এবং ব্রিঙ্কমান ১০.৬%। ফলের প্রায় ৯৭% ভক্ষণযোগ্য। বাংলাদেশের আবহাওয়া এর চাষের জন্য বেশ উপযোগী।
বারি চিতস্-১	২০১৮	সারা বছর	১২	দীর্ঘজীবী	জাতটি উচ্চফলনশীল। একবার লাগালে আর নতুন করে লাগাতে হয় না। বীজ ও বাব্বের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। রোগ ও পোকা সহনশীল।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি পুদিনা-১	২০১৯	রবি	১০ - ১২	৮০-৯৫	গাছের গড় উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি। গাছ প্রতি প্রাথমিক শাখার সংখ্যা গড়ে ১৮-২০ টি। শাখা প্রতি পাতার সংখ্যা গড়ে ১৫-২০টি। রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব খুবই কম হয়
বারি একাজি-১	২০১৮	সারাবছর	১৫	দীর্ঘজীবী	প্রতি রাইরোজমে ফিঞ্জারের সংখ্যা ৬ থেকে ৮টি। রোগ ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব কম।
বারি গোলমরিচ-১ জৈন্তা	১৯৮৮	বহুবর্ষী ফসল	২-২.২৫ কেজি/গাছ প্রতি বছর	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	উচ্চ পুষ্টি ও ঔষধি গুণাগুণ এবং উচ্চ মূল্যের মসলা ফসল। নরম বাকল বিশিষ্ট লম্বা গাছে তুলে দিয়ে চারা রোপনের ৩-৪ বছর পর গাছ ফল দিতে শুরু করে। ৭ পৌষ-মাঘ মাস গোলমরিচ তোলার উপযুক্ত সময়।
বারি পান-৩	১৯৯৮	বহুবর্ষী ফসল	৩২ লক্ষ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	প্রতি মাসে প্রতিটি লতায় উৎপন্ন পাতার সংখ্যা- রবি-২টি, খরিফ-৫টি। পাতার আয়তন (ব. সেমি.)- রবি-১২০.৩১, খরিফ-১৪৮.৭৯।
বারি জিরা-১	২০২২	রবি	৫৫০-৬০০ কেজি/হে.	১০০-১১০	সারা দেশে চাষ উপযোগী। নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ হতে ৩য় সপ্তাহ বপনের উপযুক্ত সময়। বীজ লম্বাকার, সরু, শুকানোর পূর্বে বাদমি ও শুকানোর পর ধূসর বর্ণ ধারণ করে। গাছের উচ্চতা ৪০-৫০ সেমি। ১০০টি বীজের ওজন ৪.৫০-৬.০০ গ্রাম। বীজ শক্ত তাই ঝড়-বাতাসে পরে না।
বারি সুপারি -১	২০২২	বহুবর্ষী ফসল	১০-১১	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	ফলের আকৃতি লম্বাটে, ফল দেবীতে পরিপক্ব হয়। উচ্চফলনশীল এবং গাছ লম্বা। প্রতি গাছে সুপারির গড় সংখ্যা ৩.৭৭টি। কাঁচা সুপারির গড় দৈর্ঘ্য ৫৪.৬৯ সেমি. এবং ব্যাস ৩৭.৫১টি।
বারি সুপারি -২	২০২২	বহুবর্ষী ফসল	১১-১২	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	ফলের আকৃতি ডিম্বাকার, ফল আগাম পরিপক্ব হয়। উচ্চ ফলনশীল এবং গাছ লম্বা। প্রতি গাছে সুপারির গড় সংখ্যা ৩.৮৩টি। কাঁচা সুপারির গড় দৈর্ঘ্য ৪৮.৫৮ সেমি এবং ব্যাস ৪৪.৯৯ সেমি।
বারি চুইঝাল-১	২০২৩	বহুবর্ষী ফসল	৯-১০ কেজি/গাছ	বহুবর্ষী উদ্ভিদ	গাছের উচ্চতা ১০-১২ মিটার। গাছ প্রতি শাখার সংখ্যা ৭৫-৮০টি। পর্বসন্ধীর দৈর্ঘ্য ১৪-১৬ সে.মি। ৩ বছর বয়সী গাছের কাণ্ডের ব্যাস ৬-৮ সেমি। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ, ১.৫-২ বছরের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়।
বারি জোয়ান-১	২০২৩	রবি	৭৭০-১০৯৩ কেজি/হেক্টর	১০০-১১৫	বীজ গোলাকার, ছোট, শুকানোর পূর্বে বাদমি ও শুকানোর পর পর ধূসর বর্ণের। গাছ লম্বা, সোজা, গড় উচ্চতা ৮০-১০৩ সেমি. সববীজ একসাথে পরিপক্ব হয়। ১০০০টি বীজের ওজন ০.৯-১.১০ গ্রাম।
<b>কন্দাল ফসল</b>					
<b>আলু</b>					
বারি আলু-৭ (ডায়ামন্ট)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, তক মসৃণ, হালকা হলুদ বর্ণের। মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।
বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল)	১৯৯৩	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকার, কিছুটা সরু লম্বাকার হয়, তক মসৃণ ও লাল। মড়ক ও ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী।
বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)	১৯৯৪	রবি মৌসুম	২০-৩০	৮৫-৯৫	বিদেশে রপ্তানিযোগ্য। আগাম জাত।
বারি আলু-২৫ (এসটারিক্স)	২০০৫	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৯০-৯০	প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-২৭ (স্পিরিট)	২০০৮	রবি মৌসুম	২৫-৩৫	৮৫-৯০	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)	২০০৮	রবি মৌসুম	২৫-৩০	৮৫-৯০	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
বারি আলু-২৯ (কারেজ)	২০০৮	রবি মৌসুম	২০-২৬	৮৫-৯০	প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।
বারি আলু-৩৫ (মেরিডিয়ান)	২০১২	রবি মৌসুম	৩০-৪৫	৯০-৯৫	জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৩৬	২০১২	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫	এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৩৭	২০১২	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫	আলু লম্বা-ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। রঙ হলুদাভ।
বারি আলু-৪১	২০১২	রবি মৌসুম	৩৮-৪৪	৯০-৯৫	জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৪৬	২০১৩	রবি মৌসুম	৩০-৪০	৯০-৯৫	জাতটি নাবীক্ষসা রোগ প্রতিরোধী।
বারি আলু-৫৩	২০১৪	রবি মৌসুম	৩২-৩৪	৯০-৯৫	জাতটি নাবীক্ষসা রোগ প্রতিরোধী।
বারি আলু-৬২	২০১৫	রবি মৌসুম	৪৩.৭০ (৩৫.৭৮- ৫৬.৩২)	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রঙ হলুদ, শাসের রঙ হালকা হলুদ। শূক্ৰ পদার্থ ১৯.২৪ (১৭.৩৩-২০.৮০%)। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী। সাধারণ তাপমাত্রায় জাতটি যেহেতু ৫-৬ মাস সংরক্ষণযোগ্য এবং সুপ্তাবস্থা বিদ্যমান।
বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক)	২০১৫	রবি মৌসুম	৩১.৭২ (১৯.১৫- ৪৫.৫১)	৮৫-৯০	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিতি কম। আলু গোলাকার (চাপা) ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রঙ হলুদ। শাঁসের রঙ সাদা এবং চৌঁখের গভীরতা মধ্যম। শূক্ৰ পদার্থের পরিমাণ ১৯.৮৮% (১৮.২৭-২২.৫৭%)। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।
বারি আলু-৭২	২০১৬	রবি মৌসুম	২১.৮৫ (১১.৩২- ৩৭.৫৩)	৮৫-৯০	গাছ ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। আলুর রঙ লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রঙ হলুদ। চোখ অগভীর। শূক্ৰ পদার্থ ১৮.৭৫ <sup>২</sup> ০.১১%। এ জাতটি তাপ ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৭৩	২০১৬	রবি মৌসুম	২৩.৬০ (১৯.৯৪- ২৮.২৩)	৮৫-৯০	গাছ ইন্টারমিডিয়েট টাইপ আলুর রঙ সাদা (ক্রীম), চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রঙ ক্রীম। এ জাতটি তাপ সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।
বারি আলু-৮২	২০১৯	রবি	৪২.৪৯ (২৫.৭২- ৫১.৬০)	৮৫-৯০	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ বেগুনী শাঁসের রঙ হলুদ।
বারি আলু-৮৩	২০১৯	রবি	৪৪.৬৩ (৩৮.১৮- ৫০.৫২)	৯০-৯৫	গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারি ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিনের উপস্থিতি কম। আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণতা মাঝারি ও রঙ হলুদ শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। শূক্ৰ পদার্থ ১৮.৬৩। এ জাতটি আগাম জাতও এর রপ্তানি উপযোগীতা রয়েছে। আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ লাল, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ।
বারি আলু-৮৪	২০১৯	রবি	৪৩.১৭ (৩১.৭২- ৫২.৩৫)	৯০-৯৫	আলুর চামড়া মসৃণতা ও রঙ লাল, শাঁসের রঙ হালকা হলুদ। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শূক্ৰ পদার্থ ১৮.৭২%।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি আলু-৮৫	২০১৯	রবি	৪৯.১৫ (৩৮.৯৪- ৫৪.৪৫)	৯০-৯৫	আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ হলুদ শীসের রঙ সাদা। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শূক্ৰ পদার্থ ১৭.৮০%। এ জাতটি আগাম চাষের উপযোগী।
বারি আলু-৮৬	২০১৯	রবি	৪৯.১৫ (৩৪.৮৪- ৬০.৭২)	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাজারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রঙ লাল, শীসের রঙ হালকা হলুদ। শূক্ৰ পদার্থ ১৮.৯০।
বারি আলু-৮৭	২০১৯	রবি	৫৭.২৫ (৫২.৮৪- ৬৩.২৬)	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রঙ হলুদ, শীসের রঙ লাল, শীসের রঙ হালকা হলুদ। শূক্ৰ পদার্থ ১৮.৯০%।
বারি আলু-৮৮	২০১৯	রবি	৪৮.১৭ (৩২.২৭- ৬৩.০৯)	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি, আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রঙ লাল, শীসের রঙ হলুদ। আগাম জাত ও এর রপ্তানি উপযোগিতা রয়েছে।
বারি আলু-৮৯	২০১৯	রবি	৪২.৯৩ (৩৪.৮০- ৫০.৬৩)	৯০-৯৫	চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শূক্ৰ পদার্থ ১৮.৩৩%। জাতটির রপ্তানি উপযোগিতা রয়েছে।
বারি আলু-৯০	২০১৯	রবি	৫০.২৪ (৪৪.০৩- ৫৭.৩৩)	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রঙ লাল, শীসের রঙ হলুদ। শূক্ৰ পদার্থ ১৮.৪৯%। মড়ক বা নাবীক্ষসা রোগ প্রতিরোধী ও এর রপ্তানি উপযোগিতা রয়েছে।
বারি আলু-৯১	২০১৯	রবি	৩৭.৭৪ (৩৪.৯৫- ৪১.০৫)	৯০-৯৫	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রঙ হলুদ (লাল রঙের শেড আছে)। শীসের রঙ হলুদ। শূক্ৰ পদার্থ ১৮.৪৯%। নাবীক্ষসা রোগ প্রতিরোধী ও এর রপ্তানি উপযোগিতা রয়েছে।
বারি আলু-৯২	২০২১	রবি	৪৭.৭৫	১০০-১০৫	ত্বক মসৃণ ও রং গাঢ় লাল। আলু ডিম্বাকৃতি খাটো ও মাঝারি। গড় ওজন ২৫-৩০ গ্রাম। চোখ সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ৮০-৯০ দিন। শূক্ৰ পদার্থের পরিমাণ ১৯.৭%।
বারি আলু-৯৩	২০২২	রবি	৪১.৮১	৮০-৮৫	চামড়া মসৃণ ও রং লাল; শীসের রং ক্রিম। চোখ মাঝারি গভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। আলু দেখতে ডিম্বাকৃতি, লম্বা ডিম্বাকৃতির। জাতটির সুপ্তাবস্থা ৮০-৯০ দিন। শূক্ৰ পদার্থের পরিমাণ ১৯.৬৯%।
বারি আলু-৯৪	২০২২	রবি	৩৯.৫৪	৮০-৮৫	আলু ডিম্বাকৃতি, খাট ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের ত্বক অমসৃণ ও গাঢ় লাল রংয়ের, শীসের রং ক্রিম। চোখ মাঝারি গভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ৪৫-৫০ দিন। শূক্ৰ পদার্থের পরিমাণ ১৭.৪৬%।
বারি আলু-৯৫	২০২২	রবি	৪০.১৯	৯০-৯৫	আলু খাটো ডিম্বাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতি। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শীসের রং হালকা হলুদ। চোখের গভীরতা অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ৮৫-৯০ দিন। শূক্ৰ পদার্থের পরিমাণ ২০.২০%।
বারি আলু-৯৬	২০২২	রবি	৪৫.৮৬	৯০-৯৫	আলু ডিম্বাকৃতি হতে লম্বা ডিম্বাকৃতি। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং হলুদ, শীসের রং হালকা হলুদ। চোখের গভীরতা অগভীর ও চোখ। আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ৬৫-৭০ দিন। শূক্ৰ পদার্থের পরিমাণ ১৯.৩৮%।
বারি আলু-৯৭	২০২২	রবি	৪৫.৫৮	৮০-৮৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং হলুদ। শীসের রং হালকা হলুদ। চোখের গভীরতা মধ্যম ও



জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
					চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ১০০-১০৫ দিন। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০-৯৩%।
বারি আলু-৯৮	২০২২	রবি	৪৬.৪০	৯০-৯৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং হলুদ। শীসের রং ক্রিম। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ৮৫-৯০ দিন। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৭.৮২%।
বারি আলু-৯৯	২০২২	রবি	৪৫.৮৮	৮০-৮৫	আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং হলুদ। শীসের রং ক্রিম। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ৪০-৪৫ দিন। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৮.৭২%।
বারি আলু-১০০	২০২২	রবি	৪৮.৭৭	৮০-৮৫	আলু ডিম্বাকৃতি ও মাঝারি আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং হলুদ শীসের রং হালকা হলুদ। চোখ গভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ১৩০-১৩৫ দিন। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.২২%।
বারি আলু-১০১ (স্ল্যাকবেরী)	২০২৩	রবি	৪৫.৮২	৯৫	আলু মাঝারি থেকে বড় আকারের গোলাকৃতির। ত্বক মসৃণ ও বেগুনি রংয়ের এবং শীসের রং গাঢ় বেগুনি। প্রচুর পরিমাণ এ্যান্থোসায়ানিন সমৃদ্ধ (৯১.৮৪ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম)। ড্রাই মেটার ১৯.৩৮%।
বারি আলু-১০২ (স্পার্টার্ন রেড)	২০২৩	রবি	৩৭.১১	৯৫	আলু মাঝারি থেকে বড় আকারের গোলাকৃতির। ত্বক মসৃণ ও লাল রংয়ের এবং শীসের রং সাদা। উচ্চফলনশীল কিন্তু দেশী আলুর ন্যায় সুস্বাদু। ড্রাই মেটার ১৯.৩৮%।
বারি আলু-১০৩	২০২৩	রবি	৪২.৮৮	৯০-৯৫	আলু মাঝারি থেকে বড় আকারের। ডিম্বাকৃতির থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং হলুদ, শীসের রং ক্রিম। চোখ অগভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ৭০- ৭২ দিন, শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.৮৩%।
বারি আলু-১০৪	২০২৩	রবি	৪২.৩০	৯০-৯৫	আলু বড় আকারের, ডিম্বাকৃতির থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারি ও রং হলুদ, শীসের রং ক্রিম। চোখ অগভীর ও আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। জাতটির সুপ্তাবস্থা ৭০-৭২ দিন, শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৮.৭৯%।
<b>মিষ্টি আলু</b>					
বারি মিষ্টি আলু-৮	২০০৮	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫	কন্দমূলের চামড়া লাল ও শীস মাঝারি হলুদ। গড় ওজন ১৬০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫%।
বারি মিষ্টি আলু-১২	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০	কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম, ভিটামিন-এ ৫৮০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টি আলু-১৩	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৪০	কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম। ভিটামিন-এ ৪৪০০ আ.এ/১০০ গ্রাম।
বারি মিষ্টি আলু-১৪	২০১৭	রবি	৩০-৪০	১২০-১৩০	কন্দের ওজন ৬৬০ গ্রাম। প্রতি ১০০ গ্রাম শীসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৯২ মি.গ্রা।
বারি মিষ্টি আলু-১৫	২০১৭	রবি	৩০-৪০	১২০-১৩০	কন্দের ওজন ৬৮৩ গ্রাম। প্রতি ১০০ গ্রাম শীসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৪১ মি.গ্রা. এবং দুইমাস সংরক্ষণ করা যায়।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি মিষ্টি আলু-১৬	২০১৮	রবি	৩০ - ৪০	১১৫-১২৫	অধিক বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ মিষ্টিআলুর জাত। কন্দ লম্বাকৃতির ও অনিয়মিত। প্রতি গাছে কন্দের সংখ্যা ৫-৭ টি। শীসে ক্যারোটিনের পরিমাণ ১১.১৫ মি.গ্রা/১০০ গ্রাম। শীস ও পুষ্টিগুণ বিচারে গ্রহণ যোগ্যতা মাঝারি।
বারি মিষ্টি আলু-১৭	২০২১	রবি	২২-২৫	১২০-১৩০	অ্যন্থোসায়নিন সমৃদ্ধ মিষ্টিআলুর জাত। মৌসুম: অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকে মার্চের শেষ। ডকের রঙ বেগুনী এবং আশের রং গাঢ় বেগুনী। প্রতিটি গাছে কন্দের সংখ্যা ৬.৮৭। তাজা কন্দের ওজন: ৬৪০ গ্রাম।
<b>মেটে আলু</b>					
বারি মেটে আলু-১	২০২১	খরিপ	২১.০৪	১২০-১৩০	দেশব্যাপী চাষ উপযোগী। ডক ও শীসের রঙ হলুদ। শূক্ক বস্তুর পরিমাণ ২২%।
বারি মেটে আলু-২	২০২১	খরিপ	১৮.৩৩	১২০-১৩০	দেশব্যাপী চাষ উপযোগী। ডক ও শীসের রঙ হলুদ। শূক্ক বস্তুর পরিমাণ ২৭%।
বারি মেটে আলু-৩	২০২৩	খরিপ	১১৭.৮	৮-১১ মাস	কন্দের শীস হলুদ থেকে হালকা হলুদ। বাব্বের ডক গাঢ় বাদামি বর্ণের পুরু এবং কুঁচকানো। প্রতি গোছায় কন্দের সংখ্যা ৩-৫টি। শূক্ক পদার্থের পরিমাণ ২৮.৫৬%
বারি মেটে আলু -৪	২০২৩	খরিপ	১১৯	৮-১১ মাস	কন্দের শীস ক্রিম বর্ণের, কন্দের আকৃতি নলাকার। কর্মের উপস্থিতি কন্দের আকারের তুলনায় বড়। প্রতি গোছায় কন্দের সংখ্যা ৩-৫। শূক্ক পদার্থের পরিমাণ ২৯.৯৪%
<b>কচু</b>					
বারি মুখীকচু-১ (বিলাসী)	১৯৮৮	খরিপ	২৫-৩০	১৮০-২০০	গাছ সবুজ, খাড়া, মাঝারি লম্বা। এ মুখী খুব মসৃণ, ডিম্বাকৃতির হয়। সিদ্ধ মুখী নরম ও সুস্বাদু। গলা চুলকানীমুক্ত।
বারি মুখীকচু-২	২০১৩	খরিপ	৩০-৩৫	১৮০-২০০	মুখী ধূসর রঙের। মুখী সহজে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানীমুক্ত।
বারি মুখীকচু-৩	২০২৩	খরিপ	৪০-৪৫	২৭০-৩০০	মুখী মসৃণ ও ডিম্বাকার, খুবই সুস্বাদু, গলা চুলকায় না। মুখী গাছে মুখীর সংখ্যা ২৫-২৩টি, ওজন প্রায় ৮০০ গ্রাম। রোগবলাই ও পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাব তুলনামূলক কম।
বারি পানিকচু-১ (লতিরাজ)	১৯৮৮	খরিপ	লতি ২৫-৩০ টন/হে: রাইজোম ১৫-২০ টন/হে:	১৮০-২৭০	লতি লম্বায় ৯০-১০০ সেমি., সামান্য চেপ্টা, সবুজ, লতি সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানীমুক্ত হয়।
বারি পানিকচু-২	২০০৮	খরিপ	লতি ২৫-৩০ টন/হে: রাইজোম ১৮- ২২ টন/হে:	২৫০-৩০০	জাতটি প্রচুর সংখ্যায় উৎকৃষ্টমানের লতি উৎপাদন করে যার প্রতিটি প্রায় ৪০-৫০ সেমি. লম্বা ও ২ সেমি. চওড়া হয়। লতি হালকা সবুজ বর্ণের, গোলাকার ও অপেক্ষাকৃত মোটা।
বারি পানিকচু-৬	২০১৭	খরিপ	রাইজোম ৫০- ৬০ টন/হে: এবং প্রায় ৫-৮ টন/হে: লতি	২৫০-৩০০	রাইজোম মোটা এবং সবুজ রঙের। এটি মূলত: রাইজোম উৎপাদনকারী তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপন্ন করে। গলা চুলকায় না।
বারি পানিকচু-৭	২০২২	খরিপ		১৮০-২৪০	শীস গাঢ় বেগুনি এবং ডগা হালকা সবুজ। অত্যন্ত জল সহনশীল এবং অ-তীক্ষ্ণ।
বারি পানিকচু-৮	২০২৩	খরিপ	২৫-২৮	১৮০দিন	সারা বছর চাষ উপযোগী। লতি তুলনামূলক মোটা ও খাটো,

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
					সহজেই চামড়া ছাড়ানো যায়। প্রতি লতির গড় ওজন ৭০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য ৫১.৩৩ সেমি., ব্যাস ২ সেমি। গাছ প্রতি লতির গড় সংখ্যা ২৪টি এবং গড় ওজন ৭৯৫ গ্রাম। ক্যালসিয়াম অক্সালেটের পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না।
বারি পানিকচু-৯	২০২৩	খরিপ	৩০	১৮০দিন	সারা বছর চাষ উপযোগী। লতি তুলনামূলক চিকন ও লম্বা, গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী। প্রতি লতির গড় ওজন ৩৩.২৪ গ্রাম। দৈর্ঘ্য ৬৩.৯১ সেমি. ব্যাস ০.৯৪ সেমি। গাছ প্রতি লতির গড় সংখ্যা ৩০.৫৪টি এবং গড় ওজন ৮০৯.৮০ গ্রাম রান্না করলে লতি সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু।
বারি ওলকচু-১	২০১৮	খরিপ	৪৫-৫৫	১৮০-২০০	গুড়িকন্দ বড় ও বেলুনাকার। গড় ওজন ২-৫ কেজি। ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ।
বারি ওলকচু-২	২০১৮		৩৫-৪৫	১৮০-২০০	গুড়িকন্দ মাঝারি। গড় ওজন ১-৩ কেজি। মাংসল অংশ গাঢ় হলুদ রঙের।
বারি সাহেবীকচু-১	২০২০	রবি ও খরিপ	৬০-৯০	২-৫ বছর	রাইজোম বাণিজ্যিকভাবে দুই বছর পর সংগ্রহযোগ্য হয় এবং ৫ বছর পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। গলা চুকায় না এবং সমানভাবে সিদ্ধ হয়। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯২%। পাতার আকার- আকৃতি বড় যা বেশি মাত্রায় খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে।
বারি কাসাভা-১	২০২২		৪৭-৫২	৮-১১ মাস	শিকড়ের আকৃতি গাঢ় বাদামি বর্ণের শঙ্কু-নলাকার। পাতলা কটেক্স খোসা ছাড়ানো সহজ। হালকা বাদামি রঙের কাণ্ড রাখিৎ। শূক পদার্থের পরিমাণ ৪০-৪১%
বারি কাসাভা-২	২০২২		৫০-৫৫	৮-১১ মাস	শিকড়ের আকৃতি অনিয়মিত এবং গাঢ় বাদামি বর্ণের। পাতলা কটেক্স খোসা ছাড়ানো কষ্টসাধ্য। শূক পদার্থের পরিমাণ ৩৯.৩৪(১)
<b>ফুল</b>					
বারি অর্কিড-১	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৬৫,০০০ - ১,৯০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ৯০-১২০	ফ্লোরেটের সংখ্যা ১২-১৫টি। ফুলের সজীবতা ২৫-৩০ দিন থাকে।
বারি গ্লাডিওলাস-১	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ - ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০	কন্দজাতীয় ফুল। ফ্লোরেটের সংখ্যা ১২-১৪টি। ফুলের সজীবতা ৮-১০ দিন থাকে।
বারি গ্লাডিওলাস-২	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ -২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০	কন্দজাতীয় ফুল। ফ্লোরেটের সংখ্যা ১২-১৪টি। ফুলের সজীবতা ৮-১০ দিন থাকে।
বারি গ্লাডিওলাস-৩	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ ২,০০,০ ০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০	কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রঙ সাদা এবং ৯.০-৯.৩ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট ফ্লোরেট বিদ্যমান। স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ১১-১২টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি গ্লাডিওলাস-৪	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি	১,৭৫,০০০ -২,০০,০০০	মৌসুমী ১২০-১৫০	কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রঙ আকর্ষণীয় গোলাপী। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন। পুষ্পদন্ড প্রায় ৭৫-৮০ সেমি। স্পাইক প্রতি

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
		মৌসুমে ভাল হয়	স্টিক/হেক্টর		ফ্লোরিডের সংখ্যা ১১-১২টি।
বারি গ্লাডিওলাস-৫	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ -২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০	এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রঙ আকর্ষণীয় হলুদ এবং ৯.০- ৯.৩ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৮০-৮৫ সেমি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরিডের সংখ্যা ১১-১২টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি চন্দ্রমল্লিকা-১	২০০৯	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-৩০টি	মৌসুমী ১২০-১৫০	গাছ মাঝারি আকৃতির এবং উচ্চতা ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার। ফুলের রঙ হলুদ, 'এনিমোন' প্রকৃতির এবং ৩.৮-৪.০ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ৯-১০ দিন।
বারি চন্দ্রমল্লিকা-২	২০০৯	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫টি	মৌসুমী ১২০-১৫০	গাছের গড় উচ্চতা ৪০ সেন্টিমিটার। ফুলের রঙ সাদা এবং ৬.৮-৭.০ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪ দিন।
বারি চন্দ্রমল্লিকা-৩	২০০৯	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫টি	মৌসুমী ১২০-১৫০	গাছের গড় উচ্চতা ৪০ সেন্টিমিটার। ফুলের রঙ মেজেন্টা। ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪ দিন।
বারি জারবেরা-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভাল হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ১৮-২০টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর	গাছ লোমাবৃত এবং ২৫-৩০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুলের রঙ গাঢ় লাল, কেন্দ্র হালকা সবুজাভ এবং ৯.৫-১০ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি জারবেরা-২	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভাল হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২২টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর	গাছ কাণ্ডহীন, রোমাবৃত এবং ৩০-৩৫ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুলের রঙ সাদা এবং ৯.০-৯.৫ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮- ৯ দিন।
বারি এ্যানথুরিয়াম-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভাল হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ৫- ৬টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর	এ্যানথুরিয়াম কাণ্ডহীন হারবেসিয়াস জাতীয় বাহারী পাতা ও ফুলের গাছ। গাঢ় লাল রঙের স্প্যাথ ও হলুদাভ রঙের স্প্যাডিক্স এ জাতটির বৈশিষ্ট্য। ফুলের সজীবতা প্রায় ১৯-২০ দিন।
বারি ডালিয়া-১	২০০৯	রবি মৌসুম	গাছ প্রতি ফুলের সংখ্যা প্রায় ১৪-১৫টি	মৌসুমী ১২০-১৩০	কন্দজাতীয় ফুল। এটি লাল এবং সাদা মিশ্রণের ফুল এবং ১৪-১৫ সেমি. ব্যাস বিশিষ্ট। গাছে ফুলের সজীবতা থাকে প্রায় ৮-৯ দিন।
বারি লিলি-১	২০০৯	গ্রীষ্মকালীন	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ৫-৬টি	মৌসুমী ১২০-১৩০	কন্দজাতীয় ফুল। আকর্ষণীয় লাল রঙের ফুল সজীবতা থাকে প্রায় ৫-৬ দিন।
বারি এলপিনিয়া-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে গ্রীষ্ম মৌসুমে বেশি ভাল হয়	প্রতি গাছে ফুলের সংখ্যা বছরে প্রায় ১০- ১২টি	বহু বর্ষজীবী, সারা বছর	কন্দজাতীয় ফুল। গাঢ় লাল রঙের প্রায় ১৭.০-১৮.০ সেমি. লম্বা মঞ্জুরী বিশিষ্ট ফুল। ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪ দিন।
বারি গাঁদা-১	২০০৯	গ্রীষ্মকালীন	৫.০ - ৫.৫ লাখ	মৌসুমী ১০০-১২০	বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। কমলা রঙের। রোগবাহাইসহিষ্ণু।
বারি গ্লাডিওলাস-৬	২০১৬	রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ - ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০	কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রঙ আকর্ষণীয় নীল। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৭০-৮০ সেমি.। স্পাইক প্রতি ফ্লোরিডের সংখ্যা ১০-১১টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি চন্দ্রমল্লিকা-৪	২০১৬	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫ টি	মৌসুমী ১২০-১৫০	গাছ মাঝারি আকৃতির এবং উচ্চতা ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার। রঙ গাঢ় লাল। ফুলের সজীবতা প্রায় ১০-১২ দিন।
বারি রজনীগন্ধা-১	২০১৬	খরিফ মৌসুমে বেশী ভাল হয়	৫,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর।	বহু বর্ষজীবী সারা বছর	কন্দজাতীয় ফুল। ফুলের রঙ সাদা। স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ৩২-৩৫টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৭-৮ দিন।
বারি বাগানবিলাস-১	২০২১	খরিফ মৌসুমে বেশী ভাল হয়		বহু বর্ষজীবী সারা বছর	দেশব্যাপী চাষ উপযোগী। সারা বছর চাষ উপযোগী তবে খরিফ মৌসুমে ফলন ভালো হয়। এটি একটি অত্যন্ত সুন্দর, বহুপুষ্প বিশিষ্ট শক্ত উদ্ভিদ। শাখা কম এবং কাঁটায়ুক্ত। গাঢ় ম্যাজেন্টা পাপড়িগুলো ছোট হলুদ রেনুকে ঘিরে থাকে।
বারি ক্যাকটাস-১	২০২১	সারা বছর		বহু বর্ষজীবী	দেশব্যাপী চাষ উপযোগী। সারা বছর চাষ উপযোগী। আকর্ষণীয় হলুদ রঙের ফুল যার ব্যাস ৫.৫ সেমি.। ক্রিম বর্ণের কাঁটায়ুক্ত লম্বা সবুজ কাণ্ড রয়েছে। প্রতি বর্গমিটারে ৫০০টি ফুল হয়।
বারি সাকুলেন্ট-১	২০২১	সারা বছর		বহু বর্ষজীবী	দেশব্যাপী চাষ উপযোগী। সারা বছর চাষ উপযোগী। পাপড়িগুলো সাদা রঙের। ফুলের ব্যাস ৩.৫ সেমি.। গোলাপী মার্জিনসহ লম্বা জলপাই রঙের সবুজ পাতা রয়েছে
<b>গম</b>					
বারি গম-২৪ (প্রদীপ)	২০০৫	রবি	৪.৩-৫.১	১০২-১১০	৪-৫টি কুশি বিশিষ্ট শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫৫ গ্রাম)। জাতটি গমের পাতা বলসানো রোগ সহনশীল এবং বর্তমানে মরিচা রোগে সংবেদনশীল। পাউরুটি তৈরির জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী।
বারি গম-২৫	২০১০	রবি	৩.৮-৫.০	১০২-১১০	৪-৫টি কুশি বিশিষ্ট। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বড় (হাজার দানার ওজন ৫৪-৫৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। জাতটি লবণাক্ততাসহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যম মাত্রার লবণাক্ত (৮-১০ মিলিমস/সেমি.) এলাকাসহ দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।
বারি গম-২৮	২০১২	রবি	৪.০-৫.৫	১০২-১০৮	চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রঙ সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৩-৪৮ গ্রাম)। জাতটি তাপসহিষ্ণু, পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে প্রায় ১০ দিন আগে পাকে এবং দেরীতে বপনের জন্য খুবই উপযোগী।
বারি গম-৩০	২০১৪	রবি	৪.৫-৫.৫	১০০-১০৫	জাতটি আমন ধান কাটার পর দেরীতে বপনের জন্য খুবই উপযোগী।
বারি গম-৩২	২০১৭	রবি	৪.৬-৫.০	৯৫-১০৫	চার-ছয়টি কুশি বিশিষ্ট। জাতটি স্বল্প মেয়াদী, তাপ সহনশীল, পাতার দাগ ও ব্লাস্ট রোগ সহনশীল।
বারি গম-৩৩	২০১৭	রবি	৪.০-৫.০	১১০-১১৫	দানার রঙ সাদা। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্লাস্টপ্রবণ এলাকায় আবাদের জন্য বিশেষ উপযোগী।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
<b>ভুট্টা</b>					
বর্ণালী	১৯৮৬	রবি	৫.৫-৬.০	১৪০-১৪৫	দানা সোনালী-হলুদ, সেমিফ্লিন্ট
খৈ-ভুট্টা	১৯৮৬	রবি	৩.৫-৪.০	১২৫-১৩০ ৮০-৯০	দানা উজ্জল হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি ভুট্টা-৭	২০০২	রবি	৬.৫-৭.৫	রবি ১৪৫-১৫৫ খরিপ ১০০- ১০৫	দানা হলুদ, ডেন্ট
বারি মিষ্টি ভুট্টা-১	২০০২	রবি	১০.০-১০.৫	কাঁচা ভুট্টা ১১৫-১২০	পরিপক্ক দানা হলুদ, সংকুচিত
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫ (কিউপিএম)	২০০৪	রবি	৯.০ - ১০.০	১৪০-১৪৫	দানা কমলা-হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৬	২০০৬	রবি	৯.৫ - ১০.০	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭	২০০৬	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৮	২০০৭	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ডেন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯	২০০৭	রবি	১১.৫-১২.৫	১৪৫-১৫০	দানা কমলা হলুদ, ডেন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা১০	২০০৯	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪৫-১৫০	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা১১	২০০৯	রবি	১০.৫-১১.৫	১৫০-১৫৫	দানা হলুদ, ফ্লিন্ট
বারি হাইব্রিড ভুট্টা১২	২০১৬	রবি	৮.১-৮.৫ (খরা অবস্থায় একটি সেচ প্রয়োগে) ১০.০-১১.১ (স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে)	১৪০-১৪৫	দানা সাদা, ফ্লিন্ট। জাতটি মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা১৩	২০১৬	রবি	৮.২-৮.৯ (খরা অবস্থায় একটি সেচ প্রয়োগে) ১০.১-১১.২ (স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে)	১৪৫-১৫২	দানা সাদা, ফ্লিন্ট। জাতটি মধ্যম মাত্রার খরা সহনশীল এবং গাছ সহজে হেলে পড়ে না।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা১৪	২০১৭	রবি	রবি ১০.৮৪ খরিপ ১০.৫২	রবি ১৪০ খরিপ ১১৫	অধিক তাপসহিষ্ণু এবং অন্যান্য বেশির ভাগ জাতের চেয়ে খাটো
বারি হাইব্রিড ভুট্টা১৫	২০১৭	রবি	রবি ১২.৭৫ খরিপ ১২.০৭	রবি ১৪৮ খরিপ ১২১	অধিক তাপসহিষ্ণু এবং অন্যান্য বেশির ভাগ জাতের চেয়ে খাটো
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬	২০১৮	রবি	১১.৫৭ ৭.০৬ (লবণাক্ত এলাকায়)	রবি ১৩৫ খরিপ ১১২	জাতটি উচ্চফলনশীল, আগাম ও অনেকটা খাটো। লবণাক্ততা সহনশীল (৮-৯ ডি.এস./মি.)।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৭	২০১৯	রবি/ খরিপ	রবি ১২.৪৪ খরিপ ৯.৯১	রবি ১৪৫ খরিফ ১১২	অধিক তাপসহিষ্ণু এবং জাতটির দানা হলুদ বর্ণের এবং সেমি ডেন্ট প্রকৃতির।
<b>শস্য ফসল</b>					
<b>কাউন</b>					
বারি কাউন-১ (তিতাস)	১৯৮৯	রবি	২.০-২.৫	৯০-১১০	উচ্চফলনশীল
বারি কাউন-২	২০০১	রবি	২.৭৫-৩.০	১২০-১২৫	উচ্চফলনশীল
বারি কাউন-৩	২০০১	রবি	২.৫-৩.০	১২০-১২৫	খাট জাত

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি কাউন-৪	২০১৯	রবি/ খরিপ	৩.৫৩	১০৮	উচ্চফলনশীল, খাটো জাত
<b>চীনা</b>					
বারি চীনা-১ (তুষার)	১৯৮৯	রবি	২.৫০-৩.০০	৯০-৯৫	উচ্চফলনশীল
বারি চীনা-২	২০২৩		২.২৫-২.৫	৯৬-১০৫	খরাসহিষ্ণু জাত। গাছের গড় উচ্চতা ৮২-৮৪ সেমি। গড় কুশির সংখ্যা ৪-৫টি এবং শীষের গড় দৈর্ঘ্য ১৮-২১ সেমি। বীজ ছোট ডিম্বাকৃতি, উজ্জ্বল বাদামি কালচে এবং বীজ থেকে ছাড়ানো চাল হলুদ বর্ণের। হাজার দানার ওজন ৫-৫.৫ গ্রাম, খরা এলাকায় চাষোপযোগী।
<b>বার্লি</b>					
বারি বার্লি-৩	২০০১	রবি	২.২০-২.৫০	৯৫-১০০	লবণাক্ততাসহিষ্ণু (৮ ডিএস/মি.) ও দানা খোসামুক্ত
বারি বার্লি-৪	২০০১	রবি	১.৭৫-২.০০	৯৫-১০০	দানা খোসায়ুক্ত
বারি বার্লি-৫	২০০৫	রবি	২.৫০-৩.০০	৯৫-৯৮	আগাম জাত ও দানা খোসায়ুক্ত
বারি বার্লি-৬	২০০৫	রবি	২.৫০-২.৭৫	৯৮-১০২	দানা খোসামুক্ত
বারি বার্লি-৭	২০১৫	রবি	২.২-২.৫০	৯০-১০৫	লবণাক্ততাসহিষ্ণু (৮ ডিএস/মি.) ও দানা খোসামুক্ত
বারি বার্লি-৮	২০১৮	রবি	২.২০-২.৫১	৯২-৯৬	জাতটি খাটো ও দানা ৬ সারি, বিশিষ্ট দানা লবণাক্ততাসহিষ্ণু।
বারি বার্লি-৯	২০১৮	রবি	২.০ - ২.৫	৯৭-৯৯	দানা ৬ সারি বিশিষ্ট হয়। খরা সহনশীল।
বারি বার্লি-১০	২০২৩		২.৫-৩.০	৯৫-১০৫	গাছের উচ্চতা ৯০-৯৫ সেমি। লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত (১০ ডিএস/মি)। শীষ ৬ সারি বিশিষ্ট ও দানাগুলো খোসামুক্ত। হাজার দানার ওজন ৩৬-৪০ গ্রাম।
<b>ওট</b>					
বারি ওট -১	২০২১	রবি	১.০-১.২	১২৫-১৩০	এটি গৌণ দানাজাতীয় শস্য। দেশব্যাপী চাষ উপযোগী। গাছের উচ্চতা ১১০-১১৫ সেমি। পাতা নরম এবং আংশিক বঁকা। বীজ লম্বা ও বাদামি রঙের।
<b>রাধী</b>					
বারি রাধী-১	২০২১	রবি ও খরিফ	২-৩	১২৬-১৩৯	রবি ও খরিফ মৌসুমে চাষযোগ্য। দানা গোলাকার, বড় ও বাদামি বর্ণের। গাছের উচ্চতা ৯৬-১০৪ সেমি। জাতটির মঞ্জুরী খাড়া ও গড়ে ৭টি করে শীষ থাকে। হাজার দানার ওজন ৩.৯ গ্রাম।
<b>চিয়া</b>					
বারি চিয়া-১	২০২৩		১০০৯-১১০০ কেজি/হেক্টর	৯৬-১০৪	গাছের গড় উচ্চতা ৯৬-১০০ সেমি। বীজ ছোট ডিম্বাকৃতি এবং প্রায় ১ মিমি ব্যাস। হাজার দানার ওজন ১.২ গ্রাম। বীজে উচ্চমাত্রায় ওমেগা-৩, ফ্যাটি এসিড-৫৬.৮% এবং ক্যালসিয়াম-৫.২% বিদ্যমান।
<b>ডাল ফসল</b>					
<b>হোলা</b>					
বারি হোলা-৫ (পাবনাই)	১৯৯৬	রবি	১.৮-১.৯	১২৫-১৩০	বীজের আকার ছোট। ১০০ বীজের ওজন ১১.৫ গ্রাম।
বারি হোলা-৯	২০১১	রবি	১.৫-২.৫	১২৫-১৩০	গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সে.মি। গাছের কাণ্ড খাড়া।
বারি হোলা-১০	২০১৭	রবি	১.৮০-২.০৩	১১২-১২১	এ জাতটি বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ প্রতিরোধী। খরা ও তাপ সহনশীল।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি ছোলা-১১	২০১৮	রবি	১.২-১.৫	১০০-১০৬	মারাত্মক রোগ বিজিএম অনেকটাই সহনশীল।
<b>মসুর</b>					
বারি মসুর-৩ (ফাল্গুনী)	১৯৯৬	রবি	১.৮-১.৯	১০৫-১১৫	মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৬	২০০৬	রবি	২.০-২.৩	১১০-১১৫	মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৭	২০১১	রবি	১.৬-২.২	১১৫-১২০	মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৮	২০১৫	রবি	২.২-২.৩	১১৫-১২০	মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।
বারি মসুর-৯	২০১৮	রবি	১.১৯-১.৫২	৮৫-৯০	এ জাতটি পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল।
<b>খেসারি</b>					
বারি খেসারি-২	১৯৯৬	রবি	১.৫-২.০	১২৫-১৩০	ফুল বড় এবং গাঢ় নীল। পাপড়ির শিরা খুব স্পষ্ট।
বারি খেসারি-৩	২০১১	রবি	১.৫-১.৭	১২৫-১৩০	ওডাপ (ODAP) এর পরিমাণ ০.০৪%। ১০০ বীজের ওজন ৭.৮ গ্রাম।
বারি খেসারি-৫	২০১৮	রবি	১.৪৭-১.৭০	১২১-১২৫	জাতটি গোড়া পচা এবং ডাউনি মিলডিউ রোগ সহনশীল।
বারি খেসারি-৬	২০২০	রবি	১.৩৭-১.৮৭	১০৮-১১৮	অধিক Biomass সমৃদ্ধ লম্বা আকৃতির গাছ (৭৫-৯৮ সেমি.)। প্রতি গাছের ফলের সংখ্যা ৩৫-৪৬টি এবং ১০০০ বীজের ওজন ৬২.২-৬৮.১ গ্রাম। কালচে ধূসর রঙের বীজ এবং Oxalyldiaminopropionic acid (ODAP) এর পরিমাণ খুব কম। Downy mildew রোগ সহনশীল। আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে এবং একক ফলন, উভয় পদ্ধতিতেই চাষোপযোগী।
<b>মুগ</b>					
বারি মুগ-৩ (প্রগতি)	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিপ-১ খরিপ-২	১.২-১.৩ ১.৩-১.৪ ১.০-১.১	৬০-৬৫	বীজের রঙ বাদামি সবুজ ও মসৃণ। সারকোস্পোরা দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল এবং দিন নিরপেক্ষ।
বারি মুগ-৬	২০০৩	বিলম্ব রবি খরিপ-১ খরিপ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.১ ১.৭-১.৮	৫৫-৫৮	বীজের রঙ সবুজ ও আকারে অনেক বড়। সারকোস্পোরা দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগসহনশীল। সবগুলো ফল এক সাথে পাকে।
বারি মুগ-৭	২০১৫	বিলম্ব রবি খরিপ-১ খরিপ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.২ ১.৭-১.৮	৬০-৬২	প্রতি গাছের পড়ের সংখ্যা ২৫-৩০টি। সারকোস্পোরা ও হলুদ মোজাইক রোগসহনশীল। সব ফল প্রায় একসাথে পাকে।
বারি মুগ-৮	২০১৫	বিলম্ব রবি খরিপ-১ খরিপ-২	১.৫-১.৬ ১.৬-১.৭ ১.৫-১.৬	৬০-৬২	বীজের রঙ সোনালী ও দানার আকার ছোট। সারকোস্পোরা দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। সব ফল প্রায় এক সাথে পাকে।
<b>মাষকলাই</b>					
বারি মাষ-৩ (হেমন্ত)	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিপ-১ খরিপ-২	১.৬-১.৭ ১.৬-১.৭ ১.৮-১.৯	৭০-৭৫	ফল পাকলে কাল হয় এবং ফলের গায়ে ঘন শূং আছে। হলুদ মোজাইক ও পাতার দাগ রোগ সহনশীল। জাতটি দিন নিরপেক্ষ।
বারি মাষ-৪	২০১৭	রবি	১.২-১.৪ ১.৩-১.৪৫ ১.৩৫-১.৫	৭০-৭৩	গাছ খাট। বীজ কালচে বাদামি বর্ণের। এ জাতটি পাউডারি মিলডিউ ও হলুদ মোজাইক রোগসহনশীল।



জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
<b>ফেলন</b>					
বারি ফেলন-১ (বোস্ফামী)	১৯৯৩	রবি	১.৫-১.৬	১২৫-১৩৫	প্রতিটি পড়ে ১২ থেকে ১৬টি বীজ থাকে। বীজ ও খোসার অনুপাত প্রায় ৩:১।
বারি ফেলন-২	১৯৯৬	রবি	১.৫-১.৬	১২০-১৩০	গাছের ডগা ও পাতা সবুজ রঙের হয়ে থাকে। গাছ সাধারণত খাড়া থাকে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যধিক খাদ্য এবং পানি পেলে লতানো হয়ে যায়। বীজের উপরের আবরণ ছাই রঙের। ১০০ বীজের ওজন ১০-১২ গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।
<b>মটর</b>					
বারি মটর-১	২০১৩	রবি	১.৫-১.৮	১১০-১১৫	গাছের উচ্চতা ১০৫-১১০ সেমি। প্রতি গাছে শূটির সংখ্যা ১২-২০টি। ১০০ বীজের ওজন ৫.০-৫.৫ গ্রাম। পাউডারী মিলডিউ রোগ সহনশীল।
বারি মটর-২	২০১৫	রবি	১.০৮-১.১৪	৭৫-৮০	পাউডারী মিলডিউ রোগ সহনশীল। জাতটি আমন এবং বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে সহজেই চাষযোগ্য।
বারি মটর-৩	২০১৭	রবি	৫.৬-৬.০ (সবজি হিসেবে) ২.০১-২.২৯ (বীজ হিসেবে)	১০১-১০৫	চারি অবস্থায় গোড়া পচা রোগ সহনশীল। জাতটি আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে চাষোপযোগী এবং জমির কর্দমাক্ততা সহনশীল।
<b>অড়হর</b>					
বারি অড়হর-১	২০২৩	রবি	১.৫-১.৮	২৫০-২৬০	ফল নলাকার ও মাঝারি আকারের এবং রক্তবেগুনি বর্ণের। বীজের রং লালচে বাদামী, গাছ খাড়া ও শক্ত, গাছের উচ্চতা ২-৩ মিটার, শাখার সংখ্যা ৭-৮টি। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ এবং ফুলের রং গাঢ় হলুদ
<b>জীব প্রযুক্তি</b>					
বারি বিটি বেগুন-১ (উত্তরা)	২০১৩	সারা বছর	৫০-৫৫	১৩৫-১৪০	ফল গুচ্ছাকার ধারণ করে, বোটার রঙ বাদামী, ফলের আকৃতি Elliptical এবং রঙ গোলাপী।
বারি বিটি বেগুন-২ (কাজলা)	২০১৩	সারা বছর	৪৫-৫০	১৩০-১৪০	ফল গুচ্ছাকার ধারণ করে, বোটার রঙ বাদামী, ফলের আকৃতি সিলিন্ডারাকৃতি, এবং রঙ কালচে বেগুনী।
বারি বিটি বেগুন-৩ (নয়নতারা)	২০১৩	সারা বছর	৪৫-৫০	১৪০-১৫০	ফল এককভাবে ধরে, বোটার রঙ সবুজাভ বাদামী, ফলের আকৃতি গোল, এবং রঙ কালচে বেগুনী।
বারি বিটি বেগুন-৪ (আইএসডি ০০৬)	২০১৩	সারা বছর	৪০-৪৫	১৩০-১৪০	ফল এককভাবে ধরে, বোটার রঙ বাদামী, ফলের আকৃতি ডিম্বাকৃতি, এবং রঙ সবুজ।
<b>তৈলবীজ ফসল</b>					
<b>সরিষা</b>					
বারি সরিষা-১১	২০০১	রবি	২.০-২.৫	১০৫-১১০	জাতটি খরা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু, অরোবাংকি প্রতিরোধী, তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%।
বারি সরিষা-১৩	১৯৯৪	রবি	২.২০-২.৮০	৯০-৯৫	কিছুটা জলাবদ্ধতা সহনশীল, তেলের পরিমাণ ৪২-৪৩%।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি সরিষা-১৪	২০০৬	রবি	১.৪-১.৬	৭৫-৮০	স্বল্পমেয়াদি, আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%
বারি সরিষা-১৫	২০০৬	রবি	১.৪-১.৭	৮০-৮৫	আমন ও বোরোর মাঝখানে চাষ করা যায়, তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%
বারি সরিষা-১৬	২০০৯	রবি	২.২-২.৫	১০৫-১১০	পাতা ঝলসানো রোগ ও লবণাক্ততা সহনশীল ও আরোবংকি প্রতিরোধী, তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%।
বারি সরিষা-১৭	২০১৪	রবি	১.৭-১.৮	৮০-৮৫	স্বল্পমেয়াদি। তেল ৪৪-৪৫%।
বারি সরিষা-১৮	২০১৮	রবি	১.৮৮-২.৫৫	৭৮-৮০	ইউরুসিক এসিড কম, অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটিএসিড বেশি। তেল ৪১%।
বারি সরিষা-১৯	২০২১	রবি	১.৩৩-২.৪১	৮৬-৯৯	দেশব্যাপী চাষ উপযোগী। বীজ বাদামি রঙের। গাছ প্রতি শূটির পরিমাণ ২৬৪-৪৭৪টি। প্রতিটি শূটিতে ১৬-১৯টি করে বীজ থাকে।
বারি সরিষা-২০	২০২২	রবি	১.৬০-২.০০	৮০-৮৫	গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সেমি। গাছ খাড়া ও শক্ত থাকে, পত্র বৃহৎ। প্রতি গাছে শূটির সংখ্যা ৫০-৫৫ টি। প্রতি শূটিতে বীজের সংখ্যা ২৮-৩৪টি। ১০০০ বীজের ওজন ৩.৫-৩.৮ গ্রাম। বীজ হলুদ বর্ণের। বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৪%।
<b>তিল</b>					
বারি তিল-৩	২০০২	খরিপ	১.২-১.৪	৯০-১০০	শুটি ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, বীজের রং লালচে বাদামি। তেল ৪৩-৪৪%।
বারি তিল-৪	২০০৯	খরিপ	১.৪-১.৫	৯০-১০০	শুটি ৮ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট, কাণ্ড পচা রোগ ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%।
বারি তিল-৫	২০২১	খরিপ	১.৪০-১.৭০	৮০-৯০	গাছ শাখাবিহীন ও পাতার রঙ হালকা সবুজ। শূটিগুলো লম্বাটে ধরনের। তাই প্রতি শূটিতে বীজের সংখ্যা বেশি থাকে। কারখানার কনফেকশনারী আইটেম তৈরিতে সরাসরি ব্যবহার যোগ্য। বীজ সিংগেল কোট বিশিষ্ট যা বিদেশে রপ্তানীযোগ্য।
বারি তিল-৬	২০২১	খরিপ	১.৪-১.৬	৮০-৯০	খরিফ মৌসুমে চাষযোগ্য। গাছ ৩-৫টি শাখায়ুক্ত, প্রতিগাছে ৬০-৮০টি পড়/শুটি থাকে। শূটিগুলো মাঝারি ধরনের লম্বা। প্রতি শূটিতে বীজের সংখ্যা ৫০-৮০টি। বীজাবরণ গাঢ় কালো বর্ণের।
<b>বাদাম</b>					
বারি চিনাবাদাম-৮	২০০৬	রবি ও খরিপ	২.৩-২.৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫০ ১৩৫-১৪০	প্রতি গাছে বাদমের সংখ্যা ২০-২৫ টি, সেলিং হার ৬৫-৭০%, পাতা দাগ রোগসহনশীল। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%।
বারি চিনাবাদাম-৯	২০১০	রবি ও খরিপ	২.৩-২.৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫০ ১৩০-১৩৫	প্রতি গাছে বাদমের সংখ্যা ২২-২৫ টি, সেলিং হার ৬৫-৭০%, বীজে তেলের পরিমাণ ৪৮-৫২%।
বারি চিনাবাদাম-১০	২০১৬	রবি ও খরিপ	২.২-২.৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫৫ ১২০-১৩৫	দানার আকার বড়, তেল ৪৮-৫০%। জাতটি খরা সহনশীল
বারি চিনাবাদাম-১১	২০২১	রবি ও খরিপ	১.৯-২.১	১৩৫-১৪৫ ১০৬-১১০	সারা দেশব্যাপী চাষ উপযোগী। গাছ উচ্চতা ৭০-৯০ সেমি। গাছের কাণ্ড গোলাপী, শক্ত, পুষ্ট ও লম্বা। বীজ লম্বা ও বড় ডিম্বাকৃতির।
বারি চিনাবাদাম-১২	২০২৩	রবি ও খরিপ	২০০০- ২৮০০ কেজি/হেক্টর	১৪০-১৫৫ দিন	পাতার রং গাঢ় সবুজ, গাছের উচ্চতা ৩০-৪৫ সেমি। প্রতি গাছে ২৫-৩৫টি ফল ধরে। শেলিং হার ৭০-৭৫। বীজ ডিম্বাকৃতির, মসৃণ এবং সামান্য লম্বা। ১০০ বাদামের (খোসা ছাড়া) ওজন ৫০-৬০ গ্রাম।

জাতের নাম	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
<b>সয়াবিন</b>					
বারি সয়াবিন-৫	২০০২	রবি ও খরিপ	১.৬-২.০	৯০-১০০	শত বীজের ওজন ৯-১৪ গ্রাম, জাতটি হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগসহনশীল
বারি সয়াবিন-৬	২০০৯	রবি ও খরিপ	২.০-২.২ ১.৬-১.৮	১০০-১১০	জাতটি হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল, বীজে তেলের পরিমাণ ২০-২১%।
বারি সয়াবিন-৭	২০২০		১.৮৮-২.৪৪	১১০-১২০	জাতটি খাট ও খাড়া প্রকৃতির এবং খরা সহনশীল। দানার আকার অনেক বড় (১০০ বীজের ওজন ১২-১৬ গ্রাম)। প্রতিটি শূটিতে ২-৩ করে দানা থাকে। জাতটি পাতা শোষক পোকা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।
<b>সূর্যমুখী</b>					
বারি সূর্যমুখী-২	২০০৪	রবি ও খরিপ	২.০-২.৩ ১.৫-১.৮	৯৫-১০০ ৮৫-৯০	মাথায় বীজের সংখ্যা ৩৫০-৪৫০টি, তেলের পরিমাণ ৪২-৪৪%।
বারি সূর্যমুখী-৩	২০১৮	রবি ও খরিপ	১.৫ - ২.০	৮৪-১০৫	খাটো বামন আকৃতির। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪০%। রবি ও খরিফ মৌসুমে চাষ করা যায়।
<b>গর্জন তিল</b>					
শোভা	১৯৮৮	রবি	১.০৫-১.১৫	১০৫-১১০	অনুর্বর মাটিতে, নদীর চরে বেলে মাটিতে আবাদ সম্ভব। তেলের পরিমাণ ৩৮-৪২%
<b>তিসি</b>					
নীলা	১৯৮৮	রবি	০.৯৫-১.১	১০০-১১৫	জাতটি খরাসহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪২%
বারি তিসি-২	২০২০	রবি	১.১৫-১.৫৫	৯৪-১২৫	কাণ্ড মোটা ও শক্ত তাই হেলে পড়ে না। বীজ ডিম্বাকৃতির, মসৃণ এবং চ্যাপ্টা, বীজের রঙ সাদাটে যা প্রচলিত জাত নীলা থেকে সহজেই আলাদা করা যায়।
<b>কুসুম</b>					
সেফ-১	১৯৯১	রবি	১.১০-১.২০	১০০-১২০	খরাসহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ প্রায় ৩৭-৩৮%
<b>অন্যান্য ফসল</b>					
<b>সৈবাল</b>					
বারি সীউইড-১	২০২১		৬০ (টন/হে.)	১৮০	অক্টোবর-মার্চ উপযুক্ত সময়। সামুদ্রিক পানিতে ২৫-৩৩০ সে. তাপমাত্রায় জন্মায়। গাঢ় লাল থেকে বাদামি বর্ণের। প্রত্যেক উত্তোলনের সময় ২৪দিন।
বারি সীউইড-২	২০২১		১২-১৫ (টন/হে.)	২৫-৩০	নভেম্বর-এপ্রিল উপযুক্ত সময়। উজ্জল থেকে গাঢ় সবুজ বর্ণের দুইস্তর বিশিষ্ট। প্রথম উত্তোলনের সময় বপনের ২৫-৩০ দিন পর।
<b>কফি</b>					
বারি কফি-১	২০২৩	নভেম্বর- ডিসেম্বর মাসে ফল সংগ্রহ করা হয়	৭.৯৪ কেজি/ গাছ প্রতি	বহু বর্ষজীবী	ফল গোলাকার এবং পরিপক্ব ফল লাল বর্ণের। ফলের গড় দৈর্ঘ্য ১.৩১ সেমি. প্রস্থ ১.১৯ সেমি.। বীজ/বিন গোলাকৃতির সবুজাভ বাদামি রং ধারণ করে। হাজার দানার ওজন ১১.৮০ গ্রাম, খরাসহিষ্ণু ও আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে চাষ উপযোগী। চারা রোপনের ২ বছর থেকে ফল পাওয়া যায়

বারি ফার্ম মেশিনারি বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত মাঠে ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তি

প্রযুক্তির নাম	অবমুক্তি সাল	কার্যক্ষমতা	ব্যবহারযোগ্য শস্য	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি শুকনা জমি নিড়ানি যন্ত্র	১৯৯০	০.০২ হেক্টর/ঘণ্টা	শুকনা জমিতে সারিতে বোনা ফসল	এই যন্ত্রটি চালনার জন্য কোনো কারিগরী জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে সময় ও খরচ অনেক কম লাগে।
বারি শক্তিচালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র	১৯৯২	১.৫-৩.০ টন/ঘণ্টা	ভুট্টা	এই যন্ত্রটি পরিচালনা করা খুবই সহজ। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় মাড়াই খরচ খুবই কম। স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি।
বারি শক্তিচালিত শস্য মাড়াই যন্ত্র	২০০০	১০০০ কেজি/ঘণ্টা (ধান) ৪০০ কেজি/ঘণ্টা (গম)	ধান, গম, ভুট্টা, ডাল ও তেলজাতীয় শস্য	এই যন্ত্র দিয়ে অতি সহজে ধান, গম ও ডালজাতীয় শস্য মাড়াই করা যায়। এটি উচ্চমাত্রার শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ী। মাড়াই দক্ষতা পা-চালিত মাড়াইযন্ত্রের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ বেশি।
বারি বেড প্লান্টার	২০০২	০.১১ হেক্টর/ঘণ্টা	গম, ভুট্টা, আলু, মুগ, তিল বিভিন্ন প্রকার সবজি	এটি পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্র। এক সাথে বেড তৈরি, বীজ বপন করা যায়। সেচের পানি কম লাগে প্রায় ৩০-৩৫%, খরচ ও সময় ২৫% কম লাগে।
বারি বীজ বপন যন্ত্র	২০০৩	০.১৫ হেক্টর/ঘণ্টা	গম, ভুট্টা, পাট, ধান, তেলবীজ ও ডাল শস্য	এটি পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্র। একসাথে জমি তৈরি, বীজ বপন, সার ও মই দেয়া যায়। প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ২৫-৪০% খরচ সাশ্রয় হয়।
বারি স্ব-চালিত রিপার	২০০৫	০.১৮-০.২৪ হেক্টর/ঘণ্টা	ধান ও গম	এটি একটি শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ী যন্ত্র। এই যন্ত্রটি ২০ জন লোকের সমপরিমাণ ধান ও গম একাই কাটতে পারে। দ্রুত ফসল কেটে দুর্যোগের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।
বারি ফল শোধন যন্ত্র	২০০৬	১০০০ কেজি/ ঘণ্টা (আম) ৫০০ কেজি/ ঘণ্টা (কলা)	আম ও কলা	এটি পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্র। এক সাথে বেড তৈরি, আলু রোপণ করা যায়। খরচ ৭০% ও শ্রমিক ৯০% সাশ্রয়ী।
বারি আলু রোপণ যন্ত্র	২০০৯	০.১২ হেক্টর/ঘণ্টা	আলু	এই যন্ত্র দিয়ে ৬-৭ সেমি. কাদা মাটির নিচে গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ করা যায়। সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় ও অপচয় হ্রাস করা যায়। ফলন ১০-২০% বৃদ্ধি পায়।
বারি গুটি ইউরিয়া প্রয়োগ যন্ত্র	২০০৯	০.১০ হেক্টর/ঘণ্টা	রোপা ধান	স্থায়ীভাবে প্রাপ্ত লৌহসামগ্রী দিয়ে তৈরি করা যায়। মাত্র ০.৫ অশ্বশক্তির বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে চালানো যায়। অল্প সময় ও অল্প খরচে কেঁচো সার তৈরি করা যায়। ট্রাইকোকম্পোস্ট সহজে চালা যায়।
বারি কম্পোস্ট সেপারেটর	২০০৯	১০০০ কেজি/ঘণ্টা	ভার্মিকম্পোস্ট	স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি। স্বল্প সময় ও কম খরচে আলুকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগ করা আলু সরাসরি অবস্থায় জমা হয়।
বারি আলু গ্রোডিং যন্ত্র	২০১০	১.০ টন/ঘণ্টা	ট্রাইকোকম্পোস্ট	এটি পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্র। খুব সহজে ও কম খরচে আলু উত্তোলন করা যায়। ক্ষতির পরিমাণ ২% এর নিচে।
বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র	২০১৩	০.১০ হেক্টর/ঘণ্টা	আলু	এটি পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্র। এক সাথে বেড তৈরি, আলু রোপণ করা যায়। খরচ ৭০% ও শ্রমিক ৯০% সাশ্রয়ী।

প্রযুক্তির নাম	অবমুক্তি সাল	কার্যক্ষমতা	ব্যবহারযোগ্য শস্য	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি মোবাইল মেইজ সেলার	২০১৫	২.০ টন/ঘণ্টা	ভুট্টা	স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি। পাওয়ার টিলারের সামনে সংযুক্ত অবস্থায় ভুট্টা মাড়াই হয়। যা পরিবহনে সহজ হয়। ভাড়াভিত্তিক ব্যবহার করে অধিক মুনাফা করা যায়।
বারি সবজি ধৌতকরণ যন্ত্র	২০১৭	প্রতি ঘণ্টায় ১০০০ কেজি গাজর ধৌত করা যায়	গাজর, মুলা	সবজির গায়ে লেগে থাকা ময়লা দূর করা যায়। এ পদ্ধতিতে সময় ও শ্রম সাশ্রয় হয়। দুই অক্ষশক্তির বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে চালানো যায়।
বারি কাঁচা কাঁঠাল ছিলানোর যন্ত্র	২০২০	প্রতি ঘণ্টায় ৩০-৩৫টি	কাঁচা কাঁঠাল, মিষ্টিকুমড়া, কাঁচা পেঁপে	যন্ত্রটি দিয়ে সহজেই কাঁচা কাঁঠালের ছাল ছিলানো যায়। মাত্র ০.৫ অক্ষশক্তির বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে চালানো যায়। যন্ত্র ব্যবহারে শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হবে।
বারি সূর্যমুখী মাড়াই যন্ত্র	২০২১	১০০০ কেজি/ঘণ্টা	সূর্যমুখী	যন্ত্রটি দিয়ে সহজেই সূর্যমুখীর মোচা থেকে দানা ছড়ানো যায়। মাত্র ০.৪ অক্ষশক্তির ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে চালানো যায়। যন্ত্র ব্যবহারে শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হবে।
বারি মিনি টিলার কাম উইডার	২০২২	০.০৬ হেক্টর/ঘণ্টা	উদ্যান ফসল	যন্ত্রটি দিয়ে সহজেই ফল বাগানে চাষ ও আগাছা দমন করা যায়। মাত্র ০.৪ অক্ষশক্তির ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে চালানো যায়। যন্ত্র ব্যবহারে শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হবে।
বারি সোলার টানেল ড্রায়ার	২০২৩	১৫-২০ কেজি বীজ শুকানো যায়	ফল, সবজি এ বীজ শুকানোর কাজে ব্যবহার করা যায়	ফল, সবজি ও বীজ শুকানোর কাজে ব্যবহার করা যায়। ড্রায়িং চেম্বারে রৌদ্রজ্বল দিনে স্বাভাবিক বায়ুর তাপমাত্রার চেয়ে ১০-১২০ সেলসিয়াস বেশি তাপমাত্রা উৎপন্ন হয়। মেঘলা আকাশ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনে বৈদ্যুতিক হিটারের (২ কিলোওয়াট) সাহায্যে ড্রায়িং চালিয়ে নেয়া যায়।
বারি পাটের আঁশ ছাড়ানো যন্ত্র	২০২৩	৮-১০ শতাংশ/ঘণ্টা	পাটের আঁশ	এই যন্ত্রটি দিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে পাটের গাছ থেকে কাঁচা আঁশ এবং পাট কাঠি আলাদা করতে সক্ষম। এই যন্ত্রটি সেমি. অটোমেটিক মেশিন। যন্ত্রটি পরিবেশবান্ধব এবং গুণগত মানসম্পন্ন আঁশ উৎপাদন করতে সক্ষম।

তথ্য সূত্র : বারি-২০২৩

বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট

নশিপুর, দিনাজপুর

বিস্তারিত জানতে : [www.bwmri.gov.bd](http://www.bwmri.gov.bd)

ফসল/জাত	অবমুক্তি সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টর প্রতি ফলন (মে. টন)	জীবনকাল (দিন)	সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য
বারি গম ৩৩	২০১৭	রবি	৪.০-৫.০	১১০-১১৫	জাতটি গমের ব্লাস্ট রোগ ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতা বলসানো রোগ সহনশীল, এবং তাপসহিষ্ণু। গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী হওয়ায় জাতটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্লাস্টপ্রবণ এলাকায় আবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। জাতটি জিংক সমৃদ্ধ (দানায় জিংক-এর পরিমাণ ৫০-৫৫ পিপিএম)।
বিডব্লিউএমআরআই গম ১	২০১৯	রবি	৪.০-৫.০	৯৫-১০৫	জাতটি তাপসহিষ্ণু, খাটো (৯০-১০০ সেমি.) ও স্বল্পমেয়াদি (৯৫-১০০ দিন)। পাতার মরিচা রোগ ও পাতা বলসানো রোগসহনশীল। জাতটি স্বল্পমেয়াদি হওয়ায় দেরিতেও বপন করা যায়।
বিডব্লিউএমআরআই গম ২	২০২০	রবি	৪.৫-৫.৫	১০৬-১১২	জাতটি তাপসহিষ্ণু। পাতার মরিচা রোগ, পাতা বলসানো রোগ ও গমের ব্লাস্ট রোগসহনশীল হওয়ায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্লাস্টপ্রবণ এলাকায় আবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।
বিডব্লিউএমআরআই গম ৩	২০২০	রবি	৪.০-৫.৫	১০৮-১১৪	জাতটি গমের ব্লাস্ট রোগ ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং পাতা বলসানো রোগসহনশীল, এবং তাপসহিষ্ণু। গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী হওয়ায় জাতটি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ব্লাস্টপ্রবণ এলাকায় আবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। জাতটি জিংক সমৃদ্ধ (দানায় জিংক-এর পরিমাণ ৪০-৪৪ পিপিএম)।
বিডব্লিউএমআরআই গম ৪	২০২২	রবি	৪.০-৫.৫	১০২-১০৭	জাতটি আগাম, তাপসহিষ্ণু ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু (১০ ডিএস/মি. মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে)। গাছ খাটো (৯০-১০০ সেন্টিমিটার) এবং জাতটি স্বল্পমেয়াদি (১০২-১০৭ দিন)। জাতটি গমের পাতা বলসানো ও মরিচা রোগ প্রতিরোধী।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৬	২০১৮	রবি	১১.৫৭	১৩৫	জাতটি উচ্চফলনশীল, আগাম, মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন (১৮৬ সেমি.) এবং মোচা গাছের নিচুতে (৮৪ সেমি.) ধরে।
বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৭	২০১৯	রবি/খরিপ	১২.৪৪ (রবি) ৯.৯১ (খরিপ)	১৪৫ (রবি) ১১২ (খরিপ)	জাতটি খরিপ মৌসুমে ফুল আসার পর্যায়ে তাপসহনশীল এবং অধিক ফলনশীল। মোচা শক্তভাবে খোসা দ্বারা আবৃত থাকে বিধায় খরিপ মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

বিডব্লিউএমআরআই হাইব্রিড বেবি কর্ন-১	২০২০	রবি/খরিপ	২.৩০-২.৬৫ (কচি মোচা) ৪১.৩-৪৪.০ (সবুজ গোখাদ্য)	৯৭-১০৪ (রবি) ৫৫-৬৫ (খরিপ)	গাছ প্রতি ৩-৪টি করে কচি মোচা পাওয়া যায়, যাদের মোট ওজন প্রায় ৩৫ গ্রাম। রবি মৌসুমে প্রথম মোচা গড়ে ৯৭ দিনে এবং বাকি মোচাগুলো পরবর্তী মাত্র ৭ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যায়। খরিপ মৌসুমে এ সময় ৫৫-৬৫ দিনে নেমে আসে। গাছ মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন হওয়ায় দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো আবহাওয়ায় সহজে হেলে বা ভেঙে পড়ে না। কর্নে TSS এর পরিমাণ ১২.২ ব্রিক্স যেখানে অন্যান্য বাণিজ্যিক জাতে তা ১০.০ ব্রিক্স।
বিডব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা-১	২০২০	রবি	১১.০-১৩.০	১৪৫-১৫০	জাতটি প্রচলিত হাইব্রিড ভুট্টার চেয়ে অনেক খাটো প্রকৃতির (১৬৫-১৮০ সেমি.) এবং মোচা গাছের বেশ নিচের দিকে (৬৫-৭৫ সেমি.) অবস্থিত। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝড়-বাতাসে গাছ সহজে হেলে ও ভেঙে পড়ে না।
বিডব্লিউএমআরআই হাইব্রিড ভুট্টা-২	২০২২	রবি	১২.০-১৪.০	১৪৬-১৫৬	জাতটির গাছের উচ্চতা ২২০-২৪০ সেমি. ও মোচার উচ্চতা ১০০-১৩০ সেমি.। জাতটি উচ্চফলনশীল। জাতটির দানা হালুদ বর্ণের এবং ডেন্ট প্রকৃতির। দানাগুলো পুষ্ট ও বড় আকৃতির (হাজার দানার ওজন ৪০০-৪৬০ গ্রাম)। রবি মৌসুমে হেক্টরে ১৪ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যায়।
গমের ব্লাস্ট রোগের সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (প্রযুক্তি)	২০১৯				ব্লাস্ট মুক্ত গমক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। রোগ সহনশীল/প্রতিরোধী জাত যেমন: বারি গম ৩৩, বিডব্লিউএমআরআই গম ২, বিডব্লিউএমআরআই গম ৩ ইত্যাদি চাষ করতে হবে। উপযুক্ত সময়ে (অগ্রহায়ণের ১-১৫) বীজ বপন ও বপনের পূর্বে উপযুক্ত ছত্রাকনাশক (কার্বিন্ডিন ৩৭.৫%+থিরাম ৩৭.৫%) ৩ গ্রাম/কেজি হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে কার্যকর ছত্রাকনাশক (টেবুকোনাজল ৫০%+ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রোবিন ২৫%, ৬ গ্রাম হারে অথবা এজক্সিস্ট্রোবিন ২০%+ডাইফেনোকোনাজল ১২.৫%, ১০ মি.লি. হারে) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং এর ১২-১৫ দিন পর আরেকবার স্প্রে করতে হবে। নন-হোস্ট (ভুট্টা, ডাল, পাট ইত্যাদি) ফসলের সাথে শস্য পর্যায়/বিন্যাস অনুসরণ করতে হবে।
ভুট্টার 'ফিউজারিয়াম স্টক রট' রোগের দমন ব্যবস্থাপনা (প্রযুক্তি)	২০২২				রোগ প্রতিরোধী জাত না থাকায় শক্ত কাণ্ডবিশিষ্ট এবং পাতার রোগ প্রতিরোধী হাইব্রিড জাত নির্বাচন করতে হবে। উপযুক্ত ছত্রাকনাশক (কার্বিন্ডিন+থিরাম) দ্বারা শোধনকৃত বীজ ব্যবহার করতে হবে। জলাবদ্ধতা এড়াতে জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখতে হবে। গাছের উপযুক্ত ঘনত্ব (সারি থেকে সারি ৬০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছ ২৫ সেমি.) বজায় রাখতে হবে। সুস্বাদু মাত্রায় সার প্রয়োগ বিশেষ করে নাইট্রোজেন এবং পটাশ সার এর সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে হবে। অম্লীয় মাটিতে ফসল লাগানোর ১ সপ্তাহ আগে অনুমোদিত মাত্রায় ও পদ্ধতিতে ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। রবি মৌসুমের শুরুতে (আট পাতা অবস্থায় ও গাছে ফুল আসার সময়) এবং দানা গঠন পর্যায়ে সঠিক সময়ে পরিমিত সেচ দিতে হবে। সেচের অথবা আকস্মিক বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি জমে থাকলে বের করে দিতে হবে। একই জমিতে পরপর দুইবার ভুট্টার আবাদ না কওে ধান/গম/তরমুজ/বাদাম/শাকসবজি প্রভৃতি দ্বারা শস্যপর্যায় (Crop Rotation) অনুসরণ করতে হবে। মোচা পরিপক্ব হওয়ার পূর্বে গাছের সবুজ পাতা ও শিকড় যাতে কাটা না যায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আক্রান্ত জমির ফসল সংগ্রহ করার পর গাছের অবশিষ্টাংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: অটোস্টিন ৫০ ডব্লিউডিজি ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে গোড়ার মাটিসহ এক ফুট উপর পর্যন্ত প্রথমবার গাছের ৮ পাতা অবস্থায় (হাঁটু সমান উচ্চতা) এবং দ্বিতীয়বার সিল্ক বের হওয়ার পর (মোচায় ফুল আসার পর) স্প্রে করতে হবে। প্রপিকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা টেবুকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ফলিকুর ২৫০ ইসি অথবা এজক্সিস্ট্রোবিন+ডাইফেনোকোনাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: এমিস্টার টপ ৩২৫ এসসি ১ মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন অন্তর ২ বার পাতায় স্প্রে করতে হবে।

<p>ভুট্টা ফসলে ফল আর্মিওয়ার্ম দমন ব্যবস্থাপনা (প্রযুক্তি)</p>	<p>২০২২</p>	<p>ফল আর্মিওয়ার্ম ভুট্টার অত্যন্ত ক্ষতিকর পোকা যা গাছের কচি পাতা ও কচি মোচার ভেতরের ভুট্টার দানা খেয়ে ২৫-৩০% ফলন হ্রাস করতে পারে। এ পোকা দমনের জন্য প্রথমে সায়াট্রানিপ্রিল গ্রুপের কীটনাশক (যেমন: ফরটেনজা) দিয়ে (২.৫ মিলি/কেজি বীজ হিসেবে) বীজ শোধন করে ভুট্টা বীজ বপন করতে হবে। ৩০ দিন পর যদি এ পোকাকার আক্রমণ শতকরা ২০টি গাছের অধিক হয় তবে এসএফএনপিডি নামক জৈব বালাইনাশক (০.৩৩ মিলি/১লি পানি হিসেবে) দিনের শেষভাগে রবি মৌসুমে ৭-১০দিন পর পর ২-৩ বার এবং খরিপ মৌসুমে ৪-৫ দিন পর পর ৩-৪ বার প্রয়োগ করতে হবে। আক্রমণের মাত্রা অধিক হলে ক্লোরানট্রানিলিপ্রল/স্পিনোসাড/বেল্ট/এবামেকটিন বেনজোয়েট ইত্যাদি গ্রুপের কীটনাশক বোতলের গায়ে লেবেল অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে।</p>
<p>হালকা বুনটের মাটিতে পরিবর্তিত (Alternate) বা হাইব্রিড চাষ পদ্ধতিতে 'গম-মুগডাল-আমন ধান' ফসল-ধারায় ফসল উৎপাদন (প্রযুক্তি)</p>	<p>২০২০</p>	<p>হালকা বুনটের মাটিতে শূন্য চাষে গম ও মুগডাল আবাদ করার পর প্রচলিত চাষে (জমি চাষ ও কাঁদা করে চারা রোপন) আমন ধান উৎপাদন করলে ফসল-ধারার মোট উৎপাদন এবং জলবায়ুর আলোকে উপকার বেশি হয়। গমের ফলন প্রচলিত চাষের চেয়ে শূন্য চাষে বেশি হয়। মুগডালের ফলন শূন্য চাষে সমান বা কিছুটা কম হলেও জৈব পদার্থের উৎপাদন বেশি হয়, যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। শূন্য চাষের ক্ষেত্রে জমিতে বপন-পূর্ব সেচ দিয়ে ২-৩ দিন পর 'গ্লাইফোস্যাট' আগাছানাশক প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে 'জো' আসলে পাওয়ার টিলার চালিত 'জিরো-টিল' যন্ত্রের মাধ্যমে বীজ বপন করতে হবে। উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের হালকা বুনটের মাটিতে যেখানে ঘন ঘন সেচ দিয়ে বোরো ধান চাষ খুব একটা লাভজনক নয়, সেখানে এই ফসল-ধারা বেশ লাভজনক।</p>
<p>'গম-ভুট্টা-আমন ধান' ফসল-ধারায় সংরক্ষণশীল চাষ পদ্ধতিতে ফসলের উৎপাদনশীলতা ও উর্বরতা বৃদ্ধি (প্রযুক্তি)</p>	<p>২০২১</p>	<p>বেড পদ্ধতি একটি প্রকৃত সংরক্ষণশীল কৃষি পদ্ধতি (Conservation Agriculture) যার মাধ্যমে সরাসরি জমি তৈরি, বীজ বপন, মই দেয়া ও বেড তৈরির কাজ এক চাষে করা যায়। বেড পদ্ধতিতে ফসলের বীজ ও সার নির্দিষ্ট গভীরতায় পড়ে, ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দুই লাইনের মধ্যবর্তী অংশে জমির চাষ কম হওয়ার কারণে নাড়া বা খড় স্বাভাবিকভাবে থাকে। বেড পদ্ধতিতে সেচের পানি ও ফসলে উৎপাদন খরচ সাশ্রয় করে বীজ বপন করা যায় বলে বরেন্দ্র অঞ্চলের কৃষকের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। একই বেড না ভেঙে পরপর বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয় বলে চাষের খরচ কম। বেডের সাথে নালা থাকায় আগাছা দমন সহজ হয় ও সেচের পানি কম লাগে। বেডপ্লান্টিং চাষাবাদের মাধ্যমে পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ (৩০%) (১.৫ টন/হেক্টর) পরবর্তী ফসলের ব্যবহার করা যায়। প্রতিটি বেডের দূরত্ব ৬০ সেমি. (নালা হতে নালা) এবং গভীরতা ১৫ সেমি.। এ পদ্ধতিতে গমের ক্ষেত্রে বপন দূরত্ব: ২৫-৩০ সেমি. (সারি হতে সারি), প্রতি বেডে ২ সারি, জাত: বারি গম ৩৩, বপন: ১৫-৩০ নভেম্বর; ভুট্টার ক্ষেত্রে বপন দূরত্ব: ৬০ সেমি. x ২০ সেমি., প্রতি বেডে ১ সারি, জাত: এন কে ৪০, বপন: মার্চের শেষ; ধানের ক্ষেত্রে রোপণ দূরত্ব: ২৫ সেমি. x ১৫ সেমি., প্রতি বেডে ২ সারি, জাত: ব্রি ধান ৭১, রোপণ: জুলাইয়ের শেষ।</p>



বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

পাট, কেনাফ ও মেস্তার উদ্ভাবিত জাতগুলোর পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

ফসল/জাত	অবমুক্ত সন	উৎপাদনের মৌসুম	বপন সময়	ফলন (টন/হে.)	জীবনকাল (দিন)	বৈশিষ্ট্য
<b>ক) বিজেআরআই উদ্ভাবিত দেশি পাট (Corchorus capsularis L)</b>						
১) ডি-১৫৪-২	১৯৬১	খরিফ-১	১৫ চৈত্র- ৩০ চৈত্র	২.২৫-২.৫০	১২০-১৩০	গাছের কাণ্ড ও পাতা ঘন সবুজ, পাতা ডিম্বাকৃতির এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত ২ঃ১। কাণ্ডের গোড়া অপেক্ষাকৃত মোটা। অধিকতর অভিযোজন ক্ষমতাসম্পন্ন।
২) সিভিএল-১	১৯৭৭	খরিফ-১	১৫ চৈত্র - ১৫ বৈশাখ	২.৫০-৩.০০	১২০-১৩০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ এবং পাতা বর্ষাফলাকৃতির হয়। জাতটি উচ্চফলনশীল, সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত। ক্লোরোসিস রোগ তুলনামূলকভাবে কম হয়।
৩) সিভিই-৩	১৯৭৭	খরিফ-১	১৫ চৈত্র - ৩০ চৈত্র	১.৯৭	১০৫-১১০	কাণ্ড সম্পূর্ণ সবুজ কিন্তু পাতার বোটার উপরি ভাগ উজ্জ্বল তামাটে রঙ দেখা যায়। পাতা হালকা সবুজ, সিভিএল-১ এর চেয়ে চিকন, ছোট ও বর্ষাফলাকৃতি।
৪) সিসি-৪৫	১৯৭৯	খরিফ-১	১ ফাল্গুন - ১৫ বৈশাখ	২.৫০-২.৭৫	১৩৫-১৮০	আগাম বপনোপযোগী, মধ্য ফেব্রুয়ারিতে বপন করলেও ফুল আসে না। কাণ্ড সবুজ, পাতা চওড়া উজ্জ্বল সবুজ ও ডিম্বাকৃতির লম্বাটে, বোটার উপরিভাগে হালকা তামাটে রঙ।
৫) বিজেআরআই দেশি পাট ৫ (বিজেসি-৭৩৭০)	১৯৯৫	খরিফ-১	১ চৈত্র - ১ বৈশাখ	২.৪০-২.৬০	১০৫-১১৫	আগাম বপনোপযোগী এবং দ্রুত বর্ধনশীল। গাছ সবুজ পাতার বোটার উপরিভাগ অনুজ্জ্বল তামাটে লাল, পাতা ডিম্বাকৃতির লম্বাটে।
৬) বিজেআরআই দেশি পাট ৬ (বিজেসি-৮৩)	১৯৯৫	খরিফ-১	১৫ চৈত্র - ১৫ বৈশাখ	২.২০-২.৪০	৯৫-১০০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ। আগাম পরিপকু, পাতা সিভিএল-১ জাতের চেয়ে চিকন ও পাতার ফলকের কিনারা চেউ খোলানো। বপনের ৯০-৯৫ দিনে ফুল আসে।
৭) বিজেআরআই দেশি পাট ৭ (বিজেসি-২১৪২)	২০০৮	খরিফ-১	১ চৈত্র - ১ বৈশাখ	২.৫০-২.৭৫	১০০-১১০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ। পাতার আকৃতি বগ্নম আকৃতি, বীজের রঙ নীল, অন্যান্য দেশি জাতের চেয়ে ভিন্ন। আঁশ উজ্জ্বল সাদা বর্ণের, ফলে ব্লিচিং খরচ কম।
৮) বিজেআরআই দেশি পাট ৮ (বিজেসি-২১৯৭)	২০১৩	খরিফ-১	১৫ চৈত্র - ১৫ বৈশাখ	৩.০০	১১০-১১৫	দ্রুত বর্ধনশীল, মধ্যম মাত্রা লবণাক্ততাসহিষ্ণু (৮ ডিএস/মি) ও মোজাইক রোগ প্রতিরোধী। কাণ্ড হালকা লাল, পাতা লম্বা ও বগ্নম আকৃতির।
৯) বিজেআরআই দেশি পাট ৯ (বিজেসি-৫০০৩)	২০১৭	খরিফ-১	১৫ চৈত্র - ১ বৈশাখ	২.৬০-৩.০০	১০০-১১০	গাছ সবুজ। স্বল্পমেয়াদি জাত, পাতার বোটার উপরিভাগ হালকা লাল রঙ, পাতা বগ্নাকৃতির, জাতটির আঁশ তুলনামূলকভাবে সাদা ও কম কাটিংস যুক্ত।
১০) বিজেআরআই দেশি পাটশাক ১ (বিজেসি-৩৯০)	২০১৪	খরিফ-১ ও খরিফ- ২	১৫ ফাল্গুন - ১৫ ভাদ্র	শাক : ৩.০০- ৩.৫০	পাতা : ৩৫-৪৫ ফুল : ৪৫-৬০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, বোপালো ও খর্বািকৃতির, কাণ্ড হালকা সবুজ ও শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট। পাতা সুস্বাদু। দেশি পাটের জাত হওয়া সত্ত্বেও পাতা তিতা নয়।
১১) বিজেআরআই দেশি পাটশাক ২	২০২০	সারা বছর	১৫ ফাল্গুন - ১৫ কার্তিক	শাক : ৩.০০- ৩.৫০	পাতা : ৩৫-৪৫ ফুল : ৪৫-৫০	স্বল্পমেয়াদি জাত, গাছ সম্পূর্ণ লাল, পাতা গাঢ় সবুজ রং-এর। গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে হলে তখন থেকেই শাক সংগ্রহ করা যায়। পাতা সুস্বাদু।

১২) বিজেআরআই দেশি পাটশাক ৩	২০২০	সারা বছর	১৫ ফাল্গুন - ১৫ কার্তিক	শাক : ৩.০০- ৪.০০	পাতা : ৩৫-৪৫ ফুল : ৩০-৩৫	স্বল্পমেয়াদি জাত, গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা গাঢ় সবুজ রং-এর। গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে হলে তখন থেকেই শাক সংগ্রহ করা যায়।
১৩) বিজেআরআই দেশি পাট ১০	২০২১	খরিপ-১	১ চৈত্র- ১ বৈশাখ	৩.০০	১০০-১১০	কাণ্ড সবুজ, পাতা ডিম্বাকৃতির লম্বাটে এবং পাতার বোঁটা সবুজ রংয়ের। স্বল্পমেয়াদি এবং মধ্যম মাত্রার লবণাক্তসহিষ্ণু (১২ ডিএস/মি.) জাত। হলুদ মাকড়ের আক্রমণসহিষ্ণু।
<b>খ) বিজেআরআই উদ্ভাবিত তোষাপাট (Corchorus olitorius L.)</b>						
১) ও-৪	১৯৬৭	খরিপ-১	১ বৈশাখ- ৩০ বৈশাখ	২.৩০-২.৫০	১২০-১৩৫	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা চিকন, উপরিভাগ মসৃণ, হাল্কা সবুজ। উঁচু জমিতে বপনযোগ্য, বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, উচ্চফলনশীল জাত।
২) ও-৯৮৯৭	১৯৮৭	খরিপ-১	১ চৈত্র - ১৫ বৈশাখ	২.৭০-৩.০০	১৪০-১৫৫	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, আগাম বপনযোগ্য, পাতা লম্বা, চওড়া বর্শাফলাকৃতির, উচ্চফলনশীল জাত।
৩) ওএম-১	১৯৯৫	খরিপ-১	২৫ ফাল্গুন- ৩০ বৈশাখ	২.৫০-২.৮০	১৪০-১৬০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, আলোক সংবেদনশীলতা কম, আগাম বপনযোগ্য, আঁশ উন্নতমানের, পাতার আকার তুলনামূলকভাবে বেশ বড় এবং ডিম্বাকৃতির, পাতার উপরিপৃষ্ঠ উজ্জ্বল চকচকে।
৪) বিজেআরআই তোষাপাট ৪ (ও-৭২)	২০০২	খরিপ-১	১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	২.৬০-৩.০০	১৪০-১৫৫	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, দ্রুতবর্ধনশীল, পাতা ডিম্বাকৃতি ও হাল্কা সবুজ, বীজের রঙ নীলাভ সবুজ, আগাম বপনযোগ্য। এ জাতটি ও-৯৮৯৭ জাতের চেয়ে এক সপ্তাহ আগে বপন করা যায়।
৫) বিজেআরআই তোষাপাট ৫ (ও-৭৯৫) (লাল তোষা)	২০০৮	খরিপ-১	১৫ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ	২.৭০-৩.২০	১৪০-১৫৫	গাছ লম্বা, মসৃণ, দ্রুতবর্ধনশীল, কাণ্ড লাল বা লালচে। পাতার বোঁটার উপর অংশ তামাটে লাল, উপপত্র স্পষ্ট লাল, পাতা লম্বা ও চওড়া, বীজের রঙ নীল, আঁশের রঙ উজ্জ্বল সোনালি।
৬) বিজেআরআই তোষাপাট ৬ (ও-৩৮২০)	২০১৩	খরিপ-১	১৬ চৈত্র- ১ জ্যৈষ্ঠ	৩.৫০	১৩৫-১৪৫	এ জাতটি আলোক সংবেদনশীল, গাছ সম্পূর্ণ সবুজ, পাতা লম্বা ও বহুমাকৃতি। বীজের রং নীলাভ সবুজ, নাবিতে বপনযোগ্য, দ্রুতবর্ধনশীল, আগাম পরিপক্ব উচ্চফলনশীল।
৭) বিজেআরআই তোষাপাট ৭ (এম জি - ১)	২০১৭	খরিপ- ১	১ চৈত্র- ১ বৈশাখ	২.৭০- ৩.৩০	১৪০-১৫৫	পাতা সবুজ ডিম্বাকৃতির লম্বাটে ও উপরিভাগ চকচকে। বীজের রং নীলাভ সমুজ যা ওএম-১ জাত থেকে ভিন্ন রঙের। দ্রুতবর্ধনশীল ও আগাম কর্তনযোগ্য।
৮। বিজেআরআই তোষাপাট ৮ (রবি-১)	২০১৯	খরিপ-১	১৫ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ	৩.৩০-৩.৭০	১০০-১১০	দ্রুতবর্ধনশীল, আলোক প্রাপ্তি সাপেক্ষে কাণ্ড তামাটে থেকে গাঢ় লাল বর্ণের হয়। আগাম কর্তনযোগ্য, ছালে ফাইবার বাণ্ডেলের ঘনত্ব বেশি, উচ্চফলনশীল, আঁশ অধিকতর উজ্জ্বল ও শক্ত।
৯। বিজেআরআই তোষাপাট-৯ (সবুজ সোনা)	২০২৩	খরিপ-১	১ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ	৩.০০-৩.৫০	১০০-১১০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ এবং চিকন পাতা বিশিষ্ট, স্বল্প জীবনকাল বিশিষ্ট আগাম চাষ উপযোগী। পরিণত বয়সে গাছ ঢলে পড়ে না। হলুদ মাকড় প্রতিরোধী ও গোড়া পচা রোগ কম হয়।

গ) বিজেআরআই উদ্ভাবিত কেনাফ ( <i>Hibiscus cannabinus</i> L.)						
১) এইচসি-২	১৯৭৭	খরিপ-১	১ চৈত্র-১৫ বৈশাখ	২.৫০-২.৭০	১৫০-১৬৫	পাতা সবুজ। উঁচু নিচু সব জমিতেই বপন উপযোগী, দ্রুতবর্ধনশীল ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু। আঁশ উজ্জ্বল। অধিক বায়োমাস সম্পন্ন এবং কাগজের মণ্ড তৈরির উপযোগী। উচ্চফলনশীল।
২) এইচসি-৯৫	১৯৯৫	খরিপ-১	১ চৈত্র- ১৫ বৈশাখ	২.৮০-৩.৩০	১৫০-১৭০	অধিক বায়োমাস সম্পন্ন। আঁশ উজ্জ্বল। উঁচু, নিচু ও মাঝারি সব জমিতেই বপনোপযোগী। জলাবদ্ধতা সহনশীল। পাতা ও কাণ্ড সম্পূর্ণ সবুজ। পাতাখণ্ডিত ও করতলাকৃতি।
৩) বিজেআরআই কেনাফ ৩ (বট কেনাফ)	২০১০	খরিপ-১	১ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	২.৬০-৩.০০	১৫০-১৭০	দ্রুতবর্ধনশীল, দীর্ঘ বপনকাল, জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও বায়োমাস সম্পন্ন। উঁচু, নিচু, পাহাড়ি, চরাঞ্চল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বপনোপযোগী।
৪) বিজেআরআই কেনাফ ৪ (লাল কেনাফ)	২০১৭	খরিপ-১	১ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	২.৮০-৩.৩০	১৪০-১৬০	দ্রুতবর্ধনশীল, দীর্ঘ বপনকাল, জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, অধিক ফলনশীল ও উপকূলীয় অঞ্চলে বপন উপযোগী।
৫) বিজেআরআই কেনাফ ৫ (dvëybx কেনাফ)	২০২৩	খরিপ-১	১ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	৩.০০-৩.৩০	১৪০-১৬০	দ্রুতবর্ধনশীল জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু জাত যার কাণ্ড লালচে সবুজ, পাতা অখণ্ডিত এবং কম কাটায়ুক্ত। কাণ্ড পঁচা রোগ, মিলিবাগ, স্পাইরাল বোরার ইত্যাদি প্রতিকূলতাসহিষ্ণু।
ঘ) বিজেআরআই উদ্ভাবিত মেস্তা ( <i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)						
১) এইচএস-২৪	১৯৭৭	খরিপ-১	১ চৈত্র -৩০ বৈশাখ	২.৪০-২.৭০	১৯০-২১০	কাণ্ড গাঢ় কালচে সবুজ, পর্বে বেগুনি ছোপ, কাণ্ডের গায়ে ঘন রোম আছে। নেমাটোড প্রতিরোধী এবং উঁচু, মাঝারি-উঁচু, খরাপীড়িত চর এলাকার পতিত বেলে জমিতে বপনযোগ্য।
২) বিজেআরআই মেস্তা ২ (সবজি মেস্তা-১)	২০১০	খরিপ-১	১ বৈশাখ- ৩০ শ্রাবণ	পাতা: ৬.০০- ৭.০০ বৃতি: ২.০- ২.৫০	১৮০-২০০	বৃতি দিয়ে জেলি, জুস, জ্যাম, আচার ইত্যাদি কনফেকশনারী খাদ্য সামগ্রী তৈরি করা যায়। খরা সহনশীল ও নেমাটোড প্রতিরোধী। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বীজ থেকে ২০% খাবার তেল পাওয়া যায়।
৩) বিজেআরআই মেস্তা ৩ (সামু ৯৩)	২০১৭	খরিপ-১	১ চৈত্র-৩০ বৈশাখ	২.৫০-২.৮০	১৮০-২১০	গাছ সম্পূর্ণ সবুজ ও মসৃণ। পাতার রং গাঢ় সবুজ ও করতলাকৃতির। এ জাতটি তুলনামূলকভাবে খরাসহিষ্ণু, নেমাটোড প্রতিরোধী, কাঁটাবিহীন ও রোগমুক্ত।
৪। বিজেআরআই মেস্তা ৪ (সবজি মেস্তা-২)	২০২২	খরিপ-১	১ চৈত্র-৩০ শ্রাবণ	পাতা: ১০-১২ বৃতি: ২.৫০- ৩.০০	১৮০-২০০	গাছ খর্বাকৃতি ও বোপালো। কাণ্ড সবুজ, নোড বেগুনি রঙের, পাতা সবুজ ও সেমি কর্ডেট আকৃতির। পাতা ও ফলের মাংসল বৃতি টক ও সুস্বাদু। পাতা ও ফলের মাংসল বৃতি ভিটামিন, খনিজ লবণ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ।

তথ্য সূত্র : বিজেআরআই-২০২৩

বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)

উদ্ভাবিত জাতগুলোর তথ্যাবলি

বিএসআরআই কর্তৃক এ যাবৎ ইক্ষু, সুগারবিট, তাল ও স্টেভিয়াসহ ৪টি ফসলের মোট ৫২টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জাতগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ফসল/জাত	অবমুক্তির সন	গড় ফলন (টন/হেক্ট)	গড় চিনি ধারণ ক্ষমতা (%)	বৈশিষ্ট্য
ক) ইক্ষু				
ঈশ্বরদী ১৬	১৯৮১	৯২	১৪.৪৮	আগাম পরিপক্ব, অত্যন্ত উন্নত মানের গুড় তৈরি হয়, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ২০	১৯৯০	৭২	১৩.৪৮	মধ্যম পরিপক্ব, খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, চর এলাকার জন্য উপযোগী, মুড়ি আখ ভালো হয়, লালপচা রোগ প্রতিরোধী, কদাচিত্ ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩০	২০০০	৭৮	১৪.৫৯	আগাম পরিপক্ব, মাঝারি লম্বা, বন্যাসহিষ্ণু, লালপচা রোগ প্রতিরোধী, উন্নত মানের গুড় তৈরি করা যায়, ফুল হয় না।
ঈশ্বরদী ৩২	২০০২	১০৪	১২.৬০	মধ্যম পরিপক্ব, বন্যাসহিষ্ণু, মুড়ি আখ ভাল হয়, চর এলাকার জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৩	২০০২	৯৯	১৪.৯৫	আগাম পরিপক্ব, বন্যাসহিষ্ণু, মুড়ি আখ চাষ করা যায়, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৪	২০০২	৯৩	১২.৮৩	মধ্যম পরিপক্ব, খরা, বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, মুড়ি আখ চাষ ও গুড় তৈরির জন্য ভাল, ফুল হয় না।
ঈশ্বরদী ৩৭	২০০৬	১০১	১৩.৩৬	আগাম পরিপক্ব, বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু, চর এলাকার জন্য উপযোগী, উন্নত মানের গুড় তৈরি করা যায়, কদাচিত্ ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৩৯	২০০৯	১০১	১৩.৩০	আগাম পরিপক্ব, খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু, লালপচা রোগ প্রতিরোধী, চর এবং মার্জিনাল ল্যান্ডের জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
ঈশ্বরদী ৪০	২০০৯	১০৩	১৩.২৪	আগাম পরিপক্ব, জলাবদ্ধতা, বন্যা এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু, লালপচা রোগ প্রতিরোধী, উন্নত মানের গুড় তৈরি করা যায়, চর এবং মার্জিনাল ল্যান্ডের জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
বিএসআরআই আখ ৪১ (চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় উৎপাদি ইক্ষু জাত)	২০১২	১৩৯	১২.১০	মধ্যম পরিপক্ব, চিবিয়ে ও রস করে খাওয়ার উপযোগী, গুড়ের গুণগতমান ভালো, কদাচিত্ ফুল হয়।
বিএসআরআই আখ ৪২ (চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু জাত)	২০১৪	১৬৯	১১.১১	আগাম পরিপক্ব, চিবিয়ে ও রস করে খাওয়ার উপযোগী, ফুল হয় না।
বিএসআরআই আখ ৪৩	২০১৪	১১৮	১২.৩০	সোমাক্লোনাল ভ্যারিয়েন্ট তৈরির মাধ্যমে উদ্ভাবিত ইক্ষু জাত, আগাম পরিপক্ব, বন্যা এবং জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু। মুড়ি আখ চাষের জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
বিএসআরআই আখ ৪৪	২০১৪	১০৬	১২.৪২	আগাম পরিপক্ব, বন্যাসহিষ্ণু, এ জাতের আখে আঁশের পরিমাণ কম, ফুল হয় না।

বিএসআরআই আখ ৪৫	২০১৬	১০৫	১৩.৯৪	আগাম পরিপক্ব, বন্যা, জলাবদ্ধতা এবং লবণাক্ততাসহিষ্ণু, লালপচা ও স্মাট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ইক্ষুজাত। মুড়ি আখ চাষ এবং গুড় তৈরির জন্য ভালো, ফুল হয়।
বিএসআরআই আখ ৪৬	২০১৭	১০৩	১২.৯১	আগাম পরিপক্ব। বন্যা ও জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু। লালপচা ও পাইনএ্যাপল রোগ প্রতিরোধী। মুড়ি আখ চাষের জন্য উপযোগী, ফুল হয়।
বিএসআরআই আখ ৪৭ (চিবিয়ে খাওয়া ইক্ষু জাত)	২০২০	১৭১	১১.৯৬	আগাম পরিপক্ব, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি হতে বাজারজাত করা যায়। চিবিয়ে ও রস করে খাওয়ার উপযোগী, আখ তুলনামূলক নরম ও সুস্বাদু, ফুল হয় না।
বিএসআরআই আখ ৪৮	২০২১	১০৬	১৩.৮৯	আগাম পরিপক্ব, জাতটি স্মাট ও উইল্ট রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা সম্পন্ন। পাতার কিনারায় ধার কম; এ জাতের ইক্ষুতে কদাচিৎ ফুল দেখা যায়।
<b>খ) সুগারবিট</b>				
বিএসআরআই সুগারবিট-১	২০১৭	৮৪	১৩.১৩	লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত।
বিএসআরআই সুগারবিট-২	২০১৭	৮৫	১৩.৯০	লবণাক্ততাসহিষ্ণু জাত।
<b>গ) তাল</b>				
বিএসআরআই তাল-১	২০১৮	৮৭	১২.১৩	খরা ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু, বছরে দুইবার রস এবং তাল সংগ্রহ করা যায়।
<b>ঘ) স্টেভিয়া</b>				
বিএসআরআই স্টেভিয়া-১	২০১৮	৩.৬	-	সুইটেনিং এজেন্ট (স্টেভিওসাইড) চিনির চেয়ে ৩০০ গুণ মিষ্টি যা ক্যালোরি মুক্ত।

তথ্য সূত্র : বিএসআরআই-২০২৩

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের বিবরণী

বিস্তারিত জানতে : [www.bina.gov.bd](http://www.bina.gov.bd)

বিনা থেকে এ যাবত ধান, সরিষা, চীনাবাদাম, মুগ, ছোলা, মসুর, মাষকলাই, টমেটো, পাট, খেসারি, সয়াবিন, তিল, মরিচ ও রসুনসহ ১৮টি ফসলের ১১৭টি উন্নত জাত এবং ডাল ও শিমজাতীয় ৯টি শস্যের জন্য ১০টি জীবাণুসার উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নতুন নতুন জাতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

(ক) দানাজাতীয় ফসল

ফসলের নাম	জাত	অনুমোদনের বছর	চাষাবাদের মৌসুম	গড় ফলন (টন/হে.)	জীবনকাল (দিন)	বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ
ধান	বিনাশাইল	১৯৮৭	আমন	লবণাক্ত: ৪.০	১১৫-১২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছ লম্বা ও নাবিতে রোপণ উপযোগী, চাল চিকন ও সরু</li> </ul>
	বিনাধান-৭	২০০৭	আমন	৪.৮	১১৫-১২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>আগাম পাকে, গাছখাটো, চাল চিকন ও সরু</li> </ul>
	বিনাধান-৮	২০১০	বোরো	লবণাক্ত: ৫.০ স্বাভাবিক: ৭.৫	১৩০-১৩৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>লবণাক্ততাসহিষ্ণু (ইসি ৮-১০ ডিএস/মি.)</li> <li>গাছ মধ্যম খাটো, চাল মোটা</li> </ul>
	বিনাধান-৯	২০১২	আমন	৩.৭৫	১২০-১২৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>সুগন্ধি জাত, চাল লম্বা ও চিকন, গাছ খাট ও শক্ত ফলে হেলে পড়ে না,</li> </ul>
	বিনাধান-১০	২০১২	বোরো	লবণাক্ত: ৫.৫ স্বাভাবিক: ৮.৫	১২৫-১৩০	<ul style="list-style-type: none"> <li>লবণাক্ততাসহিষ্ণু (ইসি ১০-১২ ডিএস/মি.)</li> <li>গাছ মধ্যম খাটো, চাল লম্বা ও মাঝারি</li> </ul>
	বিনাধান-১১	২০১৩	আমন	জলমগ্ন: ৪.৫ স্বাভাবিক: ৫.০	জলমগ্ন: ১৩০-১৩৫ স্বাভাবিক: ১১৫-১২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে পারে, আগাম পাকে</li> <li>ধান কেটে সহজে সরিষা, মসুর, গম, গোল আলু ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়</li> </ul>
	বিনাধান-১২	২০১৩	আমন	জলমগ্ন: ৪.০ স্বাভাবিক: ৪.৫	১২৫-১৩০	<ul style="list-style-type: none"> <li>জাতটি ২৫ দিন পর্যন্ত পানিতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় বেঁচে থাকে</li> <li>পরিপক্ব অবস্থায়ও পাতা সবুজ থাকে। দানা খাটো, চাল সরু ও সুস্বাদু</li> </ul>
	বিনাধান-১৩	২০১৩	আমন	৩.৫	১৩৯-১৪২	<ul style="list-style-type: none"> <li>সুগন্ধি জাত, শীষের প্রায় সবগুলো দানাই পুষ্ট হয়, গাছ হেলে পড়ে না</li> <li>ধান উজ্জ্বল কাল বর্ণের, ১০০০ বীজের ওজন ১৩.২ গ্রাম</li> </ul>
	বিনাধান-১৪	২০১৩	নাবি বোরো	৬.৮৫	১০৫-১২৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>নাবী বোরো হওয়ায় শতকরা ২০-৩০% সেচের পানি সাশ্রয় হয়। উচ্চতাপমাত্রা সহনশীল</li> <li>লম্বা জীবনকাল বিশিষ্ট সরিষাসহ মসুর, গম ও আলু উঠানোর পরে</li> </ul>

					ফেব্রুয়ারি ২য় সপ্তাহ হতে মার্চের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত রোপণ করা যায়
বিনাধান-১৫	২০১৪	আমন	৫.৮	১১৫-১২৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>বিদেশে রপ্তানিযোগ্য ও উচ্চফলশীল আগাম জাত। চাল লম্বা ও চিকন</li> </ul>
বিনাধান-১৬	২০১৪	আমন	৫.৫	১০০-১০৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলশীল আগাম ধানের জাত, চাল লম্বা ও চিকন</li> <li>ধান কাটার পরে সহজেই গম, আলু, সরিষা ও অন্যান্য রবি ফসল চাষ করা যায়</li> </ul>
বিনাধান-১৭	২০১৫	আমন	৭.০	১২০-১২২	<ul style="list-style-type: none"> <li>সার ও পানি সাশ্রয়ী আগাম ধানের জাত। চাল লম্বা ও চিকন</li> <li>ধান কাটার পরে সহজেই রবি ফসল চাষ করা যায়।</li> </ul>
বিনাধান-১৮	২০১৬	বোরো	৭.২৫	১৪৮-১৫৩	<ul style="list-style-type: none"> <li>চাল লম্বা ও মাঝারি মোটা। মাতৃ জাত ব্রিধান২৯ অপেক্ষা ১৩-১৫ দিন আগে পাকে। চাল হালকা সুগন্ধিযুক্ত</li> </ul>
বিনাধান-১৯	২০১৭	আউশ ও আমন	আউশ: ৩.৯-৫.০ আমন: ৫.৫	৯৫-১০৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>খরাসহিষ্ণু নেরিকা-১০ জাত থেকে উদ্ভাবিত</li> <li>প্রচন্ড খরার সময় গাছের বাড় বাড়তি বন্ধ থাকে। আবার যখন অনুকূল পরিবেশ আসে তখন দ্রুত বাড় বাড়তি সম্পন্ন করে সর্বোচ্চ ফলন দিতে সক্ষম, আউশ ও আমন মৌসুমে চাষ উপযোগী।</li> <li>চাল সরু ও লম্বা</li> </ul>
বিনাধান-২০	২০১৮	আমন	৪.৫	১২৫-১৩০	<ul style="list-style-type: none"> <li>চালের রং লালচে এবং লম্বা</li> <li>প্রতি ১০০ গ্রাম চালে ২.৭৫মি. গ্রাম জিংক এবং ২.০-৩.১ মি. গ্রাম আয়রন থাকে</li> </ul>
বিনাধান-২১	২০১৮	আউশ	৪.৫	১০০-১০৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>খরাসহিষ্ণু</li> <li>চাল সরু ও লম্বা</li> </ul>
বিনাধান-২২	২০১৯	আমন	৬.১	১২১২-১১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>চাল সরু ও লম্বা এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্পন্ন</li> <li>গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো বিধায় হেলে পড়ে না</li> </ul>
বিনাধান-২৩	২০১৯	আমন	৫.০-৫.৫	১১৫-১২৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>আলোক অসংবেদনশীল</li> <li>দেশের জোয়ার ভাটা, লবণাক্তা ও বন্যা কবলিত এলাকার জন্য উপযোগী</li> <li>পরিপক্ব অবস্থায় ৮ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল</li> <li>১৫ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহ্য করতে</li> </ul>

						পারে
	বিনাধান-২৪	২০২০	বোরো	৬.৫	১৪০-১৪৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>জাতটির গাছ শক্ত বিধায় হেলে পড়েনা।</li> <li>চাল মাঝারি চিকন।</li> </ul>
	বিনা ধান২৫	২০২২	বোরো	৭.৬৪	১৩৮-১৪৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>সরু ও চিকন চাল</li> </ul>
	বিনা ধান২৬	২০২৩	আমন	৬.০	১১৫-১২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>ধানের দানা লম্বা ও চিকন</li> <li>জাতটিতে Xa4 ও xa5 জিন থাকায় ব্যাকটেরিয়াল লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধী</li> </ul>
গম (১টি)	বিনাগম-১	২০১৬	রবি	৩.৫	১০০-১২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল, লবণাক্ততাসহিষ্ণু (৮-১০ ডিএস/মি.), পাতা ও কাণ্ডে মোমের আস্তরণ বিদ্যমান।</li> </ul>

(খ) তেলজাতীয় ফসল

ফসলের নাম	জাত	অনুমোদনের বছর	চাষাবাদের মৌসুম	গড় ফলন (টন/ হে.)	জীবনকাল (দিন)	বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ
সরিষা	বিনাসরিষা-৭	২০১১	রবি	২.০	১০২-১১০	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল। গাছ লম্বা এবং বীজে তেলের পরিমাণ ৩৬-৩৮%।</li> <li>অল্টারনারিয়ারাজনিত পাতা ও ফলের বলসানো রোগ সহনশীল।</li> </ul>
	বিনাসরিষা-৮	২০১১	রবি	১.৭	১০০-১০৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল রাই সরিষা। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৭-৩৮%।</li> <li>জাতটি খরা এবং অল্টারনারিয়ারাজনিত বলসানো রোগ সহনশীল।</li> </ul>
	বিনাসরিষা-৯	২০১৩	রবি	১.৮	৭৫-৮০	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছ খাট ও উচ্চফলনশীল</li> <li>অল্টারনারিয়ারা ব্লাইট রোগের প্রতি মধ্যম প্রতিরোধী</li> <li>সাময়িক জলাবদ্ধতা/জলমগ্নতা (৫ দিন পর্যন্ত) সহিষ্ণু</li> <li>বিনাচাষে ও রিলে পদ্ধতিতে চাষযোগ্য</li> <li>নাবিতে বপনযোগ্য (৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত)</li> <li>বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩%</li> </ul>
	বিনাসরিষা-১০	২০১৩	রবি	১.৭	৭৮-৮২	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছ খাট ও উচ্চফলনশীল</li> <li>বীজে তেলের পরিমাণ ৩৭%।</li> </ul>
	বিনাসরিষা-১১	২০২১	রবি	১.৫	৭৮-৮৩	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছ খাট এবং পুষ্পমঞ্জুরির মাথায় বুটিযুক্ত</li> <li>বীজের রং হলুদ</li> <li>সমস্ত ফল একসাথে পাকে</li> <li>বীজে তেলের পরিমাণ ৪২%</li> </ul>
	বিনাসরিষা-১২	২০২৩	রবি	২.০	৮৩-৮৭	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছ খাট এবং পুষ্পমঞ্জুরির মাথায়</li> </ul>



						<p>বুটিযুক্ত</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>অল্টারনেরিয়া ব্লাইট রোগের প্রতি মধ্যম প্রতিরোধী</li> <li>সাময়িক জলাবদ্ধতা/জলমগ্নতা (৫ দিন পর্যন্ত) সহিষ্ণু</li> <li>বিনাচাষে ও রিলে পদ্ধতিতে চাষযোগ্য</li> <li>নাবিতে বপনযোগ্য (৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত)</li> <li>বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩%</li> </ul>
তিল (৩টি)	বিনাতিল-২	২০১১	খরিপ-১	১.৪	৯১-৯৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>খরাসহিষ্ণু, বীজে তেলের পরিমাণ ৪০%।</li> <li>কাণ্ড পচা রোগ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন। শাখা প্রশাখায়ুক্ত।</li> </ul>
	বিনাতিল-৩	২০১৩	খরিপ-১	১.৫	৮৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%। গোড়া পচা রোগ সহ্যক্ষমতাসম্পন্ন।</li> </ul>
	বিনাতিল-৪	২০১৬	খরিপ-১	১.৫	৮৭-৯৩	<ul style="list-style-type: none"> <li>শাখাবিহীন গাছ, বীজে তেলের পরিমাণ ৩৫-৪০%, প্রতিটি পাতার কক্ষে ২-৩টি ফল ধরে, বীজ হালকা কালো বর্ণের।</li> </ul>
চীনা- বাদাম (৭টি)	বিনাচীনাবাদাম-৫	২০১১	রবি	২.৩	১৪০-৫০	<ul style="list-style-type: none"> <li>ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।</li> </ul>
	বিনাচীনাবাদাম-৬	২০১১	রবি	২.৪	১৪০-১৫০	<ul style="list-style-type: none"> <li>ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।</li> </ul>
	বিনাচীনাবাদাম-৭	২০১৪	রবি	স্বাভাবিক: ২.৬ লবণাক্ত: ১.৮	১৪০-১৫০	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাদাম ও দানা মধ্যম আকারের।</li> <li>ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।</li> </ul>
	বিনাচীনাবাদাম-৮	২০১৪	রবি	স্বাভাবিক: ২.৬ লবণাক্ত: ১.৮	১৪০-১৫০	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাদাম ও দানা মধ্যম আকারের।</li> <li>ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।</li> </ul>
	বিনাচীনাবাদাম-৯	২০১৪	রবি	স্বাভাবিক: ২.৯ লবণাক্ত: ১.৯	১৪০-১৫০	<ul style="list-style-type: none"> <li>ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।</li> <li>বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলার লবণাক্ত মাটিতে ভালো ফলন দেয়।</li> </ul>
	বিনাচীনাবাদাম-১০	২০১৯	রবি/খরিপ	২.৮/২.২	১২৫-১৩০ ১১০-১২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>ফুল ফোঁটা থেকে পরিপক্বতা পর্যন্ত ৮ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে।</li> <li>বাগেরহাট, পটুয়াখালী ও নোয়াখালী জেলার লবণাক্ত মাটিতে ভালো ফলন দেয়।</li> </ul>

	বিনা চীনাবাদাম-১১	২০২৩	রবি/খরিপ -২	২.৭১/২.০২	১৩৫-১৪২ ১০৮-১১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায়ে লবণাক্ততাসহিষ্ণু, তামাটে লাল, মাঝারি গাঢ়</li> </ul>
সয়াবিন (৭টি)	বিনাসয়াবিন-১	২০১১	রবি ও খরিপ	রবি: ২.৫ খরিপ- ২:২.৭	রবি: ১১০-১১৫ খরিপ: ৯৫- ১০০	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছ মাঝারি উচ্চতার।</li> <li>উচ্চফলনশীল জাত।</li> </ul>
	বিনাসয়াবিন-২	২০১১	রবি ও খরিপ	রবি: ২.৬ খরিপ- ২:২.৯	রবি: ৯৫-১০০ খরিপ: ১১৫-১২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল এবং আগাম জাত।</li> <li>গাছ খাটো। বীজ উজ্জ্বল বর্ণের।</li> </ul>
	বিনাসয়াবিন-৩	২০১৩	রবি ও খরিপ-২	রবি: ২.৩ খরিপ- ২:২.৪	রবি: ১০৯-১১৬ খরিপ: ১০৫-১১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল জাত।</li> </ul>
	বিনাসয়াবিন-৪	২০১৩	রবি ও খরিপ-২	রবি: ২.৪ খরিপ- ২:২.৫	রবি: ১২০-১২৫ খরিপ: ১১০-১১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল জাত।</li> </ul>
	বিনাসয়াবিন-৫	২০১৭	রবি ও খরিপ-২	রবি:২.৪- ৩.০ খরিপ- ২:২.৫-৩.৩	রবি: ১০৫-১১৫ খরিপ: ৯৫-১০৭	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৪৩-৫৭টি।</li> <li>বীজে আমিষ, তেল এবং শর্করার পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩.৫, ১৮.২ এবং ২৭.০%।</li> </ul>
	বিনাসয়াবিন-৬	২০১৯	রবি ও খরিপ-২	রবি:২.৫- ৩.১ খরিপ- ২:২.৬-৩.২	রবি: ৯৫-১০৫ খরিপ- ২:১১০- ১১৫৭	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৪৬-৬০টি।</li> <li>বীজে আমিষ, তেল এবং শর্করার পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩.০, ১৮.০ এবং ২৭.২%।</li> </ul>
	বিনাসয়াবিন-৭	২০২২	রবি/খরিপ	২.৮/২.৯	রবি: ৯৫-১০৫ খরিপ: ১১০-১১৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>ওয়াইএমভি (ইয়েলো মোজাইক ভাইরাস) সহনশীল</li> </ul>

(গ) ডাল ফসল

ফসলের নাম	জাত	অনুমোদনের বছর	চাষাবাদের মৌসুম	গড় ফলন (টন/হে.)	জীবনকাল (দিন)	বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ
	বিনামুগ-৮	২০১০	খরিপ-১	১.৮	৬৪-৬৭	<ul style="list-style-type: none"> <li>১.গাছ হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।</li> <li>২.আগাম জাত ও প্রায় ৮০ ভাগ পড একসাথে পাকে। বীজ সবুজ বর্ণের।।</li> </ul>
মুগ (৫টি)	বিনামুগ-৯	২০১৭	খরিপ-১	১.৮	৬০-৬৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>১.বীজের আকার বড়, রং সবুজ</li> <li>২.পাতায় সার্কোস্পোরা দাগ এবং হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন</li> </ul>
	বিনামুগ-১০	২০২০	খরিপ-১	১.৮	৬২-৬৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>১.৮৫-৯০% ফল প্রায় একসঙ্গে পাকে</li> <li>২.পাতা হলুদ মোজাইক ও সার্কোস্পোরা রোগ সহ্য ক্ষমতাসম্পন্ন</li> </ul>

	বিনামুগ-১১	২০২১	খরিপ-১	১.৯	৬৩-৬৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>ওয়াইএমভি খরা ও তাপমাত্রা সহনশীল</li> </ul>
	বিনা মুগ-১২	২০২২	খরিপ-১	২.০	৬৭-৭০	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাঢ় সবুজ পাতা</li> </ul>
ছোলা (৭টি)	বিনাছোলা-৫	২০০৯	রবি	১.৫	১২০-১২৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল।</li> <li>দানা মাঝারি আকারের।</li> </ul>
	বিনাছোলা-৬	২০০৯	রবি	১.৭	১২২-১২৬	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল।</li> <li>দানা মাঝারি আকারের।</li> </ul>
	বিনাছোলা-৭	২০১৩	রবি	১.৭	১২০-১২৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল।</li> <li>দানা মাঝারি আকারের।</li> <li>গোড়া পচা ও বট্টাইটিস গ্রে-মোল্ড রোগ সহনশীল।</li> </ul>
	বিনাছোলা-৮	২০১৩	রবি	১.৮	১২৫-১৩০	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল, দানা বড় ও বীজের রং ক্রিম বর্ণের।</li> </ul>
	বিনাছোলা-৯	২০১৬	রবি	১.৭	১১৫-১২৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল, দানা বড় ও বীজের রং খড় বর্ণের।</li> </ul>
	বিনাছোলা-১০	২০১৬	রবি	১.৮	১১৫-১২২	<ul style="list-style-type: none"> <li>কাণ্ড, শাখা এবং পাতা সবুজ বর্ণের</li> </ul>
	বিনাছোলা-১১	২০২১	রবি	১.৫	১১৭-১২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>বীজ মাঝারি আকারের এবং বীজাবরণ খড়ের রঙের</li> </ul>
	মসুর (৯টি)	বিনামসুর-৪	২০০৯	রবি	২.০	৯৬-১০২
বিনামসুর-৫		২০১১	রবি	২.২	৯৫-১০৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল।</li> <li>১০০০ বীজের ওজন ২.৪ গ্রাম</li> </ul>
বিনামসুর-৬		২০১১	রবি	২.০	১০৫-১১০	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল। বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ৩০%</li> </ul>
বিনামসুর-৭		২০১৩	রবি	২.৪	১০৮-১১০	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল, বীজতুক মার্বেল প্যাটার্ন বিশিষ্ট</li> </ul>
বিনামসুর-৮		২০১৪	রবি	২.৫	৯৫-১০০	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল। গাছ খাঁড়া এবং অধিক শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, ফুল গোলাপি বর্ণের ও আগাম পাকে</li> </ul>
বিনামসুর-৯		২০১৪	রবি	২.৩	৯৯-১০৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল। কাণ্ড হালকা সবুজ এবং পাতা গাঢ় সবুজ,</li> <li>ফুল সাদা বর্ণের ও আগাম পাকে</li> </ul>
বিনামসুর-১০		২০১৬	রবি	১.৯ (স্বাভাবিক) / ১.৫ (খরা অবস্থায়)	১০৮-১১০	<ul style="list-style-type: none"> <li>খরাসহিষ্ণু জাত, উচ্চফলনশীল, ফুল বেগুনী বর্ণের</li> </ul>
বিনামসুর-১১		২০১৭	রবি	২.০ (স্বাভাবিক)/ ১.৫ (খরা অবস্থায়)	১০৮-১১০	<ul style="list-style-type: none"> <li>খরাসহিষ্ণু জাত, উচ্চফলনশীল, বীজে প্রোটিনের পরিমাণ ৩২-৩৩% এবং বীজে ডালের পরিমাণ ৮৯%</li> </ul>

	বিনামসুর-১২	২০২১	রবি	২.৬	৯৫-১০০	<ul style="list-style-type: none"> <li>পাতা গাঢ় সবুজ এবং ফুল গোলাপি রঙের</li> <li>গাছের উচ্চতা ৩৮-৪২ সে.মি.</li> </ul>
মাষকলাই (২টি)	বিনামাষ-২	২০২১	রবি	১.৪৮	৭৪-৭৮	<ul style="list-style-type: none"> <li>কাণ্ড খাটো ও খাড়া এবং উচ্চতা মাতৃজাত অপেক্ষা কম,</li> <li>পরিপক্ব বীজের রং সবুজাভ কালো যা পরবর্তীতে কালো রং ধারণ করে,</li> <li>ফল একই সাথে পাকে</li> </ul>
	বিনামাষ-৩	২০২২	রবি	৭০-৭৪	১.৬	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাঢ় কালো বীজ আবরণ</li> </ul>
খেসারি (১টি)	বিনাখেসারি-২	২০২২	রবি	১১৫-১১৭	১১৫- ১১৭১.৯	<ul style="list-style-type: none"> <li>ধূসর বীজ কেট</li> </ul>

(ঙ) উদ্যানতান্ত্রিক ফসল

ফসলের নাম	জাত	অনুমোদনের বছর	চাষাবাদের মৌসুম	গড় ফলন (টন/হে.)	জীবনকাল (দিন)	বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ
টমেটো (৮টি)	বিনাটমেটো-৭	২০১১	সারা বছর	শীতকাল: ৮৫ গ্রীষ্মকাল: ৪৩	১২০-১২৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল। ফল সুস্বাদু, গোলাকার ও বোঁটার বিপরীত দিকে সামান্য সুচালো ফিউজারিয়াম উইল্ট লিফ ব্লাইট ও পাতা পোড়ানো রোগ প্রতিরোধী।</li> </ul>
	বিনাটমেটো-৮	২০১৩	শীতকালীন	শীতকাল: ৮৭ গ্রীষ্মকাল: ৪৩	১২০-১২৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল, ফল সুস্বাদু</li> <li>ফিউজারিয়াম উইল্ট লিফ ব্লাইট ও পাতা পোড়ানো রোগ প্রতিরোধী</li> </ul>
	বিনাটমেটো-৯	২০১৩	শীতকালীন	১০৮.০	৯০-৯৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল</li> </ul>
	বিনাটমেটো-১০	২০১৩	শীতকালীন	১০৫.০	৮৫-৯০	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল</li> </ul>
	বিনাটমেটো-১১	২০১৬	শীতকালীন	১১১.০	৮০-৮৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>চেরি টমেটো। উচ্চফলনশীল,</li> <li>ফল সুস্বাদু</li> </ul>
	বিনাটমেটো-১২	২০১৬	শীতকালীন	৯৫-১০০	৬০-৭০	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছ লম্বাকৃতির, কাণ্ড শক্ত, পাতা গাঢ় সবুজ এবং চওড়া।</li> <li>পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি. পাকা অবস্থায় সম্পূর্ণ লাল হয়</li> <li>ফলের ওপরের অংশে বোঁটার দিকে কিনারায় সামান্য ডেউ খেলানো।</li> </ul>
	বিনাটমেটো-১৩	২০১৮	শীতকালীন	৯০-৯৫	৭০-৮০	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছ লম্বাকৃতির, কাণ্ড শক্ত, পাতা গাঢ় সবুজ এবং চওড়া।</li> <li>পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১০-১৩০ সেমি.</li> <li>ফল মাঝারি আকৃতির,</li> <li>পাকা ফলের রং হলুদাভ লাল হয় এবং ফল ডিম্বাকার।</li> </ul>

	বিনাটমেটো-৭	২০১১	সারা বছর	১২০-১২৫	৮৭.০	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সেমি.</li> <li>ফল গোলাকার তবে বোঁটার, বিপরীত দিক সামান্য সুচালো</li> <li>ফল মাঝারি আকৃতির।</li> </ul>
মরিচ (২টি)	বিনামরিচ-১	২০১৭	শীতকালীন	১৩৫-১৪৫	৩২-৩৫	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল</li> <li>ফল লম্বাকৃতির (১০-১৫ সেমি.), ঝাল কম ও সালাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়</li> </ul>
	বিনামরিচ-২	২০২০	রবি	১৮০-২১০	২৯-৩২	<ul style="list-style-type: none"> <li>উচ্চফলনশীল, প্রচলিত জাতের তুলনায় ফলন ১.৫ গুণ বেশি,</li> <li>কাঁচা মরিচের ঝাল স্বাভাবিক, ফল সুগন্ধিযুক্ত এবং ত্বক পুরু,</li> <li>প্রতিটি গাছে মরিচের সংখ্যা গড়ে ১৫০-২০০টি, ফলের দৈর্ঘ্য ১০-১৫ সেমি.।</li> </ul>
রসুন (১টি)	বিনারসুন-১	২০১৭	শীতকালীন	১৩৫-১৪৫	১৩-১৪	<ul style="list-style-type: none"> <li>গাছ লম্বাকৃতির, গাছ খাঁড়া, পাতা গাঢ় সবুজ এবং চওড়া</li> <li>পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৭৫-৮০ সেমি. এবং প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১১ থেকে ১৪টি</li> <li>কন্দের আকার বড় (প্রতি কন্দের ওজন গড়ে ৩০-৩৫ গ্রাম) এবং প্রতি কন্ডে ২৪-৩০টি কোয়া থাকে</li> </ul>
লেবু (৩টি)	বিনালেবু-১	২০১৮	বারোমাসি	২৪-৩২	বহুবর্ষজীবী	<ul style="list-style-type: none"> <li>ফল সিলিভার আকৃতির, অগ্রভাগ সুচালো এবং ফল সুস্বাদুযুক্ত</li> <li>অধিকাংশ ফলই বীজবিহীন</li> </ul>
	বিনালেবু-২	২০২০	বারোমাসি	৩৫-৫০	বহুবর্ষজীবী	<ul style="list-style-type: none"> <li>ফল ডিম্বাকৃতি থেকে সিলিভার আকৃতির,</li> <li>ফলের অগ্রভাগ সুচালো, বহিরাবরণ মাঝারি মসৃণ এবং ফল সুস্বাদুযুক্ত</li> <li>অধিকাংশ ফলই বীজবিহীন,</li> <li>ভিটামিন-সি এর পরিমাণ ৩০মিগ্রা/১০০ গ্রাম</li> </ul>
	বিনালেবু-৩	২০২১	বারোমাসি	৪৫-৬০	বহুবর্ষজীবী	<ul style="list-style-type: none"> <li>ফল ডিম্বাকৃতি থেকে সিলিভার আকৃতির,</li> <li>ফলের অগ্রভাগ সুচালো, বহিরাবরণ মাঝারি মসৃণ এবং ফল সুগন্ধিযুক্ত,</li> <li>প্রতিটি ফলের ওজন ১৭৪-২২২ গ্রাম,</li> <li>খরা সহনশীল এবং ১৫-২০ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহনশীল</li> </ul>

কুল (১টি)	বিনাকুল-১					<ul style="list-style-type: none"> <li>টক-মিষ্টি স্বাদের উচ্চফলনশীল এবং নাবি জাত</li> <li>ফলের গড় ওজন ৬৪ গ্রা.</li> <li>ফলে ভিটামিন-সি এর পরিমাণ ৫৫ মি.গ্রা./১০০ গ্রা. টিএসএস এর পরিমাণ ১২-১৫%। ভক্ষণযোগ্য অংশের পরিমাণ ৯৬%</li> <li>ফলন ২৫-৪০ টন/হে.</li> </ul>
সফেদা (১টি)	বিনাসফেদা-১	২০২৩	গ্রীষ্মকালীন	২৪-৪৯	বহুবর্ষজীবী	<ul style="list-style-type: none"> <li>ফল বড় আকৃতির, সুস্বাদু, সুমিষ্ট এবং সুস্বাণযুক্ত</li> <li>নাবি জাত</li> </ul>
হলুদ (১টি)	বিনাহলুদ-১	২০১৯	রবি	২৮-৩৪	২৭০-৩০০	<ul style="list-style-type: none"> <li>হলুদের ছড়া চওড়া</li> <li>শাঁস আকর্ষণীয় গাঢ় হলুদ</li> <li>হলুদ লিফ ব্লাইট ও রাইজোম রট রোগ সহনশীল</li> </ul>
পিঁয়াজ (২টি)	বিনা পিঁয়াজ-১	২০১৮	খরিপ-১ (গ্রীষ্মকালীন)	৮.২(কন্দ) ০.৬(বীজ)	১৮০-১৯০ (বীজ) ১১০-১২০ (কন্দ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>কক্ষ তাপমাত্রায় এটি ২ মাস বা তার বেশি সময় সংরক্ষণ করা যায়</li> <li>কন্দের রং ও আকৃতি লালচে, অনেকটা চ্যাপটা, গলা চিকন</li> </ul>
	বিনা পিঁয়াজ-২	২০১৮	খরিপ-১ (গ্রীষ্মকালীন)	৮.২(কন্দ) ০.৬(বীজ)	১৮০-১৯০ (বীজ) ১১০-১২০ (কন্দ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>কন্দের আকৃতি ও রং গোলাকার লালচে বর্ণের ও গলা লম্বাটে</li> <li>এটি একই বছরে বীজ থেকে বীজ উৎপাদন করতে পারে</li> </ul>

**বাউ-জার্মপ্লাজম সেন্টার**  
**বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়**  
**ময়মনসিংহ কর্তৃক উদ্ভাবিত ফসলের জাতের তথ্যাবলি**

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
১	এফটিআইপি বাউ আম - ১ (শ্রাবণী-১)	২০০৬	১৫-২০	ক. শ্রাবণী একটি নিয়মিত ফলধারণকারী নাবি জাতের আম। খ. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরির দৈর্ঘ্য গড়ে ৩৩.০০ সেমি. ও প্রস্থ ১৭.১৩ সে.মি. এবং রং হালকা সবুজ। গ. ফলের আকার মাঝারি ও কিঞ্চিৎ লম্বা, ফল গড়ে লম্বায় ৯.৩৩ সে.মি এবং পাশে ৭.৩২ সে.মি. পুরুত্ব ৬.৬৭ সেমি. এবং গড় ওজন ২৭৩.২৩ গ্রাম। ঘ. পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা হলুদ থেকে গাঢ় হলুদ, শাঁসের রং কমলাভ লাল, সুস্বাদু, রসালো ও মিষ্টি। ঙ. খোসা সামান্য মোটা ও আঁটি পাতলা। চ. আঁটি গড়ে লম্বায় ৭.৪০ সে.মি, পাশে ৪.১১ সেমি., পুরুত্ব ২.১৬ সেমি এবং গড় ওজন ৪০.৮ গ্রাম। ছ. এ ফলের আঁটির অংশ ১৪.৯৩%, খোসার অংশ ১১.৪৬% এবং খাওয়ার উপযোগী অংশ ৭৩.৬১%। জ. এটি একটি মাঝারি বামন জাতের গাছ।
২	এফটিআইপি বাউ আম - ২ (সিন্দুরী)	২০০৬	৭-৯	ক. নিয়মিত ফল ধারণকারী বামন প্রকৃতির জাত। খ. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরির দৈর্ঘ্য ৩১.০০ সেমি. এবং প্রস্থ ২৩.০০ সেমি.। গ. জ্বনের শেষ সপ্তাহে গাছে পাকা ফল পাওয়া যায়। ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব হতে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। ঘ. ফল আকারে ছোট ও গোলাকৃতি। গাছে থোকায় থোকায় আম ধরে। ঙ. কাঁচা আম সবুজাভ সিঁদুরে রঙের। পাকলে সিঁদুরে হলুদ রঙের হয়ে থাকে। চ. পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ। শাঁসের রং কমলা, সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু। ছ. ফলের শাঁস রসালো এবং টক মিষ্টি। শাঁসে কোন আঁশ নেই। জ. আমের আঁটি পাতলা কাগজের মতো। তাই এ জাতকে বীজবিহীন আম বলে। ঝ. ফলের গড় ওজন ৯২.২০ গ্রাম। ফল লম্বায় ৬.৬৮ সেমি. পাশে ৫.১৮ সেমি. এবং পুরুত্ব ৪.৯০ সেমি. ঞ. আঁটির আকার খুবই ছোট যা লম্বায় ৫.২৫ সেমি. পাশে ২.৯৮ সেমি. এবং পুরুত্ব ০.৩২ সেমি. এবং ওজন ৭.৫৭ গ্রাম। ট. খোসার ওজন ১৪.৬৭ গ্রাম। ভক্ষণযোগ্য অংশের পরিমাণ প্রায় ৭০.০ গ্রাম যা মোট আমের ৭৫.০৪%।
৩	এফটিআইপি বাউ আম - ৩ (ডায়াবেটিক)	২০০৬	১০-১৫	ক. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরি বড় পিরামিডাকৃতির এবং গোলাপি বর্ণের হয়ে থাকে। পুষ্পমঞ্জুরীর দৈর্ঘ্য ৩৮.০ সেমি. এবং প্রস্থ ৩১.০ সে.মি.। খ. জুন মাসের শেষের দিকে ফল পাকে। ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব হতে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				<p>গ. ফলের আকার মাঝারি ও লম্বাটে প্রকৃতির। ফলের গড় ওজন ২৫৫ গ্রাম।</p> <p>ঘ. গবেষণায় দেখা গেছে, এই জাতের ফল লম্বায় ১০.৬৮ সেমি., পাশে ৭.১৭ সেমি., পুরুত্ব ৬.০৬ সে.মি.। আঁটি গড়ে লম্বায় ৮.৮৫ সেমি., পাশে ৪.৩৮ সেমি., পুরুত্ব ১.৬৮ সেমি., এবং গড় ওজন ৪৬.২৫ গ্রাম। খোসার ওজন ৩৪.৫ গ্রাম। খাওয়ার উপযোগী অংশ ১৭৪.০ গ্রাম যা মোট আমের ৬৮.৩৩%।</p> <p>ঙ. পাকা ফলের রং হলুদাভ। ফলে রসের পরিমাণ কম কিন্তু আঁশের পরিমাণ বেশি।</p> <p>চ. ডায়াবেটিক রোগে আক্রান্ত রোগীরা এ ফল খেতে পারে।</p>
৪	এফটিআইপি বাউ আম - ৪	২০০৬	১৫-২০	<p>ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী জনপ্রিয় জাত।</p> <p>খ. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরির দৈর্ঘ্য ৩৩.৯৫ সেমি., প্রস্থ ১৭.১২ সেমি. এবং রং হালকা গোলাপি।</p> <p>গ. জুন মাসের শেষের দিকে এই জাতের ফল পাকা শুরু করে। ফুল আসা থেকে ফল পরিপক্ব হতে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে।</p> <p>ঘ. ফলের আকার মাঝারি ও লম্বা। গবেষণায় দেখা গেছে, এই জাতের ফল লম্বায় ১১.৭১ সেমি., পাশে ৬.০৮ সেমি., পুরুত্ব ৫.৬ সেমি. এবং গড় ওজন ২১৬.৬২ গ্রাম।</p> <p>ঙ. পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ। শাঁসের রং কমলা, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু, রসালো এবং বেশ মিষ্টি। শাঁসে কোন আঁশ নেই।</p> <p>চ. খোসা পাতলা ও আঁটি খুবই ছোট। আঁটি গড়ে লম্বায় ১০.৭০ সেমি., পাশে ২.৬৯ সেমি., পুরুত্ব ১.২১ সেমি., এবং গড় ওজন ২১.১৪ গ্রাম।</p> <p>ছ. এ জাতটির ফলের আঁটির অংশ ৯.৭৬%, খোসার অংশ ১৩.৮৩% এবং খাওয়ার উপযোগী অংশ ৭৬.৪১%।</p>
৫	এফটিআইপি বাউ আম - ৫ (শ্রাবণী-২)	২০০৬	১৮-২২	<p>ক. এটি নিয়মিত ফলধারণকারী ও নাবি জাতের আম।</p> <p>খ. এই জাতটির পুষ্পমঞ্জুরির দৈর্ঘ্য ২৬.৯৬ সেমি., প্রস্থ ১৪.০৩ সেমি., এবং রং হালকা সবুজ।</p> <p>গ. ফল গড়ে লম্বায় ৮-১২ সেমি. এবং পাশে ৬.৯২ সেমি. পুরুত্ব ৬.২৭ সেমি. এবং ফলের গড় ওজন ৩৩২.১০ গ্রাম।</p> <p>ঘ. পাকা ফলের ত্বকের রং হালকা সবুজ থেকে কিষ্কিৎ হলুদাভ।</p> <p>ঙ. রসালো শাঁসের রং কমলাভ, সুস্বাদু এবং মিষ্টি। শাঁসে কোন আঁশ নেই।</p> <p>চ. ফল সহজেই ঝরে পড়ে না।</p> <p>ছ. খোসা সামান্য মোটা ও আঁটি পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ৭.২৩ সে.মি., পাশে ৪.০৫ সেমি., পুরুত্ব ২.০৩ সেমি., এবং গড় ওজন ৪২.৪১ গ্রাম। এ জাতটির ফলের আঁটির অংশ ১৮.২৭%; খোসার অংশ ১৬.৬৫% এবং খাওয়ার উপযোগী অংশ ৬৫.০৭%।</p>
৬	এফটিআইপি বাউ আম - ৬ (পলিএ্যাম্ব্রায়ন-১)	২০০৬	২৫-৩০	<p>ক. গাছ বামন আকৃতির এবং নাবি জাত।</p> <p>খ. পাঁচ বছরের একটি গাছে হতে ১০০-৩০০টি ফল পাওয়া যায়।</p> <p>গ. প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৩৮৩.১০ গ্রাম এবং ভক্ষণীয় অংশ ৮৫.৩১%। মিষ্টতা ১৭.৪৬%।</p>



ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				ঘ. একটি বীজ হতে গড়ে ৫-৮টি চারা পাওয়া যায়, এর মধ্যে একটি চারা জাইগোটিক, বাকিগুলো নিউসেলাস (যা মাতৃগুণাগুণ সম্পন্ন)। ঙ. জাইগোটিক চারাটি রুটস্টকের জন্য উপযোগী। নিউসেলাস চারা মাতৃগুণাগুণ বজায় রাখে।
৭	এফটিআইপি বাউ আম - ৭ (পলিএ্যাম্ব্রায়ন-২)	২০০৬	২০-৩৫	ক. গাছ বামন আকৃতির এবং নাবি জাত। খ. পাঁচ বছরের একটি গাছ হতে ২০০-৪০০টি ফল পাওয়া যায়। গ. প্রতিটি ফলের ওজন ৩০০-৪৫০ গ্রাম। মিষ্টতা ২২.৮০%। ঘ. একটি বীজ হতে গড়ে ৫-৮টি চারা পাওয়া যায়, এর মধ্যে একটি চারা জাইগোটিক বাকিগুলো নিউসেলাস। ঙ. জাইগোটিক চারাটি রুটস্টকের জন্য উপযোগী। নিউসেলাস চারা মাতৃগুণাগুণ বজায় রাখে।
৮	এফটিআইপি বাউ আম- ৮ (পলিএ্যাম্ব্রায়ন-রাংগুয়াই-৩)	২০০৬	২৫-৪০	ক. গাছ বামন আকৃতির এবং নাবি জাত। খ. দুই বছরের একটি গাছ হতে ২০-৫০টি ফল পাওয়া যায়। গ. প্রতিটি ফলের ওজন ২৫০-৪০০ গ্রাম। মিষ্টতা ২২.৪০%। ঘ. একটি বীজ হতে গড়ে ৫-৮টি চারা পাওয়া যায়, এর মধ্যে একটি চারা জাইগোটিক বাকিগুলো নিউসেলাস। ঙ. জাইগোটিক চারাটি রুটস্টকের জন্য উপযোগী। নিউসেলাস চারা মাতৃগুণাগুণ বজায় রাখে।
৯	এফটিআইপি বাউ আম - ৯ (শৌখিন চৌফলা)	২০০৬	১৮-২৫	ক. জাতটি নিয়মিত ফলধারণকারী। খ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। গ. বছরে ৩-৪ বার ফল দেয়। এটি শৌখিন ফল চাষীদের জন্য, যা ছাদে বা টবে চাষ করা যাবে।
১০	এফটিআইপি বাউ আম - ১০ (শৌখিন-২)	২০০৮	১৫-২৫	ক. জাতটি নিয়মিত ফলধারণকারী। খ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। গ. বছরে ৩-৪ বার ফল দেয়। এটি শৌখিন ফল চাষীদের জন্য, যা ছাদে বা টবে চাষ করা যাবে। ঘ. জাতটি নিয়মিত ফলধারণকারী। ঙ. এটি একটি মাঝারি বামন জাতের গাছ। চ. বছরের ২-৩ বার ফল দেয়। ছ. ফলের বুরের ওপর হালকা খাঁজ কাটা থাকে।
১১	এফটিআইপি বাউ আম - ১১ (কাঁচা মিঠা - ১)	২০০৯	৪.৫ চ.৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২০০-৩৫০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিঙ্ক) ২৩.৬৬%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস মচমচে এবং কাঁচা মিঠা।
১২	এফটিআইপি বাউ আম - ১২ (কাঁচা মিঠা - ২)	২০০৯	৪-৮	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি মৌসুমি জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২৫০-৩৫০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিঙ্ক) ২২.৩৩%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস মচমচে এবং কাঁচা মিঠা।
১৩	এফটিআইপি বাউ আম - ১৩ (কাঁচা মিঠা - ৩)	২০০৯	৩-৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ১৫০-৩০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিঙ্ক) ১৯.৮৮%। খোসা ও আঁটি পাতলা।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস মচমচে এবং কাঁচা মিঠা।
১৪	এফটিআইপি বাউ আম - ১৪ (ব্যানানা মাঙ্গু)	২০১০	১৫ - ২৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ২৫০-৫০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২৩.২২%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস রসালো ও সুমিষ্ট। চ. ইহা একটি নাবি জাত।
১৫	এফটিআইপি বাউ আম - ১৫ (গোলাপখাস)	২০১০	১.৫ - ৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২৫০-৩৭৫ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২২.৮৬%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের পাল্ল লাল ও মিষ্টি।
১৬	এফটিআইপি বাউ আম - ১৬ (গোল্লা)	২০১০	১.৪ - ৭.৮	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি নাবি জাতের আম। খ. ফলের ওজন ৩৫০-৬৫০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২৪.৬৬%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস লাল এবং মিষ্টি।
১৭	এফটিআইপি বাউ আম - ১৭ (সাতকানিয়া)	২০১০	১.২- ৪.২	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি নাবি জাত। খ. ফলের ওজন ২৫০-৫০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২২.৭৬%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস হলদে এবং মিষ্টি। চ. বছরে তিন বার ফলধারণ করে।
১৮	এফটিআইপি বাউ আম - ১৮ (গেডং সিংছু)	২০১৩	২.৮-৮.৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিক্স) ২২.৫০%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস নরম ও গাঢ় কমলা রং।
১৯	এফটিআইপি বাউ আম - ১৯ (হুয়ালাক)	২০১৩	৩.২-১১.৩	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ৩০০-৪৫০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২৩.২৩%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস হলুদাভ ও কমলা রঙের। চ. আম লম্বাটে ধরনের এবং নিচের দিকে সরফ। ছ. এ আম ১২-১৮ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়।
২০	এফটিআইপি বাউ আম - ২০ (চুয়া)	২০১৩	২.৮-৮.৬	ক. নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২৫০-৫০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২৩.৭৫% এবং খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. বামন জাতের গাছ। ঙ. ফলের শাঁস নরম ও হলুদাভ ও কমলা রঙের।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				চ. আম ১২-১৫ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়।
২১	এফটিআইপি বাউ আম - ২১ (আরুমানিস)	২০১৩	১০.৫-৩৬	ক. নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ৩৫০-৬০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২২.৪৫% এবং আঁটি পাতলা। ঘ. বামন জাতের গাছ।
২২	এফটিআইপি বাউ আম - ২২ (ক্যারাতে কলম্বন)	২০১৬	৯-১৩	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২০০-৩০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৭.৫০%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস নরম এবং গাঢ় কমলা রং।
২৩	এফটিআইপি বাউ আম - ২৩ (তাইওয়ান ধীন)	২০১৬	২০-৪৭	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের আম। খ. ফলের ওজন ১ কেজি- ১.৫ কেজি। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৪.২৫%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি মধ্যম জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস হলুদাভ রঙের চ. আম লম্বাটে ধরনের এবং নিচের দিকে সরু। ছ. এ আম ২৫.৩০ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়।
২৪	এফটিআইপি বাউ আম - ২৪ (তাইওয়ান রেড)	২০১৬	২০-৪৪	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী নাবি জাতের আম। খ. ফলের ওজন ১ কেজি- ১.২০ কেজি। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৪.২৫%। খোসা ও আঁটি পাতলা। ঘ. এটি একটি মধ্যম জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস নরম এবং হলুদাভ কমলা রং। চ. এ আম ২২.২৬ সেমি. পর্যন্ত লম্বা হয়।
২৫	এফটিআইপি বাউ আম - ২৫	২০১৬	১১-১৪	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাতের আম। খ. ফলের ওজন ২৫০-৩০০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিস্ক) ২৪.৫০%। আঁটি ছোট। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ।
২৬	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা-১ (মিষ্টি)	২০০৬	২৫-৪৫	১। ফলের আকৃতি - ডিম্বাকার ২। পরিপকু ফলের বর্ণ- সোনালি সবুজ ৩। উপরিভাগের মসৃণতা- মসৃণ ৪। শাঁসের বর্ণ - গোলাপি আভাযুক্ত সাদাটে ৫। বাহ্যিক চেহারা - আকর্ষণীয় ৬। শাঁসের বুনট - কচকচে হতে নরম ৭। ফলের স্বাদ - মিষ্টি হতে খুব মিষ্টি ৮। ফলের গন্ধ - হালকা মিষ্টি ৯। ফলের দৃঢ়তা - কম শক্ত ১০। বীজের দৃঢ়তা - নরম
২৭	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা -২ (রাঙা)	২০০৬	৩০-৫০	১। ফলের আকৃতি - ঈষৎ গোলাকার থেকে ডিম্বাকার ২। পরিপকু ফলের বর্ণ- সবুজাভ হলুদ ৩। উপরিভাগের মসৃণতা- অমসৃণ ৪। শাঁসের বর্ণ - লাল

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				৫। বাহ্যিক চেহারা - আকর্ষণীয় ৬। শাঁসের বুনট - কচকচে ৭। ফলের স্বাদ - মিষ্টি ৮। ফলের গন্ধ - হালকা গন্ধযুক্ত ৯। ফলের দৃঢ়তা - মাঝারি শক্ত ১০। বীজের দৃঢ়তা - মাঝারি শক্ত
২৮	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা - ৩ (চৌধুরী)	২০০৬	২০-৩৫	১। ফলের আকৃতি - ডিম্বাকার ২। পরিপকু ফলের বর্ণ- সবুজাভ হলুদ ৩। উপরিভাগের মসৃণতা- অমসৃণ ৪। শাঁসের বর্ণ - রক্তাভ হলুদ ৫। শাঁসের বুনট - মাঝারি কচকচে ৬। ফলের স্বাদ - মিষ্টি ৭। বীজের আকার - ছোট ৮। ফলের দৃঢ়তা - শক্ত ৯। বীজের দৃঢ়তা - মাঝারি শক্ত
২৯	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা - ৪ (আপেল)	২০০৬	২০-৩০	১। ফলের আকৃতি - ঈষৎ গোলাকার থেকে ডিম্বাকার ২। পরিপকু ফলের বর্ণ- উজ্জ্বল সবুজ ৩। উপরিভাগের মসৃণতা- অমসৃণ ৪। শাঁসের বর্ণ - লাল ৫। বাহ্যিক চেহারা - আকর্ষণীয় ৬। শাঁসের বুনট - নরম ৭। ফলের স্বাদ - মিষ্টি ৮। ফলের গন্ধ - হালকা গন্ধযুক্ত ৯। ফলের দৃঢ়তা - শক্ত ১০। বীজের দৃঢ়তা - মাঝারি শক্ত
৩০	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা - ৫ (ওভাল)	২০০৮	২৫-৩৫	ক) গোলাকার বড় নাভিযুক্ত খ) গাছ ছাতার মতো ঝোপালো হয়। গ) গড় ফলের ওজন ৩০০.৫০ গ্রাম।
৩১	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা - ৬ (জেলি)	২০০৮	৩০-৩৫	ক. পেকটিন এর পরিমাণ বেশি থাকে বলে জ্যাম ও জেলির জন্য উপযুক্ত। খ. ভিতরে টকটকে লাল রং থাকে। গ. ফলের ওজন ১২০ থেকে ২৫০ গ্রাম। ঘ. অমৌসুমেও ভাল ফল পাওয়া যায়।
৩২	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা - ৭ (বীজশূন্য গোল)	২০০৮	৩০-৩৫	ক. ফল গোলাকার এবং বীজশূন্য; খ. গাছ বামন প্রকৃতির ও ঝোপালো; মিষ্টতা (ব্রিক্স) ১৪%।
৩৩	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা - ৮ (বীজশূন্য ডিম্বাকার)	২০০৮	২৫-৩০	ক. ফল ডিম্বাকার (ওভাল) এবং বীজশূন্য; খ. গাছ বামন প্রকৃতির ও ঝোপালো; গ. ফলের মিষ্টতা (ব্রিক্স) ১৭.৫%; ঘ. বছরব্যাপী ফল পাওয়া যায়।
৩৪	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা - ৯ (স্বরূপকার্ঠি)	২০১০	৫- ২০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী আগাম জাত। খ. ফলের ওজন ১০০-২০০ গ্রাম। গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ৭-১০%।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				গ. ফলের আকৃতি ডিম্বাকার, পরিপকু ফলের বর্ণ সবুজাভ সাদা। ঘ. শাঁস গোলাপি আভাযুক্ত সাদাটে। শাঁসের বুনট কচকচে হতে নরম। ঙ. মাঝারি মিষ্টি হতে মিষ্টি।
৩৫	এফটিআইপি বাউ পেয়ারা - ১০ (ব্রাজিল)	২০১১	৫-২০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ১০০-১৫০ গ্রাম। গ. মিষ্টতা (ব্রিক্স) ১৮-২৪%। ঘ. পেয়ারার বীজ অনেক নরম। ঙ. পেয়ারার পাল্ল টক টকে লাল রঙের। চ. স্বাদে অত্যন্ত মিষ্টি
৩৬	এফটিআইপি বাউ কুল - ১	২০০৬	১০-৫০	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৯০-১৪০ গ্রাম। খ. কুলের মিষ্টতা সাধারণত ১৩-১৮ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু বাউ কুল-১ এর মিষ্টতা ১৮-২১%। গ. প্রতি ১০০ গ্রাম বাউকুল-১ এর বীজের ওজন ৩-৫ গ্রাম। ফলে ৯৫-৯৭ ভাগ অংশ আমরা খেতে পারি। ঘ. গাছ মোটামুটি কন্টকবিহীন।
৩৭	এফটিআইপি বাউ কুল - ২ (শাহ কুল)	২০০৯	৯-৩৩	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ১১০-২০০ গ্রাম। খ. কুলের মিষ্টতা সাধারণত ১৩-১৮ মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বাউ কুল - ২ এর মিষ্টতা ১৯ -২৫%। গ. বীজ খুব ছোট। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. ফলের শাঁস মচমচে এবং মিষ্টি।
৩৮	এফটিআইপি বাউ কুল - ৩ (বার্মি)	২০১০	৯ - ২৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের কুল। প্রতিটি ফলের ওজন ১০০-২৫০ গ্রাম। খ. কুলের মিষ্টতা সাধারণত ১৩-১৮ মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বাউ কুল - ৩ এর মিষ্টতা ১৯ - ২৫%। গ. বীজ খুব ছোট। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস মচমচে এবং মিষ্টি, পাকলে হলদে রং ধারণ করে।
৩৯	এফটিআইপি বাউ কাগজি লেবু - ১	২০০৬	১৫-৩০	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৮০-১২০ গ্রাম। খ. একটি থোকায় ২-৫ টি লেবু থাকে। গ. সারা বছর ফল পাওয়া যায়। ঘ. কলমকৃত গাছে এক বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। ঙ. ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৩০ সেমি. চ. ভক্ষণ উপযোগী অংশের ওজন ২৮ গ্রাম ও অনুপযোগী অংশ ৪৫ গ্রাম। ছ. প্রতিটি ফলের গড় বীজের সংখ্যা ২৫টি।
৪০	এফটিআইপি বাউ লেবু - ২ (সেন্টেড এলাচী)	২০০৬	১৫-২৫	ক. গাছ ঝোপালো খ. ফল ডিম্বাকার ও সুগন্ধিযুক্ত গ. ফলের ওজন ৭০-১৫০ গ্রাম ঘ. ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৩০ সেমি. ঙ. ভক্ষণ উপযোগী অংশের ওজন ১৪ গ্রাম ও অনুপযোগী অংশ ৭৫ গ্রাম। চ. প্রতিটি ফলের গড় বীজের সংখ্যা ৮১টি।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
৪১	এফটিআইপি বাউ লেবু - ৩ (সেমি. সিডলেস)	২০০৬	১৪-২২	ক. প্রতি বছর ফল দেয় খ. ফল লম্বাটে এবং প্রায় বীজশূন্য গ. ফলের ওজন ৫০-১৩০ গ্রাম ঘ. ফলের চামড়ার পুরুত্ব ০.৫০ সেমি. ঙ. ভক্ষণ উপযোগী অংশের ওজন ৩১ গ্রাম ও অনুপযোগী অংশ ৫৫ গ্রাম। চ. প্রতিটি ফলের গড় বীজের সংখ্যা ৬টি।
৪২	এফটিআইপি বাউ লেবু - ৪ (শরবতী)	২০১৩	৪-১৫	ক. নিয়মিত ফলধারণকারী একটি বারমাসি জাতের লেবু। খ. ফলের ওজন ১০০-১৫০ গ্রাম গ. খোসা মোটা ও বীজবিহীন। ঘ. বামন জাতের গাছ। ঙ. লেবু গোলাকার তবে নিচের দিকে সরু।
৪৩	এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা- ১ (মিষ্টি)	২০০৬	২৫-৩০	ক. ফলের শাঁস অত্যন্ত মিষ্টি। খ. খুব রসালো এবং সাদা। গ. তিজুতবিহীন। ঘ. প্রতিটি ফলের ওজন ২-৫ কেজি এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪২-৪৭%। ঙ. প্রতি বছর ফল দেয় এবং প্রায় সারা বছরই ফল পাওয়া যায়।
৪৪	এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা - ২	২০০৬	২০-২৫	ক. বারমাসি এবং খুব মিষ্টি। খ. শাঁস লালচে ও রসালো। গ. ফলের মিষ্টতা - ১৮.৩%। ঘ. প্রতিটি ফলের ওজন ১-১.৫ কেজি এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪০-৫২%।
৪৫	এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা - ৩ (খিন স্কিন)	২০১১	৭-৩১	ক. এ জাম্বুরা চামড়া সবুজ ও শাঁস লাল। খ. ফলের ওজন ১-১.৮ কেজি। গ. মিষ্টতা (বিক্র) ১৮-২২%। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো ও সুমিষ্ট ও তীজুতবিহীন।
৪৬	এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা - ৪	২০১১	৪-৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ৭০০-১২০০ গ্রাম। গ. মিষ্টতা (বিক্র) ২২-২৪%। ঘ. এ জাম্বুরার শাঁস গোলাপ রঙের। ঙ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো, সুমিষ্ট ও তীজুতবিহীন।
৪৭	এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা -৫	২০১১	৬.৫-৮.৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ৮০০-১৪০০ গ্রাম। এ ফলের চামড়া পাতলা। গ. মিষ্টতা (বিক্র) ২০.৫-২৪.৫%। ঘ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো, সুমিষ্ট ও তীজুতবিহীন।
৪৮	এফটিআইপি বাউ কামরাঙা- ১ (মিষ্টি)	২০০৬	২০-২৫	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৫০-৬০ গ্রাম। লম্বায় ৭-৮ সেমি. এবং প্রস্থ ৫-৬ সেমি. খ. ফলের মিষ্টতা ১৮-২০%। যেখানে সাধারণ কামরাঙার মিষ্টতা ৫-১৩%।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				<p>গ. একটি খোকায় ২-৮ টি ফল ধরে ।</p> <p>ঘ. দেশি কামরাঙার চেয়ে একক জমিতে তিনগুণের বেশি গাছ লাগানো যায় ।</p> <p>ঙ. কলমকৃত গাছে এক বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায় ।</p>
৪৯	এফটিআইপি বাউ কামরাঙা- ২ (হইলার)	২০০৮	১-২.৫	<p>ক. গাছ বামন প্রকৃতির, ফল অপেক্ষাকৃত বড় ও রসালো ।</p> <p>খ. মিস্ততা ১৮-১৯ % এবং বছরব্যাপী ফল পাওয়া যায় ।</p>
৫০	এফটিআইপি বাউ কামরাঙা- ৩ (এইচ. আলম)	২০১০	২- ৬	<p>ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত ।</p> <p>খ. ফলের ওজন ৫০-১৫০ গ্রাম । গড় মিস্ততায় (বিস্ক) ১৫-২০% ।</p> <p>গ. এটি একটি বামন জাতের গাছ ।</p> <p>ঘ. অত্যন্ত রসালো, আকর্ষণীয় ও মিষ্টি ।</p> <p>ঙ. ইহা একটি নাবি জাত ।</p>
৫১	এফটিআইপি বাউ জলপাই - ১ (হৈমন্তী)		১৪-১৮	<p>ক. গাছ বামন আকৃতি এবং নাবি জাতের । দেশি জলপাই শেষ হলে এই জলপাই পরিপকু হয় ।</p> <p>খ. একক জায়গা অনুপাতে দেশি জলপাইয়ের তুলনায় প্রতি গাছে তিনগুণ বেশি ফলন পাওয়া যায় ।</p> <p>গ. প্রতি হেক্টর জমিতে দেশি জলপাইয়ের তুলনায় সাতগুণেরও বেশি গাছ লাগানো যায় এবং তা প্রায় ৬০০-১০০০টি ।</p> <p>ঘ. রোপণের ১/২ বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায় ।</p> <p>ঙ. হেক্টর প্রতি ৪০-১০০ টন ফলন পাওয়া যায় ।</p> <p>চ. অর্ধড্রামে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায় ।</p>
৫২	এফটিআইপি বাউ জামরুল - ১ (নাশপাতি)	২০০৬	২০-৩৫	<p>ক. প্রতিটি ফলের ওজন ২০-৩০ গ্রাম ।</p> <p>খ. ফলের মিস্ততা সাধারণত ৯-১৫% । ফল দেখতে গোলাপি রঙের লালচে আভা যুক্ত ।</p> <p>গ. বছরে ২ বার প্রায় একই পরিমাণ ফল ধারণ করে ।</p> <p>ঘ. একটি খোকায় ২-১৫টি ফল থাকে ।</p> <p>ঙ. প্রতি একক জমিতে দেশি জামরুলের তুলনায় তিনগুণের বেশি গাছ লাগানো যায় ।</p> <p>চ. অর্ধড্রামে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায় ।</p>
৫৩	এফটিআইপি বাউ জামরুল - ২ (আপেল)	২০০৬	৩০-৪০	<p>ক. প্রতিটি ফলের ওজন ২০-৪০ গ্রাম ।</p> <p>খ. ফলের মিস্ততা সাধারণত ১০-১৫% । ফল আপেলের মতো লাল রং ধারণ করে ।</p> <p>গ. গাছ বছরে ২ বার একই পরিমাণ ফল ধারণ করে ।</p> <p>ঘ. একটি খোকায় ২-১০টি ফল থাকে ।</p> <p>ঙ. প্রতি একক জমিতে দেশি জামরুলের তুলনায় তিনগুণের বেশি গাছ লাগানো যায় ।</p> <p>চ. অর্ধড্রামে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা যায় ।</p>
৫৪	এফটিআইপি বাউ জামরুল-৩ (আপেল-লম্বা)	২০১০	১.২৫- ৬.২৫	<p>ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের জামরুল ।</p> <p>খ. প্রতিটি ফলের ওজন ৫০-১২৫ গ্রাম । গড় মিস্ততা (বিস্ক) ১০ - ১৩ ।</p> <p>গ. ফল দৈর্ঘ্যে ৬-৮ সেমি. এবং ব্যাস ৫-৬ সেমি. । একটি খোকায়</p>

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				৫- ২৫টি পর্যন্ত ফল থাকে। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. ফল দেখতে লাল রঙের ও লম্বাটে।
৫৫	এফটিআইপি বাউ অর্নামেন্টাল কুমড়া-১	২০১৩	২০১৩	ক. এটি একটি সবুজাভ সাদা চর্মযুক্ত জাত। খ. গোলাকার ও ওপরে-নিচে চ্যাপ্টা। ১০-১২ টি চেম্বার থাকে। গ. এটি একটি শোভাবর্ধনকারী জাত। ঘ. উচ্চফলনশীল।
৫৬	এফটিআইপি বাউ অর্নামেন্টাল কুমড়া-২	২০১৩	২০১৩	ক. এটি লম্বাটে, ওপরের অংশ সরু ও হলুদ রঙের এবং নিচের অংশ হলুদাভ সবুজ রঙের ও কিছুটা মোটা। খ. দুইপাশে কালচে সবুজ শিরার মাঝখানে হালকা হলুদাভ সবুজ খাঁজ থাকে। গ. এটি একটি শোভাবর্ধনকারী জাত।
৫৭	এফটিআইপি বাউ মিষ্টি কুমড়া-১	২০০৯	২০০৯	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৫-১৫ কেজি। খ. এ কুমড়ার পাল্ল মচমচে এবং ফ্রেশ ফলের মতো খাওয়া যায়। গ. পরিপক্ব ফল লালচে হলুদ রং ধারণ করে।
৫৮	এফটিআইপি বাউ অড়বরই -১ (চৈতী)	২০০৬	৮-১৪	ক. গাছ বামন আকৃতি এবং নাবি জাতের। দেশি অড়বরই শেষ হলে এই অড়বরই পরিপক্ব হয়। খ. একক জায়গা অনুপাতে দেশি অড়বরই এর তুলনায় প্রতি গাছে তিনগুণ বেশি ফলন পাওয়া যায়। গ. ১/২ বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। ঘ. চৈত্র মাসে পাওয়া যায় বলে একে চৈতী অড়বরই বলে। ঙ. বছরে দুইবার ফল দেয়। চ. অর্ধড্রামেও চাষ করা যায়।
৫৯	এফটিআইপি বাউ আমলকী - ১	২০০৬	৫-২০	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ১৫-৩০ গ্রাম। খ. ফলের মিষ্টতা ৭-১৩%। গ. একটি খোকায় ৫-৫০ টি ফল থাকে। ঘ. দেশি আমলকী এর চেয়ে অনেক বেশি মিষ্টি। ঙ. কলমকৃত গাছে দুই বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়।
৬০	এফটিআইপি বাউ সফেদা - ১	২০০৬	১০-১৫	ক. অত্যন্ত মিষ্টি ও রসালো। খ. প্রত্যেক ফলের জন্য চারা/কলমের বয়স কত হলে প্রথম ফুল আসে। গ. মিষ্টতা ২১-২৪%। ঘ. গাছ ঝোপালো ও বামন প্রকৃতির।
৬১	এফটিআইপি বাউ সফেদা - ২	২০০৬	৮ - ১২	ক. অত্যন্ত মিষ্টি ও রসালো। খ. প্রতি বছর ফলন দেবে। গ. মিষ্টতা ২০-২৪%।
৬২	এফটিআইপি বাউ সফেদা - ৩ (ওভাল)	২০০৬	১৬ - ২৪	ক. অত্যন্ত মিষ্টি ও রসালো। খ. প্রতি বছর ফলন দেবে। গ. মিষ্টতা ২২-২৪%। ঘ. ফল নিচের দিকে সুচালো।
৬৩	এফটিআইপি বাউ সফেদা - ৪ (গোবেদা)	২০১৬	১৯ - ১৮	ক. অত্যন্ত মিষ্টি ও রসালো।



ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				খ. প্রতি বছর ফলন দেবে। গ. মিষ্টতা ২২-২৪%। ঘ. ফল আকারে অনেক বড় ও গোলাকার।
৬৪	এফটিআইপি বাউ কাজুবাদাম -১	২০০৬	৬ - ১৫	ক. বামন জাতের গাছ। খ. ১ বছরের বীজের গাছে ফল আসে। গ. প্রতি বছর ফলন দেবে।
৬৫.	এফটিআইপি বাউ মাল্টা - ১	২০০৯	২ - ২০	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৭০-২০০ গ্রাম। খ. মাল্টার মিষ্টতা সাধারণত ৯-১৫ মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে বাউ মাল্টা - ১ এর মিষ্টতা ১৭ -২১%। গ. বীজ খুব কম। ঘ. এটি রসালো এবং মিষ্টি। ঙ. এটি একটি বামন জাতের গাছ।
৬৬.	এফটিআইপি বাউ মাল্টা - ২	২০১৬	৩-১৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাতের মাল্টা। খ. ফলের ওজন ২০০-২২৫ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিঞ্জ) ১৮%। ঘ. বীজের সংখ্যা ৬-৮টি। ঙ. গাছের বৃদ্ধিও হার কম। চ. পাকা ফলের রং হলুদাভ সবুজ। ছ. ফল খুব রসালো।
৬৭.	এফটিআইপি বাউ স্ট্রবেরি - ১	২০০৯	৩-১৫	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ১৫ - ৩০ গ্রাম। খ. বাউ স্ট্রবেরি - ১ এর মিষ্টতা ১৪ -২০%। গ. বীজ খুব কম, নরম ও মচমচে। ঘ. এটি বেশ নরম, রসালো, মিষ্টি এবং সুগন্ধযুক্ত ও ফল ইউনিফরম রং ধারণ করে। ঙ. সংরক্ষণকাল বেশি।
৬৮.	এফটিআইপি বাউ ডুমুর - ১	২০০৯	২০০- ১০০০ কেজি/হে.	ক. প্রতিটি ফলের ওজন ৩০ - ৬০ গ্রাম। খ. অন্যান্য ফলের মতো ফ্রেশ ফল হিসাবে খাওয়া হয়। গ. গাছ বামন জাতের। ঘ. পরিপকু ফল লালচে রং ধারণ করে। ঙ. শাঁস হালকা গোলাপি লাল বর্ণের।
৬৯.	এফটিআইপি বাউ ড্রাগন ফল - ১ (সাদা)	২০১০	২০-২৫	ক. গাছ ১.৫-২.৫ মিটার লম্বা হয়। খ. ফল লাল চামড়া ও সাদা ফ্লেশযুক্ত। গ. ফলের ওজন ২০০-৭০০ গ্রাম। ঘ. গড় মিষ্টতা ১৬-২৪%। ঙ. বীজগুলো ছোট, কালো ও নরম।
৭০.	এফটিআইপি বাউ ড্রাগন ফল - ২ (লাল)	২০১০	১৮ -২৪	ক. এ গাছ ১.৫-২.৫ মিটার লম্বা হয়। খ. ফল লাল চামড়া ও লাল ফ্লেশযুক্ত। গ. ফলের ওজন ২০০-৭০০ গ্রাম। ঘ. গড় মিষ্টতা ২০-২৪%। ঙ. বীজগুলো ছোট, কালো ও নরম।
৭১.	এফটিআইপি বাউ ড্রাগন ফল -৩ (হলুদ)	২০১০	১৫- ২০	ক. এ গাছ ১.৫-২.৫ মি. লম্বা হয়। খ. হলুদ চামড়া ও সাদা ফেশযুক্ত। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিঞ্জ) ১৮-২৪%। ঘ. একটি ফলের ওজন ৩০০-৬০০ গ্রাম।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
৭২.	এফটিআইপি বাউ ড্রাগন ফল -৪ (পিংক)	২০১৬	১৪- ২২	ক. এ গাছ ১.৫-২.৫ মি. লম্বা হয় । খ. ফল লাল চামড়া ও পিংক ফ্লেসযুক্ত । গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ১৮-২৪% । ঘ. একটি ফলের ওজন ৩০০-৬০০ গ্রাম ।
৭৩.	এফটিআইপি বাউ লংগান - ১	২০১০	৩ - ৬	ক. গাছ লম্বা প্রকৃতির । খ. পাতা লম্বাটে । গ. ফল মিষ্টি (TSS-১৮%) । ঘ. রোপনের ৩-৫ বছরের মধ্যে ফল আসে ।
৭৪.	এফটিআইপি বাউ লংগান -২ (বোগর)	২০১০	১.০ - ২.৫০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি বামন প্রকৃতির গাছ । খ. ফলের ওজন ২০-৫৫ গ্রাম । গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২০-২৪% । ঘ. এক বছর থেকে দেড় বছরের মধ্যে ফল ধরে । ঙ. চামড়া খয়েরি রঙের এবং সাদা পাল্লযুক্ত ও মিষ্টি ।
৭৫.	এফটিআইপি বাউ তেঁতুল -১ (মিষ্টি)	২০১০	৬ - ১২	ক. ফলের স্বাদ মিষ্টি ও সুস্বাদু কারণ এতে মুক্ত এসিডের পরিমাণ কম থাকে । খ. কাঁচা অবস্থায় ফলের ত্বক শাঁসের সাথে মিশে থাকে এবং পাকার পর ত্বক মেটে রং মিষ্টতার পরিমাণ ধারণ করে এবং শাঁস বীজ থেকে আলাদা হয়ে যায় । গ. পাকার পর ফল অনেক দিন গাছে বুলে থাকে । ঘ. কাঠ দেখতে রক্তাক্ত বাদামি বর্ণের ।
৭৬.	এফটিআইপি বাউ তেঁতুল - ২ (টক)	২০১০	৯ - ১৬	ক. ফল টক স্বাদযুক্ত কারণ এতে মুক্ত এসিডের পরিমাণ বেশি থাকে । খ. কাঁচা অবস্থায় ফলের ত্বক শাঁসের সাথে মিশে থাকে এবং পাকার পর ত্বক মেটে রং ধারণ করে এবং শাঁস বীজ থেকে আলাদা হয়ে যায় । গ. গাছ মাঝারি বড় আকৃতির ।
৭৭.	এফটিআইপি বাউ কদবেল -১ (বনলতা)	২০১০	৬ -১৪	ক. গাছ বামন প্রকৃতির । খ. গাছে প্রচুর পরিমাণে ফল ধরে । গ. গাছে কাঁটার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ।
৭৮.	এফটিআইপি বাউ- রাশুটান-১	২০১০	১ - ২.৫০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত । খ. ফলের ওজন ৩৫-৫০ গ্রাম । লম্বা ৩.৫-৬.০ সেমি. ও চওড়া ২.০-৩.৫ সেমি. । গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২২.২১% । ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ । ঙ. বীজের দৈর্ঘ্য ২.৫০-৩.৫০ সেমি.; প্রস্থ ১.০-১.৫০ সেমি. ।
৭৯	এফটিআইপি বাউ লটকন-১ (গৌরীপুরী)	২০১০	১.৫ -৩.০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের লটকন । খ. ফলের ওজন ২০-৩৫ গ্রাম । গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ১৬-২০% । ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ । থোকায় থোকায় ফল ধরে । ঙ. ছায়াযুক্ত এলাকা পছন্দ করে ।
৮০.	এফটিআইপি বাউ কাঁঠাল - ১	২০১০	২০ - ৪০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী কাঁঠাল । খ. ফলের ওজন ১০-২০ কেজি । গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২২.২১% । ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ এবং ইউনিফর্ম আকারের ফল দেয় । ঙ. কাঁঠালটি দোরসা স্বভাবের ।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
৮১.	এফটিআইপি বাউ লিচু -১ (বোম্বো)	২০১০	৩.৫- ৬.৫	ক. ফলের ওজন ১৫-২০ গ্রাম। খ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ১৭-২২%। গ. এটি একটি লম্বা জাতের গাছ। ঘ. গাছ ৬-৭ মি. লম্বা ও ৫-৬ মি. চওড়া হয়ে থাকে।
৮২.	এফটিআইপি বাউ লিচু - ২ (ঈশ্বরদী)	২০১০	৩.২-৭.৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী একটি আগাম জাতের লিচু। খ. ফলের ওজন ২০-৪০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২০-২৩%। কিন্তু আঁটি বড়। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ গাছ ৫-৬ মি. লম্বা ও ৪-৫ মি. চওড়া হয়ে থাকে।
৮৩.	এফটিআইপি বাউ লিচু - ৩ (চিয়াংমাই)	২০১১	৩-৬	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ২০-৪০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতায় (ব্রিক্স) ২২-২৫%। খোসা পাতলা। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো ও সুমিষ্ট ও আঁটি অনেক ছোট। চ. ইহা একটি নাবি জাত। গাছ লাগানোর এক বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায়।
৮৪.	এফটিআইপি বাউ লিচু - ৪ (মালয়েশিয়ান)	২০১১	৩.৫-৭.৫	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাত। খ. ফলের ওজন ২০-৩৫ গ্রাম। গ. মিষ্টতা (ব্রিক্স) ২০.৫০-২৩.৩০%। খোসা অত্যন্ত পাতলা ও আঁটি ছোট। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ। ঙ. এ ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো ও সুমিষ্ট। চ. ইহা একটি নাবি জাত। গাছ লাগানোর দুই বছরের মধ্যে ফল পাওয়া যায়।
৮৫.	এফটিআইপি বাউ আমড়া - ১ (বারমাসি)	২০১০	৩ - ১৩	ক. এ গাছ ২ - ৩ মিটার লম্বা হয়। খ. ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ফুল ও ফল দেয়। গ. গাছ লাগানোর দুই মাসের মধ্যে ফুল দেয়। ঘ. একটি এক বছরের গাছে ৫০০-১০০০টি পর্যন্ত আমড়া দেয়।
৮৬.	এফটিআইপি বাউ বিলাতি গাব -১	২০১৬	৪-৭	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাতের গাব। খ. ফলের ওজন ১০০-১৫০ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিক্স) ২৫%, আঁটি শূন্য। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ।
৮৭	এফটিআইপি বাউ বিলাতি গাব -২	২০১৬	৪-১০	ক. এটি একটি নিয়মিত ফলধারণকারী জাতের গাব। খ. ফলের ওজন ১২৫-১৭৫ গ্রাম। গ. গড় মিষ্টতা (ব্রিক্স) ২১%, আঁটি শূন্য। ঘ. এটি একটি বামন জাতের গাছ।
৮৮	এফটিআইপি বাউ রসুন -১	২০০৬	১০-১২	ক. ব্যাকটেরিয়া সফট-রট প্রতিরোধী খ. ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কিছু রোগ প্রতিরোধী গ. উচ্চফলনশীল ঘ. সংরক্ষণ গুণ উত্তম।
৮৯	এফটিআইপি বাউ রসুন -২	২০০৬	১২-১৫	ক. উচ্চফলনশীল

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				খ. ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী. গ. পোকামাকড় আক্রমণ কম
৯০	এফটিআইপি বাউ রসুন -৩	২০১১	৯-১০	ক. গাছের পাতা অধিক সবুজ, চওড়া ও দীর্ঘায়িত খ. উচ্চফলনশীল গ. ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী. ঘ. পোকামাকড় আক্রমণ কম
৯১	এফটিআইপি বাউ রসুন -৪	২০১৬	৯-১৩	ক. ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত কিছু রোগ প্রতিরোধী খ. উচ্চফলনশীল গ. সংরক্ষণ গুণ উত্তম ঘ. ব্যাকটেরিয়া সফট-রট প্রতিরোধী ঙ. পোকামাকড় আক্রমণ কম
৯২	এফটিআইপি বাউ-বাউরেস রসুন-৫	২০২০	১০-১৪	ক. অধিক ফলন ১০-১৪ টন/হেক্টর, যেখানে জাতীয় ফলন ৪ টন/হেক্টর। খ. অধিক এ্যালিসিং (১.৫ মি গ্রাম/১০০গ্রাম)। গ. একক রসুনের ওজন ৫০-৭০ গ্রাম। ঘ. বিনা চাষে রসুনের জন্য উপযোগী ঙ. টিপবার্ন ও ফোসকা রোগের প্রকোপ কম।
৯৩	বাউ গাজর- ১	২০১১	২৫-২৮	(১) এটি একটি লম্বাটে পাতায়ুক্ত জাত। (২) মূলের পুরুত্ব ও ওজন বেশি। (৩) এ জাতটি থেকে বীজের ফলন ভালো হয়। (৪) উচ্চফলনশীল।
৯৪	বাউ গাজর- ২	২০১১	২৪-২৭	ক. এটি একটি লম্বাটে পাতায়ুক্ত জাত। তবে BA এর চেয়ে ছোট। খ. মূলের পুরুত্ব ও ওজন বেশি। তবে BA এর চেয়ে ছোট। গ. এ জাতটি থেকে বীজের ফলন ভালো হয়। ঘ. উচ্চফলনশীল।
৯৫	বাউ গাজর- ৩	২০২০	৬০-৭০	ক. এটি একটি আগাম জাতের গাজর (মূলত অগ্রবর্তী কৌলিক সারি, বুনো প্রকৃতির যা পরবর্তী জাত উন্নয়নে ব্যবহার্য)। খ. বিশেষত লবণাক্ততা, খরা ও তাপসহিষ্ণু হওয়ায় সারা দেশেই চাষ করা যায়। গ. প্রতিটি গাজরের গড় ওজন ১০০-১৬০ গ্রাম, ১৪-১৭ সেমি. লম্বা ৩-৪ সেমি. চওড়া। ঘ. চামড়া পাতলা, শাঁস নরম এবং হলুদাভ কমলা রং এর। ঙ. মিষ্টি স্বাদের, লম্বাটে ও পর্যাপ্ত বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। চ. সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায় বলে বীজের আমদানি নির্ভরতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। ছ. ফলন প্রতি হেক্টরে ৬০-৭০ টন।
৯৬	বাউ গাজর- ৪	২০২০	৫০-৮০	ক. এটি একটি আগাম জাতের গাজর (মূলত অগ্রবর্তী কৌলিক সারি, বুনো প্রকৃতির যা পরবর্তী জাত উন্নয়নে ব্যবহার্য)। খ. আগাম জাত, খরা ও তাপসহিষ্ণু লবণাক্ত অঞ্চলব্যতীত সারা দেশেই চাষ করা যায়। গ. প্রতিটি গাজরের গড় ওজন ৯৫-১৩০ গ্রাম, ১২-১৫ সে.মি লম্বা ২.৫-৩.৩ সেমি. চওড়া। ঘ. চামড়া পাতলা, পুরু শাঁস নরম এবং গাঢ় কমলা রঙের। ঙ. মিষ্টি স্বাদের, লম্বাটে ও পর্যাপ্ত বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। চ. সহজেই বীজ উৎপাদন করা যায় বলে বীজের আমদানি নির্ভরতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। ছ. ফলন প্রতি হেক্টরে ৫০-৮০ টন।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
৯৭	বাউ গাজর- ৫	২০২০	৫০-৬০	ক. আগাম জাত, লবণাক্ততা, খরা ও তাপসহিষ্ণু তাই সারা দেশেই চাষ করা যায় । খ. প্রতিটি গাজরের গড় ওজন ১১০-১৮৫ গ্রাম, ১৬-২২ সে.মি লম্বা ৩-৪.৫ সেমি. চওড়া । গ. নরম শাঁসের, রং হলুদাভ কমলা ও চামড়া খুবই পাতলা । ঘ. মিষ্টি স্বাদ, লম্বাটে ধরনের ও পর্যাপ্ত বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ । ঙ. দেশেই বীজ উৎপাদন করা যায় বলে বীজের আমদানি নির্ভরতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব ।
৯৮	এফটিআইপি বাউ মিষ্টিআলু -১ (অরেঞ্জ কিং)	২০২০	৩০-৩৫	ক.এটি একটি কমলা চর্মযুক্ত জাত । খ. গাঢ় কমলা রঙের মাংসল অংশ । গ. বড় আকৃতির আলু । ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ।
৯৯	এফটিআইপি বাউ মিষ্টিআলু -২ (ভায়োলেট কিং)	২০২০	৩০-৪০	ক. এটি একটি বেগুনি চর্মযুক্ত জাত । খ. গাঢ় বেগুনি রঙের মাংসল অংশ । গ. বড় আকৃতির আলু । ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ।
১০০	এফটিআইপি বাউ মিষ্টিআলু -৩ (ক্রিম কিং)	২০২০	৩০-৪০	ক. এটি একটি লালচে চর্মযুক্ত জাত । খ. গাঢ় কালচে থেকে ক্রিম রঙের মাংসল অংশ । গ. বড় আকৃতির বিশিষ্ট আলু । ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ।
১০১	এফটিআইপি বাউ মিষ্টিআলু -৪ (হোয়াইট কিং)	২০২০	৩০-৪০	ক. এটি একটি লালচে চর্মযুক্ত জাত । খ. গাঢ় কালচে থেকে সাদা রঙের মাংসল অংশ । গ. বড় আকৃতির বিশিষ্ট আলু । ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ।
১০২	এফটিআইপি বাউ গোলআলু -১ (কালো ডিম্বাকৃতি)	২০২০	২০-২৫	ক. এটি একটি কালো চর্মযুক্ত জাত । খ. গাঢ় কালচে থেকে গোলাপি রঙের মাংসল অংশ । গ. বড় আকৃতির বিশিষ্ট ডিম্বাকৃতি আলু । ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ।
১০৩	এফটিআইপি বাউ গোলআলু -২ (লালচে হলুদ লম্বাটে)	২০২০	১৮-২০	ক. এটি একটি লালচে হলুদ রং বিশিষ্ট লম্বাটে আলু । খ. ফ্লেশের মধ্য অংশের চতুর্দিকে লাল রঙের রিং এর মতো থাকে । গ. ফ্লেশের কেন্দ্রে হলুদ রঙের অংশ থাকে । ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ।
১০৪	এফটিআইপি বাউ গোলআলু -৩ (হলুদ ডিম্বাকার)	২০২০	১৯-২৬	ক. এটি একটি হলুদ চর্মযুক্ত ও হলুদ ফ্লেশ বিশিষ্ট আলুর জাত । খ. মধ্যম থেকে বড় আকারের ডিম্বাকৃতি জাত । গ. সুদৃশ্য আলু, চোখ অগভীর । ঘ. শাখা-প্রশাখা সরু ও অধিক সংখ্যক ঙ. কিছুটা ছড়ানো ও সবুজ । পাতা ছোট, সরু ও দৃঢ় । চ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ।
১০৫	এফটিআইপি বাউ গোলআলু -৪ (কালো লম্বাটে)	২০২০	১৮-২২	ক. এটি একটি আলো চর্মযুক্ত লম্বাটে আলুর জাত । খ. ফ্লেশ গোলাপি ও লালচে রং বিশিষ্ট । গ. মধ্যম থেকে বড় আকারের আলু । ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
১০৬	এফটিআইপি বাউ গোলআলু -৫ (লালচে লম্বাটে)	২০২০	২২-২৮	ক. এটি একটি লালচে চর্মযুক্ত জাত। খ. বোঁটা থেকে লম্বালম্বি সাদাটে অংশসহ লাল ফ্লেশযুক্ত। গ. ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট। ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন।
১০৭	এফটিআইপি বাউ গোলআলু - ৬ (কালচে- লাল লম্বাটে)	২০২০	২৬-৩৩	ক. এটি একটি কালচে-লাল চর্মযুক্ত জাত। খ. এ জাতের গোল আলুর নিচের দিকে কিনাড়া বরাবর দিকে লাচেট আভাসহ গোলাপি সাদা ফ্লেশযুক্ত। গ. লম্বাটে আকৃতির। ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন।
১০৮	এফটিআইপি বাউ গোলআলু -৭ (হলদে লাল ডিম্বাকার)	২০২০	২৩-২৭	ক. এটি একটি হলদে লাল চর্মযুক্ত জাত। খ. মাঝা-মাঝি কটলে হলদে আভাযুক্ত ফ্লেশ। গ. বড় আকৃতির বিশিষ্ট ডিম্বাকৃতি আলু। ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন।
১০৯	বাউ ইয়াম-১ (পেস্তাআলু)	২০২০	৫০-৬০	ক. কাণ্ড গোল, এবং বামদিকে প্যাঁচিয়ে বেড়ে ওঠে। খ. পাতা অপেক্ষাকৃত বড় এবং হাট আকৃতির। পাতার কক্ষে টেনিস বল আকারের মসৃণ বুলবিল উৎপন্ন হয়। গ. মাটির নিচে সাধারণত ছোট আকৃতির টিউবার উৎপন্ন হয়। ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন। ঙ. হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৬০ টন বুলবিল উৎপন্ন হয়।
১১০	বাউ ইয়াম-২ (মেটেআলু)	২০২০	৮০-১০০	ক. সর্বাধিক চাষকৃত এবং উচ্চফলনশীল জাত। খ. কাণ্ড খাজকাটা এবং ডানদিকে প্যাঁচিয়ে বেড়ে ওঠে। পত্রবৃন্তে উইং থাকে। গ. টিউবার/কন্দ ও বুলবিল দুটোই হয়। মূলত টিউবার সবজি হিসাবে খাওয়া হয়। তবে বুলবিল ও খাওয়া যায়, পোড়ায় বা সবজি হিসাবে। ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ও সুস্বাদু। ঙ. গাছ প্রতি টিউবার ১০-২০ কেজি। টিউবার ফলন ৮০-১০০টন প্রতি হেক্টরে। চ. বুলবিলের ফলন ৫-১০ টন প্রতি হেক্টরে।
১১১.	বাউ ইয়াম-৩ (পাহাড়ী ধূসর আলু)	২০২০	৬০-৭০	ক. এটি একটি লতানো গাছ, কাণ্ড ডানদিকে প্যাঁচিয়ে ওঠে এবং সাধারণত পাহাড়ি এলাকায় এই আলুর চাষ বেশি হয়। খ. বুলবিল ও টিউবার/কন্দ দুটোই হয়। মূলত মাটির নিচে ৫০- ৫৮ সেমি লম্বা টিউবার হয়। আলুর রং হলুদ, পাতলা চামড়া এবং খেতে সুস্বাদু। গ. বুলবিল সাধারণত অসমান গোলাকৃতি এবং ভেতরটা হালকা হলুদ রঙের হয়। বুলবিল পোড়ায় খাওয়া যায়। ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন। ঙ. হেক্টরপ্রতি ফলন টিউবার ৬০-৭০ টন। বুলবিল ৩-৫ টন।
১১২.	বাউ ইয়াম-৪ (ছাগল দুধ আলু)	২০২০	৮০-১০০	ক. এটি একটি লতানো, দ্রুতবর্ধনশীল, কাঁটারবিহীন উদ্ভিদ। খ. কাণ্ড খাজকাটা এবং ডানদিকে প্যাঁচিয়ে বেড়ে ওঠে। পত্রবৃন্তে উইং থাকে। গ. টিউবার/কন্দ হয় কিন্তু বুলবিল অনুপস্থিত। টিউবার গোল লম্বাটে আকৃতির, মাংশল অংশ দুধের মতো সাদা, কিছুটা মিষ্টি এবং খুবই সুস্বাদু। মূলত টিউবার সবজি হিসাবে মাছ, মাংস, ভর্তা করে খাওয়া যায়।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
				ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ও সুস্বাদু। ঙ. গাছ প্রতি টিউবার ১০-২০ কেজি। টিউবার ফলন ৮০-১০০টন প্রতি হেক্টরে।
১১৩.	বাউ ইয়াম-৫ (মৌ আলু)	২০২০	৬০-১০০	ক. কাণ্ড গোল, সরু কাটাময় এবং বামদিকে প্যাঁচিয়ে বেড়ে ওঠে। এটি গ্রামবাংলায় খুবই জনপ্রিয় ও সর্বত্র চাষযোগ্য মেটে আলু খ. উদ্ভিদ সাধারণত লম্বায় ৭-১০ ফিটের বেশি হয় না। বুলবিল অনুপস্থিত। গ. মাটির নিচে ছোট আকৃতির অনেক টিউবার/কন্দ গুচ্ছাকারে উৎপন্ন হয়। ভেতরের মাংসল সাদা, পিচ্ছিল এবং চামড়া পাতলা সোনালি রঙের। ঘ. উচ্চফলনশীল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন ও খুবই সুস্বাদু। ঙ. ফলন টিউবার ৬০-১০০ টন।
১১৪.	বাউ কলা -১ (কুলপাত কলা)	২০২০	৭০-১১০	ক. সুস্বাদু কলা। খ. কলার দানা বড় এবং একক কলা ৩০-৫০ গ্রাম। গ. বীজবিহীন। ঘ. মিষ্টতা ১৫-১৮ (TSS)। ঙ. হেক্টরপ্রতি ফলন ৭০-১১০ টন। চ. চামড়া খুবই পাতলা।
১১৫.	বাউ কলা-২ (গেরাসুন্দরী)	২০২০	৬০-৮০	ক. উচ্চফলনশীল, রোগ বালাইসহিষ্ণু জাত। খ. গাছ লম্বা হয়। গ. প্রতি ছড়ি কলার ওজন ২০-২৫ কেজি। ঘ. প্রতি হেক্টর ফল ৬০-৮০ টন। ঙ. ২/১টি বীজ থাকে। চ. প্রতিটি কলার ওজন ৮০-১২০ গ্রাম।
১১৬.	বাউ কলা -৩ (অগ্নিশ্বর)	২০২১	৫০-৬০	ক. সুস্বাদু কলা। খ. কলার রং লাল এবং একক কলার ওজন ৩০-৫০ গ্রাম। গ. বীজ বিহীন। ঘ. মিষ্টতা ১৭-১৮ (TSS)। ঙ. হেক্টর প্রতি ফলন ৫০-৬০ টন। চ. চামড়া খুবই পাতলা।
১১৭.	বাউ কলা-৪ (জাতকলা)	২০২১	৬০-৮০	ক. উচ্চফলনশীল, রোগ বালাইসহিষ্ণু জাত। খ. গাছ লম্বা হয়। গ. প্রতি ছড়ি কলার ওজন ২০-২৫ কেজি। ঘ. প্রতি হেক্টর ফল ৬০-৮০ টন। ঙ. মাঝে মধ্যে ২/১টি বীজ থাকে। চ. প্রতিটি কলার ওজন ৮০-১২০ গ্রাম।
১১৮.	বাউ কলা-৫ (মস্তকবিহীন)	২০২১	৫০-৬০	ক. উচ্চফলনশীল, রোগ বালাইসহিষ্ণু জাত। খ. কলার মোচা ছাড়া ফল হয়। গ. প্রতি ছড়ি কলার ওজন ১৫-২০ কেজি। ঘ. প্রতি হেক্টর ফল ৫০-৬০ টন। ঙ. বীজবিহীন কলা। চ. প্রতিটি কলার ওজন ৮০-১২০ গ্রাম।

ক্রমিক নং	জাতের নাম	অবমুক্ত সন	ফলন (টন/হেক্টর)	বৈশিষ্ট্য
১১৯	বাউ কচু-১ (পঞ্চমুখী কচু)	২০২১	৪০-৫০	ক. উচ্চফলনশীল ৪০-৫০ টন প্রতি হেক্টরে। খ. গালে ধরে না। গ. প্রসেসিংয়ের জন্য উপযুক্ত জাত। ঘ. রোগবালাই কম। ঙ. পাহাড় ও সমতল ভূমিতে জন্মানোর উপযোগী। চ. যত্ন কম লাগে।
১২০	বাউ কচু-২ (পইডনাল কচু)	২০২১	৩৫-৫০	ক. উচ্চফলনশীল ৩৫-৫০ টন/হেক্টরে খ. গালে ধরে না। গ. সবজি হিসাবে খবুই সুস্বাদু। ঘ. পাতা ও করম খাওয়া যায়। ঙ. রোগ বালাই কম।
১২১	বাউ ওলকচু-১	২০২১	৪০-৬০	ক. উচ্চফলনশীল ৪০-৬০ টন/হেক্টরে। খ. গাল চুলকায় না। গ. বেশি যত্ন লাগে না। ঘ. অমৌসুমে সবজি সরবরাহ হয়। ঙ. পাতাও সবজি হিসাবে খাওয়া হয়। চ. লবণ মাটিতে জন্মায়।
১২২	বাউ মানকচু-১	২০২১	২৫-৩৫	ক. উচ্চফলনশীল ২৫-৩৫ টন/হেক্টরে। খ. গাল চুলকায় না। গ. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। ঘ. পাহাড়ি, লবণাক্ত ও সমতলভূমিতে চাষযোগ্য।
১২৩	বাউ সালাদ কচু	২০২১	৩০-৪০	ক. পাতা ও করম সরাসরি বা রান্না করে খাওয়া যায়। খ. গলা চুলকায় না। গ. উচ্চফলনশীল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন। ঘ. ফলন ৩০-৪০ টন/হেক্টরে।
১২৪	বাউ মাল্টা-৩	২০২১	৪০-৫০	ক. বাউ মাল্টা-৩ অত্যন্ত ভালো একটি মাল্টার জাত। খ. মিষ্টতা- (TSS. ১৯-২২) ও রসালো। গ. গড় ফলের ওজন ৩৫০ গ্রাম। ঘ. হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০-৫০ টন। ঙ. রোপণের ১ বছরের মধ্যে ফলন। চ. ছাদ বাগানের জন্য উপযোগী।
১২৫	বাউ বিলাতি গাব-২	২০২১	৩০-৪০	ক. সম্পূর্ণ বীজবিহীন। খ. ওজন ৩০০-৫০০ গ্রাম। গ. মিষ্টতা ১৫-১৭ (TSS) ঘ. ফলন ৩০-৪০ টন/হেক্টরে।
১২৬	বাউ পেঁয়াজ-১ (গ্রীষ্মকালীন)	২০২১	২০-৩০	ক. এককোষী বাস্ক। খ. ড্রাই মিটার হাই। গ. সংরক্ষণ গুণ ভালো (৯ মাস পর্যন্ত)। ঘ. উচ্চ ফলনশীল (২০-৩০ টন/হেক্টরে)। ঙ. উচ্চ বাঁজ সম্পন্ন।
১২৭	বাউ পেঁয়াজ-২ (শীতকালীন)	২০২১	২৫-৩০	ক. এককোষী বাস্ক। খ. রং লালচে। গ. মাঝারি মাত্রার বাঁজালো, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ। ঘ. সংরক্ষণ গুণাগুণ ভালো। ঙ. ফলন ২৫-৪০ টন/হেক্টরে।



জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত জাতের তথ্য (হাইব্রিড)

বিস্তারিত জানতে : [www.sca.gov.bd](http://www.sca.gov.bd)

নতুন উদ্ভাবিত ও অবমুক্ত জাতের তথ্য (ইনব্রিড)

প্রতিষ্ঠানের নাম	উদ্ভাবিত ও অবমুক্ত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য
ব্রি	৮	ব্রি ধান ১০৩ BR(Bio)8961- AC26-16	দানা লম্বা ও চিকন, ডিগ পাতা খাঁড়া
		ব্রি ধান ১০৪ (BR8862-29-1-5-1- 3)	প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সুগন্ধী জাত, চালের আকৃতি লম্বা ও চিকন(৭.৩৬৮ মিমি.) ডিগ পাতা খাঁড়া, অ্যামাইলোজ ২৯.২%
		ব্রি ধান ১০৫ (BRC266-5-1-1-1)	লো জিআই গুণসম্পন্ন জাত (৫৫.২০)
		ব্রি ধান ১০৬ (BR8781-16-1-3- P2)	অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা এলাকা উপযোগী, বারে পড়া সহনশীল, ধানের দানা মাঝারি মোটা
বিডব্লিউএমআরআই	১	বিডব্লিউএমআরআই গম- ৪(BAW1290)	মরিচা রোগ ও পাতায় দাগ রোগ প্রতিরোধী, জাতটি খাটো হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না
এসিআই	২	এসিআই গম- ১(ASRBC/0037/1)	এ জাতের দানায় প্রোটিনের পরিমাণ ১৩.২% এবং গ্লুটেনের পরিমাণ ৩২.০২%
		এসিআই গম- ২(ASRBC/0020/2)	প্রোটিনের পরিমাণ ১২.৯% এবং গ্লুটেনের পরিমাণ ২৮.৯%
বিজেআরআই	১	বিজেআরআই কেনাফ-৫ KBL-155 (1)	অন্যান্য জাতের তুলনায় জাতটিতে কাঁটা কম হওয়ায় সহজে ফসল কর্তন করা যায়
	১	বিজেআরআই তোষাপাট- ৯ (0-043-7-9)	বিজেআরআইতোষাপাট-৮ এর চেয়ে জাতটি লম্বা
বিনা	১	বিনা ধান-২৬ (IR57515 TMI-8-1- SRM-1-1)	দানা লম্বা চিকন
এসিআই	১	এসিআই ধান-০১	জিংকসমৃদ্ধ জাত(২৪.৮ মিগ্রা/কেজি)

## নিবন্ধিত জাতের তথ্য (হাইব্রিড)

প্রতিষ্ঠানের নাম	নিবন্ধিত জাতের সংখ্যা	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট্য
১	২	৩	৪
এসিআই	৩	এসিআইহাইব্রিড ধান-১৪ (Qyou6)	ধানের দানা মোটা
		এসিআইহাইব্রিড ধান-১৫ (AH3)	ধানের দানা লম্বা ও চিকন
		এসিআইহাইব্রিড ধান-১৬ (minishail1)	চাল চিকন
মাহিকো বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড	২	মাহিকো হাইব্রিড ধান ৬(RXEL-35)	ধান মাঝারি মোটা
		মাহিকো হাইব্রিড ধান ৮(MRP-5409)	চাল মোটা
ব্র্যাক	১	ব্র্যাক হাইব্রিড ধান ২০ (BHR085) (shakti04)	ডিগ পাতা চওড়া, শীষ উপরের দিকে থাকে
সুপ্রীম সীড কোম্পানি লিমিটেড	২	সুপ্রীম হাইব্রিড ধান ১৪ (Heera14) (SHD-9549)	ডিগ পাতা খাঁড়া এবং সবুজ, চাল চিকন
		সুপ্রীম হাইব্রিড ধান ১৫ (Heera15) (PAN8385)	চাল চিকন
এসিআই এগ্রোলিংক লিমিটেড	১	এসিআই এগ্রোলিংক হাইব্রিড ধান ২ (Q58)	দানা মোটা
ফার্মার্স সীড কোম্পানি লিমিটেড	১	ফার্মার্স হাইব্রিড ধান ১ (Xiangyou-98)	চাল মাঝারি মোটা
ব্রি	১	ব্রিহাইব্রিড ধান ৮	চাল লম্বা ও চিকন
প্রি এস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড	২	প্রিএসএগ্রোহাইব্রিড ধান ৩ (CUU DA VHE S01)	চাল মোটা
		প্রিএসএগ্রোহাইব্রিড ধান ৪ (CUU 2009)	চাল মোটা
আমেরিকান অ্যাডভান্সড এগ্রো লিমিটেড	১	আমেরিকান অ্যাডভান্সড এগ্রো হাইব্রিড ধান ১	চাল চিকন
অসবাংলা এগ্রো লিমিটেড	১	অসবাংলা হাইব্রিড ধান ১	চাল মাঝারি মোটা

তথ্য সূত্র : বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি-২০২৩

## আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির তথ্যচিত্র

যন্ত্রপাতির নাম		বিবরণ
<p>কম্বাইন হারভেস্টার ক. হেডফিড কম্বাইন হারভেস্টার হারভেস্টার</p>	<p>খ. হোলফিড কম্বাইন</p>	<p>কম্বাইন হারভেস্টার দ্বারা ঘণ্টায় ১ একর জমির ধান ও গম কাটা, মাড়াই, বাড়াই ও বস্তাবন্দী করা যায় এবং হেলে পড়া ফসলও কাটা যায়। কম্বাইন হারভেস্টার দুই ধরনের- হেড ফিড এবং হোল ফিড। হেড ফিড কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটলে খড় আস্ত থাকে, খড় টুকরো টুকরো হয় না। হোলফিড কম্বাইন হারভেস্টার দিয়ে ধান কাটলে খড় আস্ত থাকে না, খড় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই যন্ত্রের একর প্রতি খরচ ৪৫০০ -৫৫০০ টাকা।</p>
<p>ক. রিপার</p>	<p>খ. রিপার বাইন্ডার</p>	<p>এ যন্ত্র দিয়ে ঘণ্টায় ৩০-৩৫ শতাংশ ধান এবং ৪৫-৬০ শতাংশ গম কাটা যায়। হেলে পড়া ধান বা গম কাটা যায়। জমিতে কিছুটা পানি থাকলেও যন্ত্রটি দিয়ে ফসল কাটা যায় (এটেল মাটি ছাড়া)। কাটা ধান বা গম ডান পাশে সারিবদ্ধভাবে পড়ে, যাতে সহজে আঁটি বাঁধা যায়। জ্বালানি খরচ পেট্রোল ০.৮ লিটার/ঘণ্টা। রিপার বাইন্ডারের কাজ রিপারের অনুরূপ। তবে এ যন্ত্রটি ফসল কাটার সাথে সাথে আঁটি বেধে আঁটি সারিবদ্ধভাবে ফেলে রাখে।</p>
<p>ক. সিডার</p>	<p>খ. বেড প্লান্টার</p>	<p>এ দুটিই পাওয়ার টিলার চালিত যন্ত্র। যন্ত্রটি দ্বারা একই সাথে জমি তৈরি ও বীজ বপন করা যায়। এ যন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিতভাবে ধান, গম, ভুট্টা, পাট, তেলবীজ ও ডালজাতীয় শস্য বপন করা যায়। ফসল অনুযায়ী বীজের হার, সারি থেকে সারির দূরত্ব এবং মাটি ও ফসল অনুযায়ী বীজের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় ২৫-২৭ শতাংশ জমিতে বীজ বপন করা যায়। বেডে ফসল চাষ করলে সেচ খরচ ও সময় ২৫% সাশ্রয় হয়।</p>
<p>রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ক. রাইডিং টাইপ</p>	<p>খ. ওয়াকিং টাইপ</p>	<p>স্বল্প সময়ে অধিক জায়গায় ধানের চারা নির্দিষ্ট দূরত্বে, সারিবদ্ধভাবে, নির্দিষ্ট সংখ্যায়, নির্দিষ্ট গভীরতায় লাগানোর কাজে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্র দ্বারা চারা রোপণের জন্য ট্রে অথবা পলিথিন সিটের উপর চারা উৎপাদন করতে হয়। ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট ২০-২২ দিন বয়সের চারা এ যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে রোপণ করা যায়।</p>

<p>ক. পাওয়ার থ্রেসার</p> 	<p>খ. মেইজ শেলার</p> 	<p>এ দুটি যন্ত্র ফসল মাড়াই কাজে ব্যবহৃত হয়; স্থানীয় কারখানায় তৈরি ও মেরামত করা যায়; পরিচালনা ও মেরামত খরচ কম; মাড়াইকৃত শস্যের গুণগতমান বজায় থাকে; ভিজা/শুকনো ধান ও গম মাড়াই করা যায়।</p>
<p>পাওয়ার উইডার</p> 	<p>সারিবদ্ধভাবে রোপণকৃত ধানের জমির আগাছা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দমন করা যায়; আগাছা দমন ও সার প্রয়োগের পর সার মাটির সাথে ভালোভাবে মিশে যায়, ফলে সারের কার্যকারিতা ও ফসলের উৎপাদন বাড়ে; এ যন্ত্র দিয়ে একজন চালক একদিনে ৫-৬ বিঘা জমিতে নিড়ানি দিতে পারবে।</p>	
<p>এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প</p> 	<p>সাধারণ পাম্পের তুলনায় ডাবল পানির নিশ্চয়তা; ৫০% জ্বালানি সশরী ১০-১৬ হর্সপাওয়ার ৩০-৬৫ লিটার/প্রতি সেকেন্ড; নদী, খাল, বিল ও পুকুর থেকে পানি তুলতে পারে; কাঁচা দিয়ে পাইপের মুখ বন্ধ করে টিউবঅয়েলে পানি উঠানোর প্রয়োজন হয় না।</p>	
<p>আঁশকল</p> 	<p>সাইজ : লম্বা ১১৪ ইঞ্চি, চওড়া ৬১ ইঞ্চি, উচ্চতা ৪৬ ইঞ্চি; ওজন : ৪৯৫ কেজি (ইঞ্জিনসহ); শক্তি : ১৬ হর্স পাওয়ার (ডিজেল ইঞ্জিন); ক্ষমতা : ২০ শতাংশ জমির পাটের আঁশ কাঁচা অবস্থায় ছাড়ানো যায়/প্রতি ঘণ্টা।</p>	
<p>খড় ও ঘাস কাটার যন্ত্র</p> 	<p>শুকনো খড় ও কাঁচা ঘাস কর্তন করা যায়। সাইজ : দৈর্ঘ্য ৪৬ ইঞ্চিপ্রস্থ ২০ ইঞ্চিউচ্চতা ৩৬ ইঞ্চি; ওজন : ৮৫ কেজি (মটর সহ); শক্তি: ২ হর্স পাওয়ার ২২০ ভোল্ট, ২৮০০ আরপিএস; ক্ষমতা : কাঁচা ঘাস ১০০০ কেজি, শুকনো খড় ৮০০ কেজি প্রতি ঘণ্টা।</p>	
<p>পাওয়ার স্প্রেয়ার</p> 	<p>যন্ত্রটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় কম খরচে স্প্রে করা যায়; এ যন্ত্র দিয়ে কম সময়ে অনেক বেশি জায়গায় স্প্রে করা যায়; সঠিক ফলন ছাড়াও যে কোনো ফল বা সবজি বাগানের জন্য বিশেষ উপযোগী।</p>	

<p>পটেটো ডিগার</p> 	<p>পাওয়ার টিলার চালিত আলু উত্তোলন যন্ত্র মাটির নিচে থাকা সব আলুকে মাটির উপর বিছিয়ে রাখে; যন্ত্র ব্যবহারে ৫৮% শ্রমিক সাশ্রয় হয় এবং ৩৯% খরচ সাশ্রয় হয়; ঘণ্টায় ১.০-১.৫ লিটার ডিজেল খরচ হয়, এক বিঘা জমির আলু তুলতে ১-১.৫ ঘণ্টা সময় লাগে।</p>
<p>আলুর চিপস তৈরি যন্ত্র</p> 	<p>চিপস তৈরির স্লাইসার দিয়ে ঘণ্টায় ৬০ কেজি আলু স্লাইস করা যায়, স্লাইসার পুরুত্ব হয় ১.৫ মিমি; সোলার ড্রায়ারে সহজে আলুসহ অন্যান্য ফল ও সবজি শুকানো যায়; আলুর চিপস তৈরির জন্য বিশেষভাবে তৈরিকৃত; খোলা মাঠে শুকানোর চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শুকানো যায়।</p>
<p>ক্যারোট (গাজর) ওয়াসার</p> 	<p>সবজির গায়ে লেগে থাকা ময়লা, ধুলাবালি, জীবাণু দূরীভূত হয় এমনকি E-coli, Salmonella দূর হয়; প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ৬৭% অর্থ, ৬৭% শ্রমিক এবং ৪০% সময় সাশ্রয় হয়; যন্ত্র দিয়ে প্রতি ব্যাচে ১২০ কেজি গাজর ৫-৬ মিনিটে ধোত করা যায়।</p>

### বস্তায় আদা চাষ পদ্ধতি

আদা বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ মসলাজাতীয় ফসল। বাংলাদেশে ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে ২.৮৮ লাখ মেট্রিক টন আদা উৎপাদিত হয়, যা দেশের চাহিদার ৪.৮১ লাখ মেট্রিক টন এর তুলনায় খুবই নগণ্য। আদার গড় ফলন ১১.২৮ টন/হেক্টর। এই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীগণ বারি আদা-১, বারি আদা-২ ও বারি আদা-৩ নামে তিনটি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন। যার ফলন ৩০-৩৯ টন/হেক্টর। উৎপাদন কম হওয়ার কারণ আদা চাষের উপযোগী জমির অভাব এবং কন্দ পচা রোগের ব্যাপক আক্রমণ হওয়া। কন্দ পচা রোগের কারণে আদার ফলন শতকরা ৫০-৮০ ভাগ পর্যন্ত কম হয়ে যায়। প্রতি বছর এ দেশের জনসংখ্যা, আবাসনের জন্য ঘরবাড়ি, যোগাযোগের জন্য রাস্তা এবং কলকারখানা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রেক্ষিত কারণে কমে যাচ্ছে আবাদি জমি। বাংলাদেশে এই বাড়তি জনসংখ্যার খাদ্য নিশ্চয়তার জন্য শুধু আবাদি জমির উপর নির্ভর করলে হবে না। এ পরিস্থিতিতে চাষ অযোগ্য পতিত জমি বা বসতবাড়ির চারদিকে অব্যবহৃত স্থান, লবণাক্ত এলাকা, খারীয় এলাকা, নতুন ফল বাগানের মধ্যে, বিল্ডিংয়ের ছাদে, বস্তায় আদা চাষ করে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে। বস্তায় আদা চাষ করে বাংলাদেশে যে আদার ঘাটতি রয়েছে তা সহজেই পূরণ করা সম্ভব।

#### বস্তায় আদা চাষের সুবিধা

- \* এ পদ্ধতিতে আবাদি জমির প্রয়োজন হয় না;
- \* যে কোন পরিত্যক্ত জায়গা, বসতবাড়ির চারদিকে ফাঁকা জায়গা, লবণাক্ত এলাকা, বাড়ির ছাদে সহজেই চাষ করা যায়;
- \* একই জায়গায় বারবার চাষ করা যায়;
- \* এ পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ অনেক কম। প্রতি বস্তায় ২০-২৫ টাকা খরচ করে বস্তা প্রতি ১-২ কেজি আদা উৎপাদন করা যায়;
- \* এ পদ্ধতিতে আদা চাষ করলে কন্দপচা রোগ হয় না। যদিও কখনো রোগ দেখা যায় তখন গাছসহ বস্তা সরিয়ে ফেলা যায়, ফলে কন্দপচা রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে না;

\* বস্তায় আদা চাষ করলে নিড়ানানহ অন্যান্য পরিচর্যার তেমন দরকার হয় না ফলে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়।

**মাটি ও আবহাওয়া :** জৈব পদার্থ সম্পৃক্ত দো-আঁশ, বেলে দো-আঁশ ও উঁচু জায়গা বস্তায় আদা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

**বস্তায় মিশ্রণ তৈরির পদ্ধতি :** সিমেন্টে খালি বস্তা বা অন্য বস্তায় আদা চাষের জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলো একত্রে মিশ্রণ করে আদা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে একত্রে পালা/ডিবি করে, পলিথিন দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে। যাতে বাতাস প্রবেশ না করে। প্রতি বস্তায় প্রথমে মাটি ১০-১২ কেজি, গোবর ৫ কেজি, ভার্মি কম্পোস্ট ২ কেজি, ইউরিয়া ২০ গ্রাম, টিএসপি ২০ গ্রাম, এমওপি ১৫ গ্রাম, ডিএপি ১০ গ্রাম, ছাই ১ কেজি, কারটাপ/কার্বোফুরান ১০ গ্রাম, দস্তা বা জিংক ৫ গ্রাম এবং বোরন ৫ গ্রাম মিশিয়ে নিতে হবে। মিশ্রণ তৈরির সময় অর্ধেক এমওপি (৭.৫ গ্রাম) এবং সম্পূর্ণ মাটি, গোবর, কম্পোস্ট, ছাই, টিএসপি, জিংক, বোরন সব একত্রে মিশিয়ে দিতে হবে। চাহিদার অর্ধেক ইউরিয়া (১০ গ্রাম) আদা রোপণের ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া (১০ গ্রাম) ও এমওপি (৭.৫ গ্রাম) সমানভাবে দুই কিস্তিতে যথাক্রমে ৫ গ্রাম ও ৩.৭৫ গ্রাম করে রোপণের যথাক্রমে ৮০ দিন ও ১১০ দিন পর বস্তায় প্রয়োগ করতে হবে।

**আদা রোপণের সময় :** এপ্রিল-মে (চৈত্র-বৈশাখ) মাসে আদা লাগাতে হয়। তবে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ আদা লাগানোর উপযুক্ত সময়।

**বস্তায় মিশ্রণ ভরাট করা :** বস্তায় আদা লাগানোর পূর্বে প্রতি বস্তায় তৈরিকৃত মিশ্রণ এমনভাবে ভরাতে হবে যাতে বস্তার উপরের দিকে ১-২ ইঞ্চি ফাঁকা থাকে।

**বস্তা সাজানোর/স্থাপন পদ্ধতি :** ৩ মিটার চওড়া ও সুবিধা মতো দৈর্ঘ্যের বেড তৈরি করতে হবে। একটি বেড থেকে অন্য বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি: ড্রেন রাখতে হবে। ড্রেনের মাটি বেডের উপর দিয়ে বেডকে উঁচু করে নিতে হবে, যাতে বেডে বৃষ্টির পানি জমাট বেঁধে না থাকে। এরপর প্রতি বেডে ২টি সারি এমনভাবে করতে হবে, যেন এক সারি থেকে অন্য সারির মাঝে ১ মিটার দূরত্ব বজায় থাকে। প্রতি সারিতে ৮-১০ ইঞ্চি পর পর পাশাপাশি ২টি বস্তা স্থাপন করতে হবে।

**বীজের আকার ও রোপণ পদ্ধতি :** প্রতি বস্তায় ৪৫-৫০ গ্রামের একটি বীজ মাটির ভেতরে ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি গভীরে লাগাতে হবে। বীজ লাগানোর পর মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

**বীজ শোধন :** বস্তায় আদা রোপণের পূর্বে ২ গ্রাম থ্রিরাইম (৩৭.৫%) + কার্বোক্সিন (৩৭.৫%) গ্রুপের প্রোভেন্স প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে, এক কেজি আদা বীজ এক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর ভেজা আদা পানি থেকে উঠিয়ে ছায়ায় রেখে শুকিয়ে বস্তায় রোপণ করতে হবে।

**আন্তঃপরিচর্যা :** বস্তায় আদা চাষ করলে আগাছা তেমন হয় না। যদি আগাছা দেখা যায়, নিড়ানি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সার প্রয়োগের সময় মাটি আলগা করে গাছের গোড়া থেকে দূরে সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

**সেচ :** বৃষ্টি না হলে বস্তায় প্রথম দিকে হালকাভাবে বাঝরি দ্বারা অল্প পরিমাণে সেচ দিতে হবে। তবে বৃষ্টি স্বাভাবিক মাত্রায় হলে সেচের প্রয়োজন হয় না।

## বালাই ব্যবস্থাপনা

**কন্দ পঁচা রোগ :** বর্ষাকালে গাছে এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়। গাছের নিচের দিকের পাতার প্রান্তভাগে প্রথমে হলুদাভ দেখায় এবং পর্যায়ক্রমে তা পাতার কিনারা ও পত্র ফলকের দিকে বিস্তার লাভ করে। গাছের পাতা হলুদ হয়ে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে। পচনের ফলে কন্দ নরম হয়ে অভ্যন্তরীণ টিস্যু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। আক্রান্ত রাইজম থেকে একধরনের গন্ধ বের হয়।

**দমন পদ্ধতি :** বীজ আদার জন্য শুধু সুস্থ ও রোগজীবাণু মুক্ত গাছ নির্বাচন করতে হবে; বীজ আদা রিডোমিল গোল্ড/প্রোভেক্স ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজ কন্দ শোধন করে রোপণ করতে হবে; যদি কোন কারণে গাছ আক্রান্ত হয় তবে আক্রান্ত বস্তা সরিয়ে ফেলতে হবে।

**পোকামাকড় :** বাড়ন্ত গাছে পাতাখেকো পোকা অনেক সময় পাতার ব্যাপক ক্ষতি করে ফলে এবং গাছের সালোকসংশ্লেষণ হ্রাস পায়। এতে ফলন কমে যায়।

**দমন পদ্ধতি :** এ পোকা দমনের জন্য ১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার বিকাল বেলায় ০.৫% হারে মার্শাল প্রতি লিটার হারে ডাস্টবার্ন বা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের ওষুধ স্প্রে করতে হবে।

**ফসল সংগ্রহ :** সাধারণত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বস্তা থেকে আদা উঠানো হয়। আদা পরিপক্বতা লাভ করলে গাছের পাতা ক্রমশ হলুদে হয়ে কাণ্ড শুকাতে শুরু করে। এ সময় মাটি তুলে বোড়ে ও শিকড় পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করা হয়।

**ফলন :** সাধারণত প্রতি বস্তায় জাতভেদে ১-৩ কেজি পর্যন্ত আদার ফলন পাওয়া যায়।

**বীজ আদা সংরক্ষণ :** বীজ আদা ছায়াযুক্ত স্থানে মাটির নিচে গর্ত বা পিট তৈরি করে সংরক্ষণ করা হয়। গর্তের নিচে ১ ইঞ্চি পরিমাণে বালু দিয়ে তার উপর বীজ আদা রেখে মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। এতে করে বীজ আদা শুকিয়ে ওজন কমার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

**তথ্য সূত্র :** মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বগুড়া (বিএআরআই)

## টেলিভিশনে কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান

টেলিভিশন চ্যানেল	কৃষি অনুষ্ঠান	সম্প্রচার দিন	সম্প্রচার সময়	পুনঃসম্প্রচার
বাংলাদেশ টেলিভিশন	মাটি ও মানুষ	বৃহস্পতি, শুক্রবার ও শনিবার	সন্ধ্যা ৬.২০ মি.	
	বাংলার কৃষি	প্রতিদিন	সকাল ৭.৪০ মি.	পরের দিন
	কৃষি সংবাদ	প্রতিদিন	খবরের সঙ্গে নিয়মিত প্রচার করা হয়।	-
চ্যানেল আই	হৃদয়ে মাটি ও মানুষ	শনিবার	রাত ৯.৩০ মি.	রোববার দুপুর ১১.৩০ মি.
	হৃদয়ে মাটি ও মানুষের ডাক	বৃহস্পতিবার	বিকাল ৩.০৫ মি.	-
	কৃষি সংবাদ	প্রতিদিন	বিকাল ৫.০০ মি.	-
বৈশাখী	কৃষি ও জীবন	রবিবার	সন্ধ্যা ৬.২০ (পাফিক)	সোমবার রাত ২.৩০ মি.
বাংলাভিশন	শ্যামল বাংলা	বুধবার	সকাল ৮.০০	
জিটিভি	সবুজ বাংলা	সোমবার	রাত ৯.৩০ মি.	রাত ৯.৩০ মি.
দীপ্তটিভি	দীপ্ত কৃষি	প্রতিদিন	বিকাল ৪.৩০ মি.	বিকাল ৪.৩০ মি.
আরটিভি	কৃষি ও কৃষ্টি	বৃহস্পতিবার	বিকাল ৫.৩০ মি.	
এটিএন বাংলা	সোনালী দিন	বুধবার	সন্ধ্যা ৬.১৫ মি.	বুধবার রাত ২.৩০ মি.
	মাটির সুবাস	শনিবার	সকাল ১১.৩০ মি.	
চ্যানেল ২৪	কৃষি২৪	রবি থেকে বৃহস্পতি	বিকাল ৪.৪০ মি.	-
	রূপান্তরের কৃষি	শনিবার (সাপ্তাহিক)	বিকাল ৪.৪০ মি.	রাত ১.৩০ মি.
চ্যানেল ৯	কৃষি জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ ফোন লাইভ	শুক্রবার	সন্ধ্যা ৬.০০ মি.	



বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচারিত কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	লগন	সম্প্রচারের সময়	স্থায়িত্ব মিনিট	অনুষ্ঠান ধরন	মন্তব্য	
ঢাকা	দেশ আমার মাটি আমার	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৭.০৫-৭.৩০	২৫	জাতীয়	প্রতিদিন	
	কৃষি সমাচার	প্রভাতি	সকাল ৭.৫০-৮.০০ (শীতকালীন)	১০	জাতীয়	প্রতিদিন	
			অক্টোবর-মার্চ				
				সকাল ৬.৫০-৭.০০ (গ্রীষ্মকালীন)			
	সোনালি ফসল	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.০৫-৬.৩৫	৩০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন	
	সবুজ প্রান্তর	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৫.৫০-৬.০০	১০	আঞ্চলিক	প্রতি শুক্রবার	
	শস্য শ্যামল	রাত্রীকালীন	রাত ৮.৩০-৯.০০	৩০	জাতীয়	মাসের দ্বিতীয় শুক্রবার	
আমার দেশ	বৈকালিক	বিকাল ৪.০৫-৪.৩৫	৩০	জাতীয়	প্রতিদিন		
চট্টগ্রাম	কৃষি সমাচার	প্রভাতি	সকাল ৬.০৫-৬.১০ ৬.৫৫-৭.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন	
	কৃষি খামার	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.১০-৬.৫০	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন	
খুলনা	কৃষি সমাচার	প্রভাতি	সকাল ৬.২৫-৬.৩০ ৭.৫৫-৮.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন	
	চাষাবাদ	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.১০-৬.৫০	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন	
রংপুর	কৃষি সমাচার	প্রভাতি	সকাল ৬.৩০-৬.৩৫ ৬.৫৫-৭.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন	
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩৫	৩০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন	
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	প্রভাতি	সকাল ৬.২৫-৬.৩০ ৬.৫৫-৭.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন	
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.০৫-৬.৪৫	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন	
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	প্রভাতি	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	০৫	আঞ্চলিক	গ্রীষ্ম/শীতকালীন	
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.০৫-৬.৪৫	৪০	আঞ্চলিক	প্রতিদিন	
রাঙ্গামাটি	খামারবাড়ি	মধ্যাহ্ন	দুপুর ৩.০৫-৩.১৫	১০	আঞ্চলিক	শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহে ৬ দিন	
বরিশাল	চাষবাস	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ৬.০৫-৬.৩০	২৫	আঞ্চলিক	প্রতিদিন	
বান্দরবন	কৃষিকথা	মধ্যাহ্ন	বিকাল ৪.০৫-৪.২৫	২০	আঞ্চলিক	রোববার-বুধবার সপ্তাহে ৪ দিন	
কক্সবাজার	সোনালি প্রান্তর	মধ্যাহ্ন	দুপুর ৩.০৫-৩.৩০	২৫	আঞ্চলিক	রবি ও মঙ্গলবার সপ্তাহে ২ দিন	
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যাকালীন	সন্ধ্যা ০৬.০৫-৬.৩০	২৫	আঞ্চলিক	প্রতিদিন	
কুমিল্লা	সুজলা সুফলা	বৈকালিক	বিকাল ০৫.১০-৫.৩০	২০	আঞ্চলিক	শুক্রবার ছাড়া সপ্তাহে ৬ দিন	
কৃষি রেডিও (এফএম ৯৮.৮) আমতলী, বরগুনা	সকাল ৯.০০-১১.০০ এবং বিকেল ৩.০০-৯.০০				আঞ্চলিক	প্রতিদিন	

## নির্বিঘ্নে বোরো ধান চাষে কৃষক ভাইদের করণীয়

### বীজতলা তৈরি

- বীজতলার জমি ২ থেকে ৩টি চাষ দিয়ে মাটি আলগা করে প্রয়োজনীয় পানি সেচের মাধ্যমে থক থকে কাদা করে এক বা একাধিক মই দিয়ে সমান করুন;
- ১ মিটার প্রস্থ এবং সুবিধামতো দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেড তৈরির মাধ্যমে আদর্শ বীজতলা তৈরি করুন;
- পাশাপাশি দুইটি বীজতলার মাঝখানে ১ ফুট প্রশস্ত নালা রাখুন;
- বিলম্বে রোপণকৃত (ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত) বোরো ধানের জন্য পলিথিন আবৃত শুকনো বীজতলা তৈরি করুন;
- রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্লাস্টিক ট্রে/মোটা পলিথিন শিটের ওপর বীজতলা তৈরি করুন;
- এক মাস বয়সের চারা রোপণ করুন;
- প্রতি শতকে ২.৫ কেজি অঙ্কুরিত বীজ বপন করুন। এতে করে বীজতলায় চারা সুস্থ ও সবল হবে।

### চারা রোপণ

- সারি করে বোরো ধানের চারা রোপণ করুন এবং উত্তর দক্ষিণ বরাবর সারি করুন;
- এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি এবং সারির মধ্যে এক গোছা থেকে অপর গোছার দূরত্ব ৬ ইঞ্চি রাখুন;
- শুকনো বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা প্রতি গোছাতে অন্তত দুইটি করে রোপণ করুন;
- অন্যান্য বীজতলা থেকে তৈরিকৃত চারা প্রতি গোছাতে তিন থেকে চারটি ব্যবহার করুন;
- লোগো পদ্ধতিতে (প্রতি ১০ সারি পর এক সারি খালি রাখা) চারা রোপণ করুন। এতে করে বাদামি গাছফড়িংয়ের আক্রমণ কমে যাবে;
- বেলে/বেলে-দোঁ-আশ মাটি বোরো চাষের জন্য নির্বাচন করবেন না।

### সার প্রয়োগ

জাতের নাম	সার প্রয়োগের নিয়মাবলি	সারের মাত্রা
<b>স্বল্পমেয়াদি জাত</b> (১৫০ দিনের নিচে) ব্রি ধান২৮, ব্রি ধান৪৫, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮১, ব্রি ধান৮৬, ব্রি ধান৮৮, ব্রি ধান৯৬, ব্রি ধান৯৭ ও ব্রি ধান৯৯, বঙ্গবন্ধু ধান১০০, ব্রি ধান ১০১, ব্রি ধান ১০২, ব্রি ধান ১০৪, ব্রি ধান ১০৫, ব্রি হাইব্রিড ধান৩, ব্রি হাইব্রিড ধান৪, ব্রি হাইব্রিড ধান৫, ব্রি হাইব্রিড ধান৬, ব্রি হাইব্রিড ধান৭ ও ব্রি হাইব্রিড ধান৮।	ডিএপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা সারের পুরোটাই জমি চাষের শেষ সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারকে তিন ভাগ করে তার ১ম কিস্তি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করুন; পরবর্তী ২য় কিস্তি চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করুন এবং শেষ কিস্তি কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করুন।	১. ইউরিয়া ৩০ কেজি/বিঘা ২. ডিএপি ১৫ কেজি/বিঘা ৩. এমওপি ২০ কেজি/বিঘা ৪. জিপসাম ১৫ কেজি/বিঘা ৫. দস্তা ১.৫ কেজি/বিঘা
<b>দীর্ঘমেয়াদি জাত</b> (১৬০-১৬৫ দিন) বিআর-১৭, বিআর১৮। ব্রিধান২৯, ব্রি ধান৫০, ব্রি ধান৫৮, ব্রি ধান৬৯, ব্রি ধান৮৯, ব্রি ধান৯২ ও ব্রি ধান৯৬।	জমি তৈরির শেষ চাষে সব ডিএপি, এমওপি, জিপসাম ও দস্তা প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমানভাবে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি জমি তৈরির সময়, দ্বিতীয় কিস্তি চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এবং তৃতীয় কিস্তি কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন আগে প্রয়োগ করতে হবে।	১. ইউরিয়া ৩৫ কেজি/বিঘা ২. ডিএপি ১৩ কেজি/বিঘা ৩. এমওপি ২২ কেজি/বিঘা ৪. জিপসাম ১৫ কেজি/বিঘা ৫. দস্তা ১.৫ কেজি/বিঘা

## সেচ প্রয়োগ

- চারা রোপণের সময় জমিতে ছিপছিপে পানি রাখুন। রোপণের পর ১০ থেকে ১২ দিন পর্যন্ত জমিতে আধা ইঞ্চির মতো দাঁড়ানো পানি রাখুন;
- চারা লেগে যাওয়ার পর থেকে সেচ প্রয়োগে পর্যায়ক্রমে ভেজানো ও শুকানো পদ্ধতি (AWD) অবলম্বন করুন। এতে করে পানি সাশ্রয় হবে এবং সেচ খরচ এক তৃতীয়াংশ কমে আসবে;
- বোরো জমির ওপরের মাটিতে চুল ফাটা দেখা দেয়ার সাথে সাথে পুনরায় সেচ প্রয়োগ করুন;
- চারা রোপণের পর থেকে প্রথম দুই মাস জমিতে ছিপছিপে পানি রাখুন। এতে কার্যকরী কুশির সংখ্যা বাড়বে;
- কাইচথোড় আসার পর থেকেই ১ ইঞ্চির মতো দাঁড়ানো পানি রাখুন;
- ধানের পাকা রঙ ধারণের সময় থেকে ক্রমান্বয়ে জমিতে পানি সেচ বন্ধ রাখুন। এতে করে তাড়াতাড়ি ধানের পরিপক্বতা আসবে।

## আগাছা দমন

- আগাছা দমনের জন্য জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় রাইস উইডার (নিড়ানি যন্ত্র) ব্যবহার করুন;
- শুকনো অবস্থায় জমিতে হালকা নিড়ানি দিলে মাটিতে অক্সিজেনের সংযোগ ঘটবে এবং গাছের শিকড় সুস্থ ও সবল থাকবে, বালাইয়ের আক্রমণ কম হবে।

## রোগবালাই দমন

- জমিতে চারা রোপণের পর পরই প্রতি বিঘা জমিতে পার্চিং এর জন্য কমপক্ষে ৫-৭টি ডাল (শাখায়ুক্ত) বিক্ষিপ্তভাবে পুঁতে দিন;
- জমিতে কুশি গজানো আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে আলোর ফাঁদ স্থাপনের মাধ্যমে উপকারী ও অপকারী পোকাকার অবস্থান এবং সংখ্যা জরিপ করুন। স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।
- ধান কর্তন
- জমির শতকরা ৮০ ভাগ ধান পাকার পরপরই শুরু আবহাওয়া দেখে ধান কর্তন করুন;
- ধান গাছের গোড়ার দিকে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ নাড়া রেখে ফসল কর্তন করুন। পরবর্তী ফসল আবাদের আগে জমির শুকনো নাড়া পুড়িয়ে ফেলুন;
- এতে করে বাদামি গাছ ফড়িংসহ অন্যান্য পোকা ও রোগ-জীবাণু ধ্বংস হবে;
- দ্রুত এবং সাশ্রয়ী কর্তনের জন্য সম্ভব হলে রিপার/হার্ভেস্টার ব্যবহার করুন।

\* গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করা হলে এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সাশ্রয় হবে এবং কোনো ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

\* ডিএপি/এমওপি/জিপসাম/দস্তা উল্লিখিত মাত্রায় প্রয়োগ করা হলে ধানে পোকামাকড়, রোগবালাই কম হয় এবং ধানের দানা পুষ্ট হয় ও ফলন বাড়ে।

\* সম্ভব হলে জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পচা গোবর/কম্পোস্ট/ভার্মি কম্পোস্ট/খামারজাত সার ব্যবহার করুন। সেক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের ব্যবহারের পরিমাণ অর্ধেক কমে আসবে।

\*\* অতিরিক্ত ইউরিয়া সার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। ইউরিয়া সার বেশি ব্যবহার করলে ধান গাছের বাড়াবাড়ি বেশি হবে, পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হবে এবং ফলন কম হবে।

তথ্য সূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

## আউশ ধান চাষে কৃষক ভাইদের করণীয়

### জমি তৈরি

- বোনা আউশ চৈত্রের শুরু থেকে বৈশাখের মধ্যে (মার্চের মাঝামাঝি থেকে এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত) জমি তৈরি করণ;
- রোপা আউশ বৃষ্টিপাতের সাথে তালমিলিয়ে (মে মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে) জমি তৈরি করণ;
- জমিতে ২-৩টি চাষের পর মই না দিয়ে জমি খোলা অবস্থায় রাখুন;
- মাটি ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে অনেক আগাছা এবং পোকামাকড় ও রোগজীবাণু মরে যায়।
- এ অবস্থায় বৃষ্টি হলে জমিতে আগাছা গজানো সম্পন্ন হলে আবারও চাষ ও মই দিয়ে (জো থাকা অবস্থায়) মাটিকে বুর-বুরে তৈরি করণ।

### বীজ বপন

বোনা আউশের বীজ তিনভাবে বপন করা যায়-

- ছিটিয়ে- শতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুরোদগম সম্পন্ন ভালো বীজ হেক্টরপ্রতি ৭০-৮০ কেজি হারে ছিটিয়ে দিন; এরপর হালকাভাবে একটা চাষ ও মই দ্বারা মাটি সমান করণ। সারি করে- ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৪-৫ সেমি. গভীর করে সারি তৈরি করণ এবং হেক্টর প্রতি ৪৫-৫০ কেজি হারে বীজ বপন করণ। এরপর মই দিয়ে মাটি সমান করণ। ডিবলিং পদ্ধতিতে- এতে বাঁশ বা কাঠের দণ্ড দিয়ে ২০ সেন্টিমিটার পর পর মাটিতে গর্ত করে গর্ত প্রতি ২/৩টি করে বীজ বপন করে মই দিয়ে মাটি সমান করণ। বীজের হার হলো হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি।

### সার প্রয়োগ

জাতের নাম	সার প্রয়োগের নিয়মাবলি	সারের মাত্রা
বিআর২০, বিআর২১, বিআর২৪, ব্রি ধান৪২, ব্রি ধান৪৩ ও ব্রি ধান৮৩ এবং রোপা হিসাবে বিআর২৬, ব্রি ধান২৭, ব্রি ধান৪৮, ব্রি ধান৮২, ব্রি ধান৮৫, ব্রি ধান৯৮, ব্রি ধান১০৬, ব্রি হাইব্রিড ধান৭	জমি তৈরির শেষ চাষের সময় ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টিবহুল বোনা আউশ এলাকায় ইউরিয়া দুইকিস্তিতে প্রথম কিস্তি শেষ চাষের সময় এবং দ্বিতীয় কিস্তি ধান বপনের ৩০-৪০ দিন পর। জমিতে গন্ধক এবং দস্তার অভাব থাকলে জিপসাম ও জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-৬০০ গ্রাম/শতক টিএসপি- ২০০ গ্রাম/শতক এমওপি-৩০০ গ্রাম/শতক জিপসাম-১৩৫ গ্রাম/শতক জিঙ্ক সালফেট-২০ গ্রাম/শতক

### আগাছা দমন

- আগাছানাশক ব্যবহারের মাধ্যমে বোনা আউশ ধানে আগাছা দমন করা অনেকটা সহজ;
- এক্ষেত্রে রনস্টার বা করস্টার হেক্টরপ্রতি ১ লিটার হারে জমিতে ধান বপনের ৫-৬ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করণ;
- ৩০-৩৫ দিন পর একবার হাত নিড়ানি দিলে আগাছা দমন হয়ে যায়।

### রোগবালাই দমন

- জমিতে চারা রোপণের পর পরই প্রতি বিঘা জমিতে পার্চিং এর জন্য কমপক্ষে ৫-৭টি ডাল (শাখায়ুক্ত) বিক্ষিপ্তভাবে পুঁতে দিন;
- জমিতে কুশি গজানো আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে আলোক ফাঁদ/সোলার লাইট ট্র্যাপের স্থাপনের মাধ্যমে উপকারী ও অপকারী পোকার অবস্থান এবং সংখ্যা জরিপ করণ। স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় দমনব্যবস্থা গ্রহণ করণ।

### ফসল কাটা, মাড়াই ও সংরক্ষণ

- জমিতে শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত হলে শুষ্ক আবহাওয়া দেখে ধান কর্তন করুন;
- দ্রুত ও সাশ্রয়ী কর্তন ও মাড়াইয়ের জন্য রিপার/কম্বাইন হার্ভেস্টার ব্যবহার করুন;
- মাড়াই করার পর অন্তত ৪-৫ বার রোদে শুকানোর পর ঝেড়ে নিয়ে গোলাজাত বা সংরক্ষণ করুন;

তথ্য সূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

## আমন ধান চাষে কৃষকভাইদের করণীয়

### বীজতলা তৈরি ও বীজ বপনের সময়

- বীজতলায় জমি ২ থেকে ৩টি চাষ দিয়ে মাটি আলগা করে প্রয়োজনীয় পানি সেচের মাধ্যমে থকথকে কাঁদা করে এক বা একাধিক মই দিয়ে সমান করুন;
- ১ মিটার প্রস্থ এবং সুবিধামতো দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেড তৈরির মাধ্যমে আদর্শ বীজতলা তৈরি করুন;
- পাশাপাশি দুইটি বীজতলার মাঝখানে ১ ফুট প্রস্থ নালা রাখুন;
- যেসব এলাকায় উঁচু জমি নেই সেসব এলাকায় ভাসমান বীজতলা তৈরি করুন;
- দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প জীবনকালের জাতের জন্য আলাদা আলাদা স্থান ও সময়ে বীজতলায় বীজ বপন করুন;
- নিম্ন, অতি নিম্ন অথবা অনুর্বর মাটির ক্ষেত্রে গোবর অথবা খামারজাত সার প্রতি শতকে ২ মণ হিসাবে প্রয়োগ করুন ;
- রোপা আমন আষাঢ় মাসে ও চৈত্র-বৈশাখ মাসে মাঠে বোনা আমনের বীজ বপন করুন;
- ভালো চারা পাওয়ার জন্য বিএডিসি, স্থানীয় কৃষি বিভাগ বা ব্রি কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ভালো বীজ সংগ্রহ করে বীজতলায় বপন করতে হবে;
- প্রতি শতকে ২.৫ কেজি অঙ্কুরিত বীজ বপন করুন। এতে করে বীজতলার চারা সুস্থ ও সবল হবে।

### চারা রোপণ

- লাইন বা সারিবদ্ধভাবে চারা রোপণ করুন;
- পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো ও বাতাস চলাচলের জন্য উত্তর-দক্ষিণ বরাবর সারি করুন;
- সাধারণত সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেমি. (৮ ইঞ্চি) ও গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫ সেমি. (৬ ইঞ্চি) রাখুন ;
- দীর্ঘ ও মধ্যমমেয়াদি জাতের চারার বয়স ২০-২৫ দিন এবং রোপণ সময় ১৫ জুলাই-১৫ আগস্ট
- স্বল্পমেয়াদি জাতের চারার বয়স ১৫-২০ দিন এবং রোপণ সময় ২৫ জুলাই-২৫ আগস্ট;

### সার ব্যবস্থাপনা

- আবহাওয়া ও মাটির উর্বরতার মান যাচাই এবং ধানের জাত, জীবনকাল ও ফলন মাত্রার ওপর ভিত্তি করে সারের মাত্রা ঠিক করা হয়।

ডিএপি সার ব্যবহার করলে সবক্ষেত্রেই প্রতি কেজি ডিএপি সারের জন্য ৪০০ গ্রাম ইউরিয়া কম ব্যবহার করলেই হবে এতে গাছ শক্ত হয়, রোগবালাই, পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। দুই সেমি. পর্যন্ত পানিযুক্ত কাঁদা মাটিতে গুটি ইউরিয়া ও প্রিল্ড ইউরিয়া প্রয়োগের মাধ্যমে শতকরা ২৫-৩০ ভাগ ইউরিয়া সাশ্রয় হয়। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে গুটি ইউরিয়ার ব্যবহার করে ভালো ফলন পাওয়া যায়। জিংক সালফেট (মনো বা হেপ্টা) সার ফসফরাস জাতীয় সারের সঙ্গে একত্রে ব্যবহার করা যায় না। এ সমস্যা সমাধানে জিংক সারের

সর্বশেষ প্রযুক্তি চিলেটেড জিংক প্রয়োগ করা যেতে পারে। মূল জমিতে ধানের চারা রোপণের ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার ১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম লিবরেল জিংক স্বেপ্ত করলে সুফল পাওয়া যাবে। রোপা আমন ধানের জমি তৈরির সময় বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৩০০ কেজি জৈবসার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার শতকরা ৩০ ভাগ কমানো সম্ভব।

জাতের নাম	সার প্রয়োগের নিয়মাবলি	সারের মাত্রা
দীর্ঘমেয়াদি জাত (জীবনকাল ১৩৫ দিনের বেশি), যেমন- বিআর১০, বিআর১১, ত্রি ধান৩০, ত্রি ধান৪০, ত্রি ধান৪১, ত্রি ধান৪৪, ত্রি ধান৫১, ত্রি ধান৫২, ত্রি ধান৫৫, ত্রি ধান৭৬, ত্রি ধান৭৭, ত্রি ধান৭৯, ত্রি ধান৯১, ত্রি ধান৯৩, ত্রি ধান৯৪, ত্রি ধান৯৫	জমি তৈরির শেষ চাষে সমস্ত-এমওপি-ডিএপি/টিএসপি- জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ভাগে তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ৭-১০ দিন পর, ২য় কিস্তি চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর এবং ৩য় কিস্তি কাঁইচখোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-২৬ কেজি/বিঘা ডিএপি/টিএসপি- ৮ কেজি/বিঘা এমওপি-১৪ কেজি/বিঘা জিপসাম -৯ কেজি/বিঘা
মধ্যমেয়াদি জাত (জীবনকাল ১২০-১৩৫ দিন), যেমন- বিআর২৫, ত্রি ধান৩৪, ত্রি ধান৩৭, ত্রি ধান৩৮, ত্রি ধান৪৯, ত্রি ধান৫৩, ত্রি ধান৫৪, ত্রি ধান৭০, ত্রি ধান৭২, ত্রি ধান৭৩, ত্রি ধান৭৮, ত্রি ধান৭৯, ত্রি ধান৮০, ত্রি ধান৮৭, ত্রি ধান৯০, ত্রি ধান৯৩, ত্রি ধান৯৪ ও ত্রি ধান১০৩।	জমি তৈরির শেষ চাষে ১/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি/টিএসপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমানভাগে দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর এবং ২য় কিস্তি কাঁইচখোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-২০ কেজি/বিঘা ডিএপি/টিএসপি-৭ কেজি/বিঘা, এমওপি-১১ কেজি/বিঘা জিপসাম -৮ কেজি/বিঘা
স্বল্পমেয়াদি জাত (জীবনকাল ১২০ দিনের কম), রবি ফসল এলাকায় স্বল্পমেয়াদি জাত যেমন- ত্রি ধান৩৩, ত্রি ধান৩৯, ত্রি ধান৫৬, ত্রি ধান৫৭, ত্রি ধান৬২, ত্রি ধান৬৬, ত্রি ধান৭১, ত্রি ধান৭৫, ত্রি হাইব্রিড ধান৪, ত্রি হাইব্রিড ধান৬ চাষ করে সহজেই ধান কাটার পর রবি ফসল করা যাবে।	জমি তৈরির শেষ চাষে ২/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া কাঁইচখোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-২৩ কেজি/বিঘা ডিএপি/টিএসপি- ৯ কেজি/বিঘা এমওপি-১৩ কেজি/বিঘা জিপসাম -৮ কেজি/বিঘা
নাবিতে রোপণকৃত আলোক-সংবেদনশীল জাত (যেমন বিআর২২, বিআর২৩, ত্রি ধান৪৬, ত্রি ধান৭৬, ত্রি ধান৭৭)	জমি তৈরির শেষ চাষে ২/৩ অংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত ডিএপি-এমওপি-জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া কাঁইচখোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া-১২ কেজি/বিঘা ডিএপি/টিএসপি- ৭ কেজি/বিঘা এমওপি-৮ কেজি/বিঘা জিপসাম -৬ কেজি/বিঘা
ত্রি ধান৩২ এবং স্বল্প আলোক-সংবেদনশীল সুগন্ধিজাত যেমন- বিআর৫, ত্রি ধান৩৪, ত্রি ধান৩৭ ও ত্রি ধান৩৮		ইউরিয়া-১২ কেজি/বিঘা ডিএপি/টিএসপি- ৭ কেজি/বিঘা এমওপি-৮ কেজি/বিঘা জিপসাম -৬ কেজি/বিঘা

### সম্পূরক সেচ

আমন মৌসুমে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০% হয়ে থাকে যা আমন আবাদের জন্য যথেষ্ট। বৃষ্টিনির্ভর ধানের জমিতে যে কোনো পর্যায়ে সাময়িকভাবে বৃষ্টির অভাবে খরা হলে অবশ্যই সম্পূরক সেচ দিতে হবে। প্রয়োজনে সম্পূরক সেচের সংখ্যা একাধিক হতে পারে। তা না হলে ফলনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

### আগাছা ব্যবস্থাপনা

হাত দিয়ে, নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে এবং আগাছানাশক ব্যবহার করে ধানক্ষেত ৩৫-৪০ পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখুন। রোপা আমন ধানে সর্বোচ্চ দুবার হাত দিয়ে প্রথম বার ধান রোপণের ১৫ দিন পর এবং পরের বার ৩০-৩৫ দিন পর আগাছা দমন করুন। নিড়ানি যন্ত্র দিয়ে ধানের দুইসারির মাঝের আগাছা দমন হয় কিন্তু দুইগুছির ফাঁকে যে আগাছা থাকে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করুন। প্রি-ইমাজেস আগাছানাশক ধান রোপণের ৩-৬ দিনের মধ্যে (আগাছা জন্মানোর আগে) এবং পোস্ট ইমাজেস আগাছানাশক ধান রোপণের ৭-২০ দিনের মধ্যে (আগাছা জন্মানোর পর) ব্যবহার করুন। আগাছানাশক প্রয়োগের সময় জমিতে ১-৩ সেন্টিমিটার পানি রাখুন।

## রোগবালাই দমন

জমিতে চারা রোপণের পর পরই প্রতি বিঘা জমিতে পার্চিংয়ের জন্য কমপক্ষে ৫-৭টি ডাল (শাখা যুক্ত) বিক্ষিপ্তভাবে পুঁতে দিন। জমিতে কুশি গজানো আরম্ভ হওয়ার পর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার করে আলোকফাঁদ/সোলার লাইট ট্রাপের স্থাপনের মাধ্যমে উপকারী ও অপকারী পোকার অবস্থান এবং সংখ্যা জরিপ করুন। স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

তথ্যসূত্র : বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

## সরিষার আবাদ বাড়িয়ে ভোজ্যতেলের চাহিদা পূরণ

‘স্বল্পমেয়াদের আমন আর বোরো মাঝে উচ্চফলনশীল সরিষা করো, তেলের অভাব ফুরিয়ে যাবে গোলাভরা ধানও পাবে।’

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, ‘আগামী তিন বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদার চল্লিশ বাগ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে হবে।’ ধানের উৎপাদন না কমিয়ে মাঝারি উঁচু বা উঁচু জমিতে উচ্চফলনশীল এবং স্বল্পমেয়াদি আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে খুব সহজেই সরিষা চাষ করে প্রয়োজনীয় ভোজ্যতেলের চাহিদা মেটানো যায়। এজন্য দরকার সঠিক সময়ে সঠিক জাতের আমন, সরিষা ও বোরো ধানের চাষাবাদ।

## ধানের আবাদ না কমিয়ে সরিষার আবাদ বাড়ানোর কার্যকর শস্যবিন্যাস

### আমন ধানের জাত ও রোপণের সময়

অধিক ফলনশীল স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন জাতসমূহ : ব্রি ধান৭১, ব্রি ধান৭৫, ব্রি হাইব্রিড ধান৪, ব্রি হাইব্রিড ধান৬, বিনাধান-১৬, বিনাধান-১৭, বিনাধান-২২

রোপণের সময় : আষাঢ়ের মাঝামাঝি/জুলাইয়ের শুরুতে আমন ধানের বীজতলা তৈরি করে ২৫ দিনের চারা মূল জমিতে রোপণ করলে উপযুক্ত সময়ে সরিষা চাষ করা যাবে।

বি.দ্র. উত্তরবঙ্গে আমনের চারা ১০-১৫ দিন আগে রোপণ করতে হবে নতুবা আমন ধান চিটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

### সরিষা জাত ও রোপণের সময়

স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন সরিষার জাতসমূহ : বিনা সরিষা-৪, বিনা সরিষা-৯, বিনা সরিষা-১০, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৭ ও বারি।

রোপণের সময় : ০১ নভেম্বর/১৬ কার্তিকের মধ্যে সরিষার বীজ বপন করা উত্তম তবে ১৫ নভেম্বর/৩০ কার্তিক পর্যন্ত সরিষার বীজ বপন করা যেতে পারে।

### বোরো ধানের জাত ও রোপণের সময়

অধিক ফলনশীল স্বল্পজীবনকাল সম্পন্ন বোরো জাতসমূহ : ব্রি ধান৬৩, ব্রি ধান৬৭, ব্রি ধান৬৮, ব্রি ধান৭৪, ব্রি ধান৮১, ব্রি ধান৮৪, ব্রি ধান৮৬, ব্রি ধান৮৮, ব্রি ধান৯৬, বঙ্গবন্ধু ধান১০০, ব্রি হাইব্রিড ধান২, ব্রি হাইব্রিড ধান৩, ব্রি হাইব্রিড ধান৫, বিনাধান-১০, বিনাধান-২৪, বিনাধান-২৫

রোপণের সময় : ডিসেম্বরের মাঝামাঝি/পৌষের শুরুতে বোরো ধানের বীজতলা তৈরি করে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ/মাঘের শেষ সপ্তাহের মধ্যে ৩৫-৪০ দিনের চারা রোপণ করা যাবে।

বি.দ্র. উত্তরবঙ্গে বোরোর চারা ১০-১৫ দিন দেরিতে রোপণ করতে হবে নতুবা বোরো ধান চিটা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

### বাংলাদেশে প্ল্যান্ট টিস্যু কালচারের সম্ভাবনা

উদ্ভিদের যেকোনো ক্ষুদ্রতম দৈহিক অংশ (somatic part) বা পৃথকীকৃত (isolated) কোনো কোষ (cell) টেস্টটিউবে বা যেকোনো পাত্রে কৃত্রিম মাধ্যমে (MS media) লালন (culture) করে মাতৃ উদ্ভিদের মতো অবিকল নতুন চারা উৎপন্ন করার এ কৌশলের নাম দেয়া হয় ক্ষুদ্র বংশ বিস্তার (micro-propagation)। পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞানে প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে এতে কিছু নতুন প্রযুক্তি সংযুক্ত করে পরে এর নাম দেওয়া টিস্যু কালচার (Tissue Culture)।

জার্মান উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ববিদ হ্যাবারল্যান্ড কর্তৃক ১৯৯২ সনে প্রথম টিস্যু কালচারের জৈবিক মূলনীতিসমূহ (biological principles) বর্ণিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৩ সনে তিনজন বিজ্ঞানী নোবকোর্ট, গেদার হাট এবং হোয়াট কৃত্রিম জীবাণুমুক্ত মাধ্যমে ক্যালাস কলাকে (callus tissue) স্বতন্ত্রভাবে লালন (culture) করতে সমর্থ হন।

কৃত্রিম বংশবিস্তার (artificial propagation) বা টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য সুবিধাজনক দিকটি হলো যেখানে একবীজ পত্রী উদ্ভিদ (monocot) সাধারণত বীজ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বংশবৃদ্ধি ঘটানো যায় না সেখানে এ পদ্ধতিতে খুব সহজেই এসব উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো খুব কম সময়ে এই প্রক্রিয়ায় বিপুল পরিমাণে চারা উৎপাদন করা যায়। স্ট্রবেরির মতো একটি ফল গাছের একটি একক কোষ (single cell) বা ক্ষুদ্রতম কোনো অংশ থেকে বছরে প্রায় দুই মিলিয়ন চারা পাওয়া সম্ভব।

তাছাড়া টিস্যু কালচার প্রক্রিয়া উৎপন্ন চারার আকারে খুব ছোটো হয়। স্বাভাবিক উৎপন্ন কলার চারার কথা বলা যায়। যেখানের এক হাজার কলার চারা পরিবহন করতে একটি বিশালাকার ট্রাকের প্রয়োজন, সেখানে টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন এক হাজার চারাকে বহন করতে ছোট আকারে রিকসভ্যানই যথেষ্ট। যার ফলে এ ধরনের চারা বহনে পরিবহন খাতে ব্যয় যথেষ্ট কম হয়। টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন চারা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় না। অপর পক্ষে এ প্রক্রিয়ার দ্বারা রোগ জীবাণু মুক্ত ও বীজ উৎপাদনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মাতৃ উদ্ভিদের শীর্ষস্থ (epical) ও পার্শ্বস্থ (lateral) মেরিস্টেমটিক টিস্যু (Meristematic Tissue) হতে বীজ উৎপন্ন হয় বলে এতে ভাইরাসসহ অন্যান্য রোগ জীবাণু আক্রমণ কম হয়। এবং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও এসব বীজ হতে চারা ও সুস্থ সবল উদ্ভিদ জন্ম হয়। আমেরিকা মহাদেশ আজ 'বিশ্বের রণটির ব্লাডি (world food basket)' বলে খ্যাত যে কারণে তার প্রধান কারণ তাদের টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপন্ন বীজের ব্যবহার। কেননা এ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন গমের বীজ হতে প্রচণ্ড নিম্ন তাপমাত্রায় স্বাভাবিকভাবে চারা ও পূর্ণাঙ্গ গাছ হয়।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এ ধরনের বীজ উৎপন্ন হলে তার মূল্যও কম হয়। তবে সেক্ষেত্রে টিস্যু কালচার ল্যাব তৈরির খরচের পরিমাণ বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে আনতে হবে। আমাদের দেশে এ ধরনের একটি টিস্যু কালচার ল্যাব তৈরি করতে ১ কোটি হতে ১.৫০ কোটি



টাকা পর্যন্ত ব্যয় হবে। এসব ল্যাভে মূল কাজ পরিচালনা করার জন্য দক্ষ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন যারা একটি সুস্থ সবল গাছের একটি অংশের মেরিস্টেমটিক টিস্যু হতে কয়েক লক্ষ হতে কয়েক বিলিয়ন চারা উৎপন্ন করে। এ কাজ পরিচালনার পূর্বে প্রজননবিদদের প্রথমে সমস্ত দেহে জীবাণুনাশক মেখে নিতে হয়। প্রক্রিয়াটির চূড়ান্ত ফলাফল পাওয়ার জন্য কয়েক সপ্তাহ হতে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হয়।

বর্তমানে চীন, জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বেশ কিছু দেশে বাণিজ্যিকভাবে টিস্যু কালচার ল্যাভ হতে বীজ/চারা উৎপন্ন করা হচ্ছে। জাপান, থাইল্যান্ড, এশিয়ার এ দুটি দেশ এ পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে প্রাপ্ত অর্কিড ও ফুল বিক্রি করে বিশ্ব বাজার হতে এক মোটা অংকের অর্থ নিজেদের ঘরে তুলছে। এক জরিপে দেখা গেছে যে, হল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড টিস্যু কালচার পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে আলুর বীজ উৎপন্ন করে তার প্রতিটির বীজের মূল্য পড়ে দশ পয়সা যা কি না সমস্ত উৎপাদন খরচের এক নগণ্য অংশ মাত্র; অথচ এ নগণ্য মূল্যের বীজ হতে পরবর্তীতে তার সুস্থ সবল আলু গাছ হতে ফসলের সর্বোচ্চ ফলন পেয়ে থাকে। ১৯৫৪ সালে আলুর লেইট ব্লাইট রোগের কারণে আয়ারল্যান্ডে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে ৭-৮ লাখ লোক মারা গিয়েছিল এবং সেখান থেকে তার শিক্ষা নিয়েছিল যে রোগ জীবাণুমুক্ত বীজ হচ্ছে সন্তোষজনক ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত। আর তখন থেকে তার টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল এবং সফলও হয়েছে।

১৯৫৪ সালের দুর্ভিক্ষে শুধু আয়ারল্যান্ড-ই নয় গোটা উত্তর আমেরিকা সুস্থ বীজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তখন থেকে টিস্যু কালচারের প্রতি গুরুত্ব সহকারে নজর দিয়েছেন। যার দরুন আজ তারা কৃষি প্রধান দেশ না হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

অথচ আমাদের দেশ কৃষি প্রধান হওয়া সত্ত্বেও এ প্রযুক্তির ব্যবহার তো দূরের কথা এ প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার শতকরা হার একেবারে শূন্যের কাছাকাছি। তবে আমাদের দেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা উৎপাদিত হলেও কৃষক পর্যায়ে তা সম্প্রসারিত হয়নি। আশার কথা মাদারীপুর হার্টিকালচার সেন্টারে দেশের প্রথম বাণিজ্যিক টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি তৈরি হয়েছে এবং বিগত দুই বছরে অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এখান থেকে প্রায় চার লক্ষ কলা চারা ও কয়েক হাজার জারবেরা ও অর্কিড চারা তৈরি করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ল্যাবরেটরিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হার্টিকালচার উইংয়ের ব্যবস্থাপনায় কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান চলছে এবং এরকম আরও ছয়টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি তৈরির প্রক্রিয়া বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

## প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন “দেশের এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে”

### বাস্তবায়নের রূপরেখা

বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে আয়তনে ছোট্ট কিন্তু জনবহুল একটি দেশ এ কথা যেমন সত্য, তেমনি ফসল উৎপাদনে এক সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবেও বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। একবিংশ শতাব্দীর আজকে এই সময়ে দাড়িয়ে গোটা বিশ্ব ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। এর কারণ হিসেবে ইদানীং ঐযৎবব দঙ্গদ কে অনেকেই দায়ী হিসেবে বিবেচিত বলে মনে করছেন। আর সেগুলো হলো ১. Conflict (মূলত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ), ২. Climate change (জলবায়ু পরিবর্তন), ৩. Covid-19 (কোভিড-১৯)। মানব সভ্যতার উপর অতর্কিত করোনার নির্মম হামলা দুমড়ে-মচুড়ে দিয়েছে পৃথিবীটাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব গত কয়েকটি বছর ধরেই চলছে বিশ্বজুড়ে। দুই বছরের করোনাভাইরাস মহামারির ধাক্কা না কাটতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে চরম খাদ্য সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এরই মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি ৫০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চতায় উঠে ৯ শতাংশের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। ইউরোপের প্রায় সব দেশ, চীন, কানাডাসহ সব রাষ্ট্রেই মূল্যস্ফীতি বাড়ছে। আরও বাড়বে বলে শঙ্কার কথা শোনাচ্ছে বিশ্বব্যাপক, আইএমএফসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থা। যার ফলে বিভিন্ন দেশে খাদ্য সংকট দেখা দিতে শুরু

করেছে। ২০২৩ সালে বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দার পূর্বাভাস দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বলছে, যুদ্ধ পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে দুর্ভিক্ষও দেখা দিতে পারে।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা (এফএও)-র মতে, বিশ্বের ৪৫টি দেশে ঘাটতিজনিত মারাত্মক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা এখন সবচেয়ে বেশি। এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশভুক্ত দেশ আছে ৯টি, যার মধ্যে বাংলাদেশসহ তিনটি দেশ দক্ষিণ এশিয়ার। এফএওর হিসাব অনুযায়ী, চলতি বছরেই বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্য উৎপাদন কমবে ১.৪ শতাংশ। শুধুমাত্র দক্ষিণ আমেরিকা ছাড়া বিশ্বের আর সব মহাদেশ বা অঞ্চলেই এবার খাদ্যশস্য উৎপাদন কমবে। বাংলাদেশও এর বাইরে থাকবে না। আর এই দিকগুলো বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক অনুশাসন প্রদান করেন সকল দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ‘দেশের এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে’। প্রধানমন্ত্রীর এই অনুশাসন বাস্তবায়নে এরই মধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ ও কর্মসূচি কৃষিবান্ধব এই সরকারের সফল মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে মোট ১ কোটি ৬১ লক্ষর মতো ফসলি জমির মধ্যে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ রয়েছে ৮৬ লাখ ২৯ হাজার হেক্টরের মতো। তন্মধ্যে আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ৪ লাখ ৩২ হাজারের মতো প্রায় (সূত্র : কৃষি বর্ষগ্হ ২০২০, ভূমি ব্যবহার জরিপ ২০১৯-২০)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই পরিমাণ আবাদযোগ্য পতিত জমি যদি আবাদের আওতায় আনা যায়, তাহলে আমাদের খাদ্য সংকট মোকাবেলায় যেমন ভূমিকা পালন করবে, তেমনি গ্রামীণ আর্থসামাজিক উন্নয়নে ফলপ্রসূ হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন- ‘গ্রামে গ্রামে বাড়ির পাশে বেগুন গাছ লাগিও, কয়টা মরিচ গাছ লাগিও, কয়টা লাউ গাছ ও কয়টা নারিকেলের চারা লাগিও। বাপ-মারে একটু সাহায্য কর। কয়টা মুরগি পালো, কয়টা হাঁস পালো। জাতীয় সম্পদ বাড়বে’। (বাণী চিরসবুজ, কৃষি মন্ত্রণালয়, জুন ২০২১, পৃষ্ঠা নং ১৪২)। বঙ্গবন্ধুর এই উক্তিই বলে দেয়, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। মূলত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়নের গুরু দায়িত্ব পালন করছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা।

অপরপক্ষে বাংলাদেশে প্রায় ২৫৩.৬০ লাখ বসতবাড়ি রয়েছে, যার পরিমাণ ৫.৪০ লাখ হেক্টর। দেশের বসতবাড়ির গড় আয়তন ০.০২ হেক্টর। কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১৬৫.৬২ লাখ এবং আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ২.২৩ লাখ হেক্টর। এই জমিগুলো আবাদের আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ‘অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপন প্রকল্প’ নামে একটি প্রকল্প কাজ করেছে। প্রকল্পের আওতায় সকল শ্রেণির কৃষক-কৃষানি যাদের বসতভিটা অনাবাদি পড়ে আছে সেই সকল জমি পরিকল্পিত উপায়ে চাষাবাদের আওতায় আনা হচ্ছে। তাছাড়া মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য নির্মিত গৃহের বসতভিটায় পারিবারিক পুষ্টিবাগান স্থাপনের মাধ্যমে হতদরিদ্র মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণে প্রকল্পটি কাজ করেছে। ৬,৮৩,৫৬০টি কৃষক পরিবার এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হবে এবং ৪৫৫৪টি ইউনিয়ন ও ৩৩০ পৌরসভার প্রায় ৪১ লাখ কৃষক-কৃষানি পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। উল্লেখিত প্রকল্পটির মেয়াদকালে পারিবারিক সবজি পুষ্টিবাগান প্রদর্শনী স্থাপন করা হবে ৪,৮৮,৪০০টি, স্যাঁতসেঁতে জমিতে কচুজাতীয় সবজি চাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হবে ৭৩৮০টি এবং ছায়াযুক্ত স্থানে/বসতবাড়িতে আদা/হলুদ চাষ প্রদর্শনী স্থাপন করা হবে ৭৩৮০টি। সকল প্রদর্শনীর সফল বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশের ৫,০৩,১৬০টি বসতবাড়ির অনাবাদি/পতিত জমি বছরব্যাপী সবজি চাষাবাদের আওতায় আসবে। আর এভাবেও প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনটি বাস্তব রূপ পাবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নের আর একটি বড় ক্ষেত্র হলো আমাদের বনাঞ্চল ও তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা বাস্তবতন্ত্র। বাংলাদেশে পাহাড়ি বনের পরিমাণ প্রায় ১৩.৭৭ লাখ হেক্টর আর গ্রামীণ বন রয়েছে ৭.৭৪ লাখ হেক্টর। এ সমস্ত বনাঞ্চল থেকে বনজীব্য আহরণের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো কাঠ (প্রায় ৩১.৩২ লাখ ঘনফুট), জ্বালানি (প্রায় ১৬.৮৪ ঘনফুট) ও গোলপাতা (৫৪৬.০২ লাখ কেজি) (সূত্র : বন অধিদপ্তর-২০২১)। এর বাইরেও পাহাড়ে অনেক পতিত জমি রয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমীক্ষা বলছে, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান; এই তিন পার্বত্য জেলায় অন্তত পাঁচ লাখ হেক্টর জমি অনাবাদি পড়ে আছে। এই

জমিগুলো কাজুবাদাম ও কফি চাষাবাদের উপযোগী। এ ছাড়া পাবর্ত্য জেলায় পাহাড়ে এরই মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে আম্রপালি, কাটিমন আম, লিচু ও ড্রাগনের বাগান। এ ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নের আরও বড় খাত হলো সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত পতিত জমি। বিশেষ করে বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যবহৃত জমি, সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পার্ক, লাইব্রেরি, ধর্মীয় উপাসনালয়ের অব্যবহৃত জমি রয়েছে যেগুলো অনায়াসেই আবাদের আওতায় আনা যায়। বসতবাড়ির ছাদে বাগান করা হলোও বেশ জনপ্রিয় একটি কর্মসূচি।

প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনটি বাস্তবায়নে অনুঘটক হিসেবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যে কাজগুলো চলমান তার মধ্যে রয়েছে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ। বর্তমানে প্রায় তিন হাজার বিশ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ’ প্রকল্পের মাধ্যমে অঞ্চলভেদে ৫০-৭০ শতাংশ ভর্তুকি দিয়ে ধান কাটাসহ অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদেরকে দেয়া হচ্ছে। এটি সারাবিশ্বে একটি বিরল ঘটনা।

এ সমস্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে বর্তমানে দেশের প্রায় শতভাগ কৃষি জমি যান্ত্রিক চাষাবাদের আওতায় আসবে। এবারে আমন মৌসুমে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অনেক শস্যকর্তন করা হয়েছে ফলে আগের চেয়ে শ্রম ও খরচ দুটোই কম লেগেছে।

গত ২০২০-২১ অর্থবছরের ২৭ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে রবি/২০২০-২১ মৌসুমে বোরো ধান, গম, ভুট্টা, সরিষা, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম, শীতকালীন মুগ, পেঁয়াজ ও পরবর্তী খরিপ-১ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন মুগ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার সরবরাহ সহায়তা প্রদান বাবদ কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৮৬৪৩.০০ লাখ টাকার অর্থ ছাড় করা হয়। এই অর্থ দেশের ৬৪টি জেলায় ৮ লাখ উপকারভোগীর মাঝে উল্লেখিত ৯টি ফসল চাষের জন্য সহায়তা বিতরণ করা হয়। ফসলভেদে বিভিন্ন পরিমাণে বীজ সহায়তা, ডিএপি ও এমওপি সার সহায়তা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতিটি কৃষকের মাঝে পৌঁছে যাচ্ছে।

পরবর্তীতে গত বছর একইভাবে এই প্রণোদনা ১৭ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ রবি মৌসুমে বোরো ধানের হাইব্রিড জাতের বীজ ব্যবহারকারীদের মাঝে ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চৌদ্দ লাখ সাতানব্বই হাজার কৃষকের মাঝে ৭৬ কোটি ৪ লাখ ৬০ হাজার ৭৬০ টাকা, ২৩ নভেম্বর, ২০২০ তারিখ রবি মৌসুমে পেঁয়াজ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে পঞ্চাশ হাজার কৃষকের মাঝে ২৫ কোটি ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা ও ২৫ মার্চ, ২০২১ তারিখ খরিপ-১ মৌসুমে আউশ ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার কৃষকের মাঝে ৩৯ কোটি ৩৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার সার ও বীজ সহায়তা বিতরণ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন বাস্তবায়নে এটি বেশ গুরুত্ববহন করে।

কৃষি বাঁচলে দেশের মানুষ দুমুঠো খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবে, যে কথাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন বর্তমান কৃষিরাষ্ট্রব স সরকারের প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রায় সমস্ত জনসভা কিংবা রাষ্ট্রীয় বক্তৃতায় কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। আর তাই প্রতিটি ইঞ্চি কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের বিষয়টিকে তিনি সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে। গত অক্টোবর প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক প্রতিবেদনে আইএমএফ বলেছে, ২০২৩ সালে একটি মারাত্মক মন্দার মুখোমুখি হতে পারে বিশ্ব অর্থনীতি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নেমে যেতে পারে ২ দশমিক ৭ শতাংশে। এই সম্ভাবনা মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় এনে ‘রূপকল্প-২০৪১’-এর আলোকে জাতীয় কৃষিনীতি-২০১৮, নিরাপদ খাদ্য আইন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০সহ উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। সামগ্রিকভাবে কৃষি গুরুত্ব বিবেচনায় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন ‘দেশের এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে’ বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই।

**তথ্যসূত্র :** কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

## ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের কৃষি সেক্টর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান প্রভাবগুলো-মাটি ও পানিতে লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ, জলমগ্নতা, উপকূলীয় বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে ভবিষ্যতে এ অবস্থার আরও অবনতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। যা দেশে স্থায়ী কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। দক্ষিণাঞ্চলের নিচু এলাকাসমূহ উপকূলীয় বন্যা ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে বর্ষা মৌসুমে সাধারণত জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নিমজ্জিত থাকে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল নিচু ও হাওর এলাকাসমূহে রবি মৌসুমে বোরো-পতিত-পতিত ফসল বিন্যাসের আওতায় কৃষকরা একক ফসল হিসাবে শুধু বোরো ধানের আবাদ করেন। এর ফলশ্রুতিতে স্থানীয় জনগণের জীবনযাত্রার মান বেশ দুর্দশাপূর্ণ এবং তারা প্রতিনিয়ত দারিদ্র্যতা ও অপুষ্টির সাথে লড়াই করছে। সে কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চল, হাওর এলাকা ও অন্যান্য জলাবদ্ধ এলাকার সমস্যািকবলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার উন্নতির লক্ষ্যে স্থায়ী কৃষি উৎপাদনের জন্য ভাসমান বেড়ে সবজি ও মসলা চাষ কৃষি প্রযুক্তিসমূহ উন্নতকরণ এবং এগুলোর সম্প্রসারণ অপরিহার্য।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বন্যা/জলমগ্ন অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কৃষকরা স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষি পদ্ধতিতে (যা স্থানীয়ভাবে ভাসমান/ধাপ চাষ নামে পরিচিত) কমপক্ষে প্রায় ২০০ বছর আগ থেকে ফসল উৎপাদন করে আসছে। বর্তমানে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর এবং বরিশাল জেলায় বর্ষাকালে নিচু জলমগ্ন এলাকাসমূহে মূলত ভাসমান চাষ করা হয়। গোপালগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা এবং বরিশালের উজিরপুর ও আঁগেলবারা উপজেলায় শুধু কচুরিপানা দিয়ে তৈরি ভাসমান বেড়ে সাধারণ শাকসবজি ও মসলাজাতীয় ফসল চাষ করা হয়। অন্যদিকে বরিশালের বানারীপাড়া এবং পিরোজপুরের নাজিরপুর এবং নেছারাবাদ উপজেলায় কচুরিপানা, দুলালীলতা ও টোপাপানা দিয়ে তৈরি ভাসমান বেড়ে শাকসবজি ও মসলাজাতীয় ফসলের চারা উৎপাদন করে পাশ্চবর্তী এলাকায় সরবরাহ করছে।

বাংলাদেশে প্রায় ৩০ লাখ হেক্টর নিচু থেকে অতি নিচু ভূমি আছে যা দেশের মোট আয়তনের ২১% (বিএআরসি, ২০০৬)। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রায় ০.২৫ মিলিয়ন হেক্টর প্লাবিত ভূমি রয়েছে। অন্যদিকে সার দেশে প্রায় ৩৭৩টি হাওর রয়েছে যার আয়তন প্রায় ৮.৫৮ লাখ হেক্টর। বর্ষাকালে প্লাবন/জলামগ্নতার কারণে এ সকল ভূমির একটা বড় অংশ অনাবাদি বা পতিত থাকে। গবেষণার মাধ্যমে উপযুক্ত ও লাগসই ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে এসব প্লাবিত পতিত ভূমি সহজেই ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রযুক্তি পরিবেশবান্ধব এবং বাংলাদেশের পরিবর্তিত জলবায়ুগত পরিস্থিতিতে কৃষি অভিযোজনের জন্য উপযোগী। প্রচলিত ভাসমান কৃষি পদ্ধতিতে সাধারণত সবজি ও মসলা চাষের জন্য স্থানীয় ও কম ফলনশীল জাতের বীজের ব্যবহার এবং এগুলো চারা উৎপাদন করা হয়। পাশাপাশি ভাসমান বেড়ের আকার-আকৃতির উপযোগী ফসল ও ফসলবিন্যাস এবং মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন সম্পর্কে কৃষকদের ধারণার অভাব, ভাসমান বেড তৈরিতে কচুরিপানা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের অদক্ষ ব্যবহার, নিম্নমানের বীজ ব্যবহার, অনুন্নত বপন/রোপণ পদ্ধতি, সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি, রোগবাহাই, পোকামাকড় ও হাঁদুরের আক্রমণ, হাওর অঞ্চলে জোঁকের উপদ্রবের কারণে ফসলের ফলন ও আয় কম হয়। মাটির ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ভাসমান জলজ উদ্ভিদ কচুরিপানা, টোপাপানা, দুলালীলতা ও শ্যাওলা যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে এগুলোর প্রাপ্যতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ অবস্থায় শুধু স্থানীয় ভাসমান কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফসলের ফলন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানো বেশ কষ্টকর। ভাসমান চাষে ফসলের ফলন ও উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য ভাসমান কৃষির স্থানভিত্তিক উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সম্প্রসারণ ও অভিযোজন করা অপরিহার্য। এই প্রকল্পে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) ভাসমান কৃষিভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। অন্যদিকে বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে শাকসবজি ও মসলাজাতীয় ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত লাগসই উন্নত প্রযুক্তিসমূহ প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করবে।

### ভাসমান বেডে চাষোপযোগী ফসল

- \* গ্রীষ্মকালীন সময়ে কলমিশাক, লাউশাক, ডাঁকশাক, ডাঁটা, টেঁড়স, বরবটি, ঝিঙা, শসা, করলা, বেগুন, চিচিঙ্গা, মিষ্টিকুমড়া, পুঁইশাক, চালকুমড়া, পানিকচু, হলুদ চাষ করা যায়;
- \* শীতকালীন সময়ে পালংশাক, লালশাক, ধনেপাতা, লেটুস, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, ব্রোকলি, মুলা, গাজর, টমেটো, লাউ, শিম, মিষ্টিকুমড়া, বেগুন, স্ট্রবেরি, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা ফসল চাষ করা যায়;
- \* এ ছাড়াও বন্যার কারণে আগামভিত্তিতে লাউ, শিম, মিষ্টিকুমড়া, বেগুন, মরিচ, টমেটো এসব সবজির চারা উৎপাদন করা যায় এবং রোপাআমন ধানের চারা তৈরি করা যায়।

### ভাসমান বেডে বীজ বপনের সময়

- \* জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ভাসমান বেড তৈরি করা হলে সে নতুন বেডে টেঁড়স ও ঝিঙা সাথে লালশাক, পুঁইশাক, পানিকচু লাগানো যায়;
- \* আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে তৈরি করা নতুন বেডে হলুদ লাগানো যায়;
- \* শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে টমেটো, বেগুন ও ওলকপির চারা লাগালে কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে আগাম ফসল তোলা যায়;
- \* কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে আগাম ভাসমান বেডে মরিচের চারা লাগানো যায়;
- \* সারা বছরই ভাসমান বেডে লালশাক ও গিমা কলমি চাষ করা যায়;
- \* ভাসমান বেডে সারা বছর ফসল চাষ করা যায়। এটাই ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি চাষের সবচেয়ে সুবিধা।

### ভাসমান বেডে চারা উৎপাদন

একটি ভাসমান বেডের দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার, চওড়া ১.২৫ মিটার এবং উচ্চতা ১.২৫ মিটার হলে পরিচর্যা ও ফসল সংগ্রহে সুবিধে হয়। সাধারণত বড় আকারের বীজ যেমন-লাউ, মিষ্টিকুমড়া, শিম, বরবটি, করলার চারা তৈরি করে ভাসমান বেডে রোপণ করতে হয়। টোপাপানা, পচা কচুরিপানা, কচুরিপানার শিকড় দিয়ে বল তৈরি করা হয়। এ বলের মধ্যে বিভিন্ন সবজির বীজ পুঁতে মাচানে বা শুকনো জায়গায় রাখা হয়। এ বলের মধ্যে বিভিন্ন সবজির বীজ পুঁতে মাচানে বা শুকনো জায়গায় রাখা হয়। এর আগে পানিতে ভিজিয়ে বীজ অংকুরিত করা হয়। অংকুরোদগম ত্বরান্বিত করার জন্য বীজের আকারভেদে বীজ পানিতে ০৫-২০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। এরপর কাঠি দিয়ে বলের মধ্যে ছিদ্র করে ২টি বীজ দিতে হয়। এসব বল উঁচু জায়গায় লাইন করে ৫ থেকে ৭ দিন রেখে দিতে হয়। চারায় ২টি পাতা হলে চারাগুলো ভাসমান বেডে স্থানান্তর করা হয়। ভাসমান বেডে স্থানান্তরের ৫ থেকে ৬ দিন পর চারায় পরিচর্যা করতে হয়। এ সময় ভাসমান বেডের নিচের কচুরিপানার মূল্য বা শ্যাওলা বলের গোড়ায় বিছিয়ে দেয়া হয়। এখানেই ধীরে ধীরে জমির পানি আর বেডের রোপণ করার ২০ থেকে ২৫ দিন পর মূল জমিতে রোপণের উপযোগী হয়।

### ভাসমান বেডে সবজি উৎপাদন

ভাসমান বেডে একক বা মিশ্রফসল চাষ করা যায়। তবে মিশ্রফসল চাষ করা বেশি লাভজনক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ সরাসরি বেডে ছিটিয়ে বা লাইনে বপন করা যায়। আদা, হলুদ, আলু, কচু ফসলের কন্দ সরাসরি বেডে রোপণ করা যায়। আবার চারা তৈরি বেডে আবাদ করা যায়। বেশি ফলন পাওয়ার জন্য ভাসমান বেডে টেঁড়স, টমেটো, বেগুন, কলমিশাক ফসলের সাথে আন্তঃফসল ও মিশ্র ফসল হিসেবে ঝিঙা, ধুন্দুল, লালশাক, পুঁইশাক, ধনিয়া, ডাঁটা চাষ করা যায়। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষে সারের তেমন প্রয়োজন হয় না। কারণ তৈরিকৃত বেডটি একটি উন্নতমানের কম্পোস্টে পরিণত হয়। তবে চারার বাড়বাড়তি কম হলে অল্প মাত্রায় ইউরিয়া সার পানিতে মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করলে ভালো হয়।

### ফসল সংগ্রহ ও ভাসমান বেডের ব্যবহার

ফসল সংগ্রহ করার জন্য ভাসমান বেডের ওপর উঠা উচিত নয়। এ কাজে ছোট নৌকা বা ভেলা ব্যবহার করা উচিত। ফসলের ধরন ও প্রয়োজন বুঝে সপ্তাহে ২-৩ দিন ফসল তুলতে হয়। স্থানীয় বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ভাসমান বেডে ফসল বপন/রোপণ করতে হয় ও সময় মতো ফসল তুলে বাজারে বিক্রি করতে হয়।

ভাসমান বেড তৈরির সময় বেড বেশি পুরু করলে অথবা বেড তৈরির সময় নিচে বাঁশ ব্যবহার করলে পরবর্তীতে ফসল তুলতে বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় এবং একই বেডে বেশি দিন ফসল চাষ করা যায়। সাধারণত ১/২ মৌসুমে বা যতদিন পর্যন্ত এ ভাসমান বেড সবজি চাষের উপযুক্ত থাকে ততদিন সবজি ও মসলা চাষ করা যায় এবং চারা উৎপাদন করা যায়। মৌসুম শেষ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় বেড যখন মাটির উপর বসে যায় তখন তা ভেঙে জমিতে মিশিয়ে কোনো প্রকার চাষ, মই, সার ছাড়াই সফলভাবে শীতকালীন শাকসবজি ও মসলা উৎপাদন করা যায়। এ ছাড়া মৌসুম শেষে পচা কচুরিপানা ফল গাছের গোড়ায় সার হিসাবে ব্যবহার করে ফলের উৎপাদন বাড়ানো যায়।

## টিস্যু কালচার চারায় জি-৯ কলা চাষ

‘গ্র্যান্ড নাইন’ (জি৯) এক ধরনের সাগর কলার মতোই উন্নত জাতের কলা যা সম্প্রতি বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গ্র্যান্ড নাইন একটি ক্যাভেভিডজাতীয় কলা যার প্রজাতি *Musa acuminata* চিকিতা ব্যান্ড ইন্সট্যানশনালের একটি অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক জাতের কলার কারণে এক অনেকে ‘চিকিতা ব্যানানা’ নামেও ডাকেন। ফরাসি ভাষায় ‘Grand Nain’ বা ‘Grand Naine’ কলার আভিধানিক অর্থ Large Dwarf বা বৃহৎ বামন। এর গাছ জায়ান্ট ক্যাভেভিডজাতের চেয়ে খাটো, কিন্তু ডোয়ার্ফ ক্যাভেভিডজাতের গাছের চেয়ে লম্বা। ভারতে ইসরায়েল থেকে ১৯৯৫ সালে জি-৯ কলা আনা হয়, সে দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫০ লাখ জি-৯ টিস্যু কালচার চারা উৎপাদিত ও রোপিত হয় যা মোট কলাচাষের প্রায় ১৭%।

বাংলাদেশে এ জাতের কলার চাষ শুরু হয়েছে। সরকারিভাবে মাদারীপুর হার্টিকালচার সেন্টারে জি-৯ কলার টিস্যু কালচার চারার উৎপাদন ও বিক্রি করা হচ্ছে। উচ্চফলন ও অধিক সংরক্ষণকালের কারণে অনেকেই এখন জি-৯ জাতের কলা চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এ জাতের কলার চারা উৎপাদিত হয় টিস্যু কালচারের মাধ্যমে। সনাতন প্রথায় প্রচলিত জাতের কলা চাষ করতে গেলে রোগমুক্ত চারা সহজে মেলে না। কিন্তু টিস্যু কালচারের চারা সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত। এক একরে এ জাতের কলা চাষে প্রায় ৩ লাখ টাকা লাভ হয়।

**জি-৯ কলার বৈশিষ্ট্য :** এ জাতের কলার ফলন বেশি, সুস্বাদু ও রোগ প্রতিরোধী। একটি গাছ থেকে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি বা ২২০-২৪০টি কলা পাওয়া যায়, সেখানে প্রচলিত জাতের কলা পাওয়া যায়। গাছ মাঝারি আকারের (২ মিটার লম্বা) ও শক্ত হওয়ায় ঝড়-বাতাসে সহজে ভেঙে পড়ে না। এমনকি এ জাতের কলা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতসহনশীল গাছ থেকে কলা পাড়ার পর তুলনামূলকভাবে এই কলা বেশি দিন টিকে থাকে বা নষ্ট হয় না। কাঁদির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো কলার আকার এক রকম হয়। পাকা কলার রং আকর্ষণীয় হলুদ, লম্বা ও কম বাঁকানো, কলার গায়ে কোনো দাগ পড়ে না। এসব কারণে বিশ্বব্যাপী ‘জি-৯’ জাতের কলার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

**টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন :** (ক) ল্যাবরিটরিতে টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন : সারা বিশ্বে জি-৯ জাতের কলা সবচেয়ে বেশি চাষ করা হয়। চাষকৃত এ জাতের কলার বিপুল পরিমাণ চারা টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপাদন করা হয়। টিস্যু কালচার বা কোষকলা আবাদ উদ্ভিদ বংশবিস্তারের একটি পদ্ধতি, যেখানে বীজের পরিবর্তে কোনো উদ্ভিদের এক বা একাধিক কোষগুচ্ছ থেকে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে আবাদ মাধ্যমে চারা উৎপাদন করা হয়। কলাগাছের কন্দ বা করম, সাকার বা তেউড়, অসি তেউড় বা সোর্ড সাকার সাধারণত রোপণ দ্রব্য হিসেবে লাগানো হয়। এর পরিবর্তে চারা উৎপাদনের জন্য গাছের কোষ বা টিস্যু ব্যবহার করা হয়। সুস্থ, নীরোগ ও উন্নতমানের পরীক্ষিত মাতৃকলাগাছের কোষ বা মেরিস্টেম নিয়ে অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে টেস্ট টিউবের মধ্যে কলার টিস্যু কালচার চারা উৎপাদন করা খামারজাত সার, ১০০-১৫ গ্রাম টিএসপি, ১০০-১৫০ গ্রাম এমওপি, ৫০ গ্রাম জিপসাম ও ১০ সাথে গর্ত প্রতি ২৫০ গ্রাম নিম খইল ও গ্রাম দানাদার কীটনাশক (কার্বফুরান জাতীয়) দিতে পারলে উপকার হয়, এতে মাটিতে কৃমি থাকলে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গর্তের মাটি হালকা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে।

**চারার রোপণের সময় :** বছরের যে কোনো সময় এ কলার চারা রোপণ করা যায়। তবে ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত চারা রোপণের জন্য সবচেয়ে ভালো সময়।

**চারার হার :** এক একর ঘেরের চারদিকের পাড়ে রোপণের জন্য প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০টি চারা লাগবে। একক বাগান আকারে মাঠে এ কলার চাষ করলে ১ একর জমিতে ১৪০০ থেকে ১৫০০টি চারা রোপণ করা যায়।

**চারার রোপণ :** পলিব্যাগে জন্মানো টিস্যু কালচারের চারা রোপণ করতে হবে। পলিব্যাগ কেটে ফেলে দিয়ে চারা গর্তের মাঝখানে লাগাতে হবে। রোপণের পর গর্তে সেচ দিতে হবে। চারার ওজন ৫০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি হলেই তা রোপণের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। পলিব্যাগ বা ট্রেতে উৎপাদিত চারার বয়স ১ মাস হলে তা রোপণ করা যায়।

**সার ও সেচ প্রয়োগ :** সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বোরিক এসিড এবং অর্ধেক এমওপি সার গর্ত তৈরির সময় মাটির সাথে প্রয়োগ করতে হবে। গাছপ্রতি ৭৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার চারা রোপণের ২ মাস পর থেকে ২ মাস পর পর ৩ বারে এবং ফুল আসার পর আরও একবার গাছের চারপাশে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সার দেয়ার সময় জমি হালকাভাবে কোপাতে হবে যাতে শিকড় কেটে না যায়। জমির আর্দ্রতা কম থাকলে সার দেয়ার পর পানি সেচ দেয়া একান্ত প্রয়োজন। গর্তের মাটি শুকিয়ে এলেই সেচ দিতে হবে।

## এম ডি-২ আনারস

‘সুপার সুইট’ খ্যাত এম ডি-২ আনারস বিশ্ব বাজারে অত্যধিক চাহিদাসম্পন্ন অল্প মধুর মিষ্টতায় (১৪% বিস্ক), ফলের শেফ লাইফ ৩০ দিন, সুস্বাদু, পুষ্টিগুণ ও মনোমুগ্ধকর সুবাস সমৃদ্ধ ফল। আনারস হজমে সহায়তা করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, রক্ত তরল করার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

আমাদের দেশের প্রচলিত জাত থেকে এ জাতে ভিটামিন কে, ফসফরাস, জিঙ্ক ও ক্যালসিয়াম বেশি। এ জাতটি দুরারোগ্য জ্বপিণ্ডের রোগ, ডায়াবেটিস, কিছু কিছু ক্যানসারের ক্ষতির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। আনারসের উপস্থিত ব্রোমিলিন হজমে সহায়তা করে। এ জাতে বিরোধী প্রদাহজনক উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এক খণ্ড (১৬৫ গ্রাম) আনারসে আছে : ক্যালরি-৮২.৫, ফ্যাট-১.৭ গ্রাম, প্রোটিন-১ গ্রাম, কার্বস ২১.৬ গ্রাম, ফাইবার ২.৩ গ্রাম, এ ছাড়া রিকমেভড ডায়াটির ইনটেক অনুযায়ী ভিটামিন সি- ১৩১%, ম্যাঙ্গানিজ-৭৬%, ভিটামিন বি৬-৯%, কপার-৯%, থায়ামিন-৯%, ফোলেট-৭%, পটাশিয়াম ৫%, ম্যাগনেসিয়াম- ৫%, নিয়াসিন-৪%, প্যানথেনিক এসিড-৪%, রিবোফ্লাভিন-৩%, আয়রন-৩%।

**কোনো এম ডি-২ জাত :** তুলনামূলক বিচারে এম ডি-২ জাতের জনপ্রিয়তার উল্লেখ করার মতো কারণ রয়েছে। শুধুমাত্র ব্যতিক্রম জাতই নয়, তুলনামূলকভাবে চাষ প্রণালীও সহজ। এ জাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। আনারসের অন্যান্য জাত থেকে এর শেফ লাইফ বেশি। এ জাতের মুকুট ভাসা থাকায় ভক্ষণশীল অংশের পরিমাণ বেশি থাকে। প্রাকৃতিকভাবেই এ জাত রোগ প্রতিরোধী ও মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সাকারের আকার অনুযায়ী ১২ থেকে ১৬ মাসে উৎপাদন হয় সাকার উৎপাদন ক্ষমতা বেশি। বৃষ্টির পানি ছাড়া অতিরিক্ত সেচের প্রয়োজন হয় না। এ জাতের ফলন প্রচলিত জাত থেকে দ্বিগুণ হয়ে থাকে।

**মাটি :** সুনিকাশিত দোঁ-আশ, বেলে দোঁ-আশ মাটি এ জাতের আনারসের জন্য উপযোগী। অল্প মাটি বেশি ভালো। উপযুক্ত পিএইচ হলো ৫.৬-৬।

**জমি তৈরি :** আনারসের জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন হয়। পাহাড়, ঢিলা, উঁচু যেখানে বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না সেখানে বেড থেকে বেডের দূরত্ব ৩০"; সারি থেকে সারির দূরত্ব ১৮" এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ১৫"।

**সারের পরিমাণ :** জমির উর্বরতা শক্তি অনুসারে সারের পরিমাণ কম বেশি হতে পারে। খামারি অ্যাপস অনুযায়ী হেক্টর প্রতি অনুমিত মাত্রা পচা গোবর ২ টন, ইউরিয়া ৪১৩ কেজি, টিএসপি ৬৩ কেজি, এম ও পি ২৫০ কেজি, জিপসাম, ২০ কেজি, জিংক সালফেট ৬ কেজি।

**রোপনের সময় :** বর্ষার পর অক্টোবর-মার্চ পর্যন্ত আনারস রোপণ করা যায়। তবে অক্টোবর-নভেম্বর মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

**মুড়ি ও সাথী ফসল চাষ :** আনারস চাষে অন্যান্য ফসলের থেকে আরেকটি লাভ মুড়ি ফসল চাষ। অন্যান্য জাতের মতো এ জাতের সাথেও মুড়ি ফসল হিসেবে চাষ করা যায়।

**ফলন :** ফলন গড়ে ৩০-৪০ মেট্রিক টন/হেক্টর। তবে উপযুক্ত যত্ন নিলে ফলন ৬০-৬৫ মেট্রিক টন/হেক্টর হতে পারে।

আনারস উৎপাদনের সাথে বাজার ও প্রক্রিয়াজাতকরণে অসামঞ্জস্যতার কারণে বাংলাদেশে ভালো বাজার তৈরি হচ্ছে না। আনারস বাংলাদেশের অতি জনপ্রিয় ফল। দেশের পার্বত্য অঞ্চলে এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরে ব্যাপক আনারসের আবাদ হয়ে থাকে। তবে আমাদের বিদ্যমান জাতসমূহ রঙানিমুখী নয়। টেকসই কৃষিকে বেগবান করতে এম ডি-২ জাতের চাষ করা গেলে এদেশের আনারস চাষে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে।

## আধুনিক কৃষিতে জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির ব্যবহার (ই-কৃষি)

ফসল উৎপাদন পরিসংখ্যানের নিয়মিত আপডেট তৈরি এবং টেকসই কৃষি অর্জনের লক্ষ্যে ইনপুট প্রদানের জন্য জিওস্পেশিয়াল প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জমিভিত্তিক পর্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ বা কৃষি সংক্রান্ত জাতীয় সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিতে জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) এবং রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মূল্যবান তথ্য প্রদান করে আধুনিক কৃষি রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জিআইএস কোন স্থানের অবস্থানগত তথ্যের সাথে সেই স্থানের পরিমাণগত এবং গুণগত বিভিন্ন তথ্যকে একত্র করে মানচিত্র এবং চার্টের মাধ্যমে তথ্য প্রদর্শন, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন তৈরি করতে সহায়তা করে। জিআইএস তথ্য/ডেটা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, নির্ভুল এবং ব্যবহারকারীবান্ধব। কোনো একটি নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদনের জন্য সঠিক স্থান নির্বাচনে সমস্ত তথ্যকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার মাধ্যমে জিআইএস সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

রিমোট সেন্সিং হলো কোন বস্তুকে সরাসরি স্পর্শ না করে সেই বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার একটি প্রক্রিয়া। রিমোট সেন্সিং থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলো জিআইএস এ সন্নিবেশনের মাধ্যমে এটি ফসল এবং কৃষি কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি কৃষি বাস্তবায়নে সহায়তা করে। মাটির ধরন, আর্দ্রতার মাত্রা, তাপমাত্রা এবং ফসলের স্বাস্থ্যের তথ্য সংগ্রহ করে কখন এবং কোথায় রোপণ করতে হবে, সেচ দিতে হবে এবং সার বা কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে কৃষকরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এটি ফসল উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় নির্ধারিত পরিমাণে পুষ্টি উপাদান এবং পানি প্রয়োগের



মাধ্যমে পুষ্টি উপাদান ও পানি ব্যবস্থাপনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। স্যাটেলাইট এবং ড্রোন কৃষি জমি থেকে সময়মতো উচ্চ-রেজুলেশনের ইমেজ (ছবি) প্রদান করতে পারে। এই ইমেজগুলো একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর ফসলের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, রোগ, কীটপতঙ্গ এবং পুষ্টির ঘাটতি শনাক্ত করতে এবং শস্য ব্যবস্থাপনা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ যেমন মাটির আর্দ্রতা, রোপণের তারিখ, বাতাসের তাপমাত্রা, দিনের দৈর্ঘ্য এবং মাটির অবস্থা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে সহায়তা করে থাকে।

সংক্ষেপে, সারা বিশ্বে জিআইএস এবং রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি আধুনিক কৃষিতে অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কৃষক এবং কৃষি স্টেকহোল্ডারদের তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সম্পদ সংরক্ষণ এবং ঝুঁকি হ্রাস করতে সক্ষম করে, যা কৃষি খাতকে টেকসই এবং লাভজনক কৃষিতে রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

## খামারি মোবাইল অ্যাপ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) কর্তৃক টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ফসল জোন নিরূপণের কার্যক্রম কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (KGF) এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন। ক্রমবর্ধমান খাদ্য উৎপাদন চাহিদার বিবেচনায় ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নে ফসল জোনের গুরুত্ব অপরিসীম। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে বিএআরসি কর্তৃক প্রকাশিত “১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস” এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ফসল জোন নিরূপণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রপ জোনভিত্তিক ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা এবং উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করার বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

এরই ধারাবাহিকতায় এরই মধ্যে, ফসল উপযোগিতা নিরূপণ ও ক্রপ জোনিং এর জন্য সংশ্লিষ্ট জিওডাটাবেজ এবং জিওস্পেশাল প্রযুক্তি (জিআইএস, রিমোট সেন্সিং, জিপিএস) নির্ভর অনলাইন ক্রপ জোনিং সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। ক্রপ জোনিং ইনফরমেশন সিস্টেম, খামারি মোবাইল অ্যাপ, ক্রপ জোন ড্যাশবোর্ড ও কৃষি পরামর্শক বাতায়ন অনলাইন ক্রপ জোনিং সিস্টেমেরই অংশ ([www.cropzoning.gov.bd](http://www.cropzoning.gov.bd))। ক্রপ জোনিং-এ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রণীত উপজেলা নির্দেশিকায় প্রদত্ত ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য ও উর্বরতাজনিত তথ্য এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের জলবায়ুর তথ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিং অনলাইন ক্রপ জোনিং সিস্টেম তৈরির সংগে সম্পৃক্ত। এ পর্যন্ত ৪৯৫টি উপজেলার মধ্যে ৩৭৬টি উপজেলায় ৭৬টি ফসলের ক্রপ জোনিং সম্পন্ন হয়েছে।

শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সর্বাধিক আয় নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি টেকসই কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে কৃষকসহ অন্যান্য উপকারভোগির নিকট উন্নত সেবা প্রদানে ফসল উৎপাদন পরামর্শক হিসাবে ‘খামারি’ মোবাইল অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। এ অ্যাপটি অনলাইন ক্রপ জোনিং ইনফরমেশন সিস্টেমের সংগে সরাসরি যুক্ত এবং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আউটপুট মাঠ পর্যায়ে সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ‘খামারি’ অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। খামারি অ্যাপটি বাংলায় প্রস্তুত করায় এটি সহজেই বোধগম্য এবং এর ব্যবহার পদ্ধতি কৃষকবান্ধব। নিম্নে খামারি মোবাইল অ্যাপ প্রদত্ত সেবাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

\* জমির উপযোগী সঠিক ফসল নির্বাচন, যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

\* মাটির উর্বরতামান অনুযায়ী নিজ জমির অবস্থান এবং ইউনিয়নভিত্তিক ফসল ও ফসল বিন্যাস অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশ ও প্রয়োগ পদ্ধতি, যা ফলন বৃদ্ধি এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় সহায়ক।

\* উপজেলা ভিত্তিক উপযোগী ফসল এলাকার পরিমাণ, যা ফসল জোন অনুসারে উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক।

- \* জমির অবস্থানভিত্তিক ভূমি ও মাটির বৈশিষ্ট্য, জৈবপদার্থ, মাটির প্রতিক্রিয়া ও উর্বরতামান সম্পর্কিত তথ্য, যা ফসল আবাদে মাটি ব্যবস্থাপনায় সহায়ক।
- \* কৃষি প্রযুক্তি, ফসলের জাত, ফলন, জীবনকাল বিষয়ক তথ্য, যা ফসল জাত নির্বাচন ও ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জন্য সহায়ক।
- \* ফসল আবাদ ও শস্যবিন্যাস অনুশীলনে লাভের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা লাভ, যা ফসল নির্বাচনে কৃষকের জন্য সহায়ক।
- \* মাটির পুষ্টি উপাদান উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তথ্য, যা টেকসই ফসল উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিপালনে সহায়ক।

‘খামারি’ মোবাইল অ্যাপ গুগল প্লে-স্টোর হতে সহজেই ডাউনলোড করে ব্যবহার করা যাবে। এ অ্যাপটির বিশেষত্ব হলো নিজ জমিতে দাড়িয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সেই জমির জন্য উপযোগী ফসল, সার সুপারিশ, ফসলের মুনাফা, মাটির বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ ইত্যাদি তথ্য জানা যাবে। এ অ্যাপ হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে স্থানীয় পর্যায়ে ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। ‘খামারি’ অ্যাপ বাংলাদেশে স্মার্ট কৃষি বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করবে। মাঠপর্যায়ে ‘খামারি’ মোবাইল অ্যাপ সম্পর্কে অবহিতকরণ ও প্রচলনের লক্ষ্যে এরই মধ্যে ৫৩টি উপজেলায় কৃষি কর্মকর্তা, কৃষক, সার ডিলার ও সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কৃষিবান্ধব নীতি অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করছে এবং ফলশ্রুতিতে দেশের কৃষকগণ এর সুফল ভোগ করছে। এটা নিশ্চিত যে, ভূমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, আর্থিক লাভ, কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সর্বোপরি জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে ‘খামারি’ মোবাইল অ্যাপ প্রদত্ত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

**বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের পুষ্টি উপাদান**  
(খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রামে)

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যাংশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মি. গ্রাম)	থায়ামিন (মি. গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মি. গ্রাম)
<b>দানাদার শস্যজাতীয় খাদ্য</b>														
চাল সিদ্ধ টেকি ছাঁটা	৩৪৮	১২.৬	৭.৬	২.৩	৭২.৪	৩.৮	১০	২.৮	১.৯০	০	০.৬৮	০.২৭	০.০৭	০
ভাত সিদ্ধ টেকি ছাঁটা	১১২	৭২.০	২.৪	০.৭	২৩.২	১.২	৬	১.০	০.৫৮	০	০.২২	০.০৪	০.০২	০
চাল সিদ্ধ কলে ছাঁটা	৩৪৯	১০.৯	৬.৯	০.৩	৭৭.৯	৩.৪	২	০.৭	১.৩৪	০	০.০৮	০.১১	০.০৬	০
চাল সিদ্ধ কলে ছাঁটা	৩৪৯	১০.৮	৭.০৮	০.৩	৭৭.৯	৩.৪	২	০.৭	১.৩৪	০	০.০৮	০.০৯	০.০৬	০
চিড়া	৩৫৬	৯.৯	৬.৫	১.১	৭৯.২	১.৩	২৫	৬.৮	১.৩৬	০	-	০.২১	০.০৫	০
খৈ	৩৮০	৩.৯	৭.১	০.১	৮৭.০	১.৪	১০	০.৭	০.৮৭	০	০.১০	০.২১	০.২৭	০
মুড়ি	৩৬১	৭.৩	৬.৭	০.১	৮২.৭	১.৪	৯	০.৭	০.৮৪	০	০.১০	০.২১	০.১২	০
সুজি, গম	৩৪৬	১২.৮	১০.৯	১.৪	৭০.৬	৩.৯	১৭	১.১	২.১৮	০	০.১	০.১৮	০.০৫	০
আটা লাল	৩৩৪	১২.৩	১১.৩	২.১	৬২.২	১০.৭	৫২	৪.৯	৩.০২	০	০.৭২	০.৪৯	০.১৭	০
আটা সাদা	৩৪৭	১২.২	১০.৬	১.৬	৭০.৩	৪.৪	১৩	৩.৮	১.৫৫	০	০.৪৩	০.১৩	০.০৫	০
ময়দা	৩৪৬	১২.৮	৯.৮	১.০	৭৩.১	২.৭	১৩	২.৭	১.৫৫	০	০.০৬	০.১২	০.০৭	০
<b>ডালজাতীয় খাদ্য</b>														
ছোলার ডাল ভাজা	৩৭৫	১০.৫	২০.২	৬.০	৫৯.২	১.২	৫৬	৮.৮	৩.৩৪	৩	২.৮৮	০.৪৮	০.২৭	টি আর
মাসকলা ই ডাল ভাজা	৩৫০	১০.৫	২২.৬	১.২	৬১.৮	০.৯	৫৩	৩.৩	২.৪৫	৫	১.৯	০.৪২	০.১৮	টি আর
মুগ ডাল ভাজা	৩৫১	৯.৮	২৩.৭	১.২	৬০.৯	০.৭	৬৯	৭.২	২.৭৩	৩	১.৯	০.৩৬	০.১৪	টি আর
খেসারি ডাল ভাজা	৩৫২	৯.৪	২৮.৪	০.৯	৫৬.৫	২.২	৬১	৫.৩	৩.৩৮	৫	০.৫	০.৩৭	০.২১	টি আর
মসুর ডাল	৩১৭	১২.২	২৭.৭	০.৮	৪৩.২	১৩.২	২৩	৫.১	৩.৮৯	৩	০.৩৭	০.৭৭	০.১৩	০
মটর	৩২৭	১১.৭	২২.১	২.১	৪৮.৩	১৩.০	৭৫	৪.৮	৩.৪৯	৩	১.০৪	০.৪৭	০.১৩	টি আর
<b>মসলাজাতীয় খাদ্য</b>														
তেজপাতা	৩৫৩	৫.৪	৭.৬	৮.৪	৪৮.৭	২৬.৩	৮৩৪	৪৩.০	৩.৭০	৩০৯	-	০	০	৪৬.৫
এলাচ	২৬১	২০.০	১০.২	২.২	৩৭.৮	২৪.৪	১৩০	৪.৬	২.৮১	০	-	০.২২	০.১৭	০
শুকনা মরিচ	৩১৩	১০.০	১৫.৯	৬.২	৩৫.২	২৬.৬	১৬০	২.৩	২.৪৮	৭৪৭	১৯.৭১	০.৯৩	০.৪৩	৪৭.৪
দারুচিনি গুঁড়া	২৪৩	১০.৬	৪.০	১.২	২৭.৫	৫৩.১	১০০০	৮.৩	১.৮৩	১৫	২.৩২	০.০২	০.০৪	৩.৮
ধনিয়া	৩৩৬	১১.২	১৪.১	১৬.১	১৩.৪	৪০.৮	৬৩০	১৭.৯	৪.৫৮	০	-	০.২২	০.৩৫	০
আদা	৭২	৮১.১	১.৯	০.৮	১৩.৩	২.০	১৭	১.১	০.৩৬	০	০.২৬	০.০৩	০.০৩	৫
হলুদ	৩৩৫	১১.৫	৬.৯	৮.৪	৪৭.৩	২১.১	১৬৮	৩৩.২	৩.৭৮	১	৩.১	০.০৯	০.১৭	০
<b>সবজিজাতীয় খাদ্য</b>														
ডাঁটা	২১	৯২.৩	০.৯	০.১	৩.৭	১.২	১১৪	১.৮	০.৫২	২৬	-	০.০১	০.১৮	৩৫.৮
শিম	৫৪	৮৫.০	৩.৯	০.১	৮.৩	২.০	৪৪	১.১	০.৪৮	৩২	০.০৬	০.০৫	০.০১	৮.৭
বেগুন কালো লম্বা	২৪	৯১.৪	১.৯	০.১	২.০	৪.১	২১	০.৪	০.৫৭	৪	০.১০	০.০৩	০.০৭	১.৩
বাঁধাকপি	২৪	৯২.৭	১.৫	০.৩	২.৬	২.৫	৩০	০.৫	০.৪০	৫	০.২০	০.০১	০.০৫	১৬.১
গাজর	৩৪	৮৯.৭	০.৯	০.৩	৬.০	২.৬	২৬	০.৪	০.০৭	৩২৯	০.৫৫	০.০৪	০.০৯	১.৪
ফুলকপি	২৭	৯১.৮	২.৬	০.৩	২.৫	২.০	৩৩	০.৮	০.৪১	১	০.২২	০.০৩	০.০৩	৭২.৭
কাঁচামরিচ	৪৫	৮৫.৮	২.৮	০.১	৫.৯	৪.৭	২২	১.৬	১.৯৭	১০	০.২৯	০.০৩	০.০৫	১০২.৩
শসা	১৭	৯৫.১	০.৮	০.১	২.৯	০.৭	১৩	০.৬	০.১৭	৪	০.০৭	০.১৬	০.০২	৭.২

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মি. গ্রাম)	থায়ামিন (মি. গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মি. গ্রাম)
রসুন	১৪৭	৬১৬	৬.৯	০.৬	২৭.৬	২.১	২৫	১.৬	১.০৮	০	০.০৮	০.১৩	০.১২	২৪.১
চাল কুমড়া	১০	৯৬.৫	০.৪	০.১	১.০	১.৭	৩০	০.৮	০.১০	০	-	০.০৬	০.০১	৩১.০
করলা	৩১	৯০.৪	২.১	০.৩	৩.৬	২.৬	১৬	১.৮	০.৩৫	২৪	-	০.০৫	০.০৩	৯০.৬
লাউ	৩৪	৯০.৮	১.১	০.১	৬.৮	০.৬	২৬	০.৭	০.৫৮	১	-	০.১	০.০২	৮.৭
পটল	২৪	৯২.৬	২.০	০.৩	২.২	২.২	১৬	১.৭	০.৪০	৫	-	০.১৭	০.০৩	১৯.৪
চিচিঙ্গা	২৪	৯৩.৪	০.৫	০.৩	৪.৫	০.৮	৩১	০.৪	০.৩২	-	-	০.০৪	০.০৬	১৮.৮
টেঁড়স	৩৯	৮৭.৭	২.১	০.২	৫.৭	৩.১	৯৩	০.৯	০.৩৪	১৯	০.২৭	০.০৪	০.১৬	১৭.৫
পিয়াজ	৫৯	৮৩.৭	১.৪	০.১	১২.২	১.৯	২৪	০.৯	০.৪১	২	০.০২	০.০৫	০.১৪	৪.৫
কাঁচা পেঁপে	৩০	৯০.৬	০.৮	০.১	৫.৭	১.৫	১৫	০.৬	০.২২	১	-	০.০৩	০.০২	১৮.৬
কাঁচা কলা	৭৭	৭৮.৯	২.০	০.৩	১৫.৫	২.৩	২২	০.৬	১.০৮	৫৬	০.১৪	০.৯	০.০৬	৭.৩
মিষ্টিকুমড়া	১৮	৯৩.৯	১.৪	০.৩	১.৩	২.৪	৫২	০.৭	০.১১	৩৬৯	১.০৬	০.০৭	০.০৬	২১.১
কাঁচা টমেটো	২৩	৯৩.৩	১.৯	০.২	২.৫	১.৭	১৬	০.৩	০.১৯	-	০.৩৮	০.০৭	০.০১	৩০.৬
পাকা টমেটো	১৬	৯৫.০	১.১	০.২	১.৪	১.৭	১৩	০.২	০.৪১	৯	০.৫৪	০.০৪	০.০৪	১২.৩
কচুর মুখী	১০৩	৭১.১	২.২	০.২	২১.০	৪.১	৩৫	০.৭	০.২৩	৪	২.৩৮	০.১২	০.০৩	৬.১
গোলআলু (খোসা ছাড়া)	৬৬	৮১.৭	১.২	০.২	১৪.০	২.১	১১	০.৫	০.৭৯	২	০.০২	০.০৮	০.০৯	১৯.১
মিষ্টিআলু (কমলা সুন্দরি)	৯৭	৭৩.৭	০.৯	০.৩	২১.১	৩.০	৩০	০.৬	০.৩০	৭১৯	০.২৬	০.০৮	০.০৬	২৩.০
মিষ্টিআলু (হলুদ)	১০৫	৭১.৭	০.৯	০.৩	২৩.১	৩.০	২৫	১.০	০.১৪	৩	০.২৬	০.০৬	০.০২	২০.৪
মিষ্টিআলু (সাদা)	৯৮	৭৩.৫	০.৬	০.৩	২১.৮	৩.০	২৫	১.৫	০.৩৮	১	০.২৬	০.০৮	০.০৬	২০.৩
<b>বাদাম, বীজজাতীয় খাদ্য</b>														
হিজলী বাদাম	৫৯৫	৫৯৫	১৮.০	৪৬.৯	২৩.৫	৩.৩	৫০	৫	৫.৭৮	১	০.৮৫	০.৬৩	০.১৯	০
নারিকেল (শুকনা)	৬৫২	৬৫২	৫.৬	৬২.২	৮.৫	১৭.৮	৩২	৪.৭	০.৯০	০	১.২৬	০.০৬	০.০২	০
নারিকেল	৩৮৯	৩৮৯	৩.৩	৩৬.৭	৬.৯	৯.২	১৬	২.২	০.৭৪	০	০.৭৩	০.০৫	০.০৪	৩.৩
চীনাবাদাম	৫৮৫	৫৮৫	২২.৫	৪৬.৬	১৪.৮	৮.৫	৭৬	২.৯	৩.৩৯	০	১০.০৯	০.৭৭	০.১২	০
কাঁঠালের বিঁচি	১৫১	১৫১	৫.৬	০.৪	৩০.৪	১.৫	৪০	১.৫	-	০	-	০.২১	০.১১	৮.৬
সরিষা	৫০১	৫০১	২২.০	৩৫.০	১৮.৫	১১.৮	২৫৭	৮.৯	৫.৮৭	১	৫.০৭	০.৬৫	০.২৬	০
পেস্তা	৫৭৪	৫৭৪	১৯.২	৪৪.৯	১৮.২	১০.৩	১১৭	৫.৩	২.২	১৬	২.৩	০.৮০	০.২০	৫.৩
তিল	৫৬৩	৫৬৩	১৭.৭	৪৫.৮	১৪.৩	১১.৭	৯৬৯	১০.৫	৭.৭০	০	২.০০	০.৭৯	০.৩৪	০
<b>শাকজাতীয় খাদ্য</b>														
লালশাক	৩২	৮৮.৮	৪.৫	০.৩	০.৫	৪.২	২৫৬	৬.০	০.৯৬	৭৯৩	-	০.০৩	০.১৩	৪২.০
ডাঁটাশাক	২৫	৯১.০	২.০	০.৩	১.৫	৪.৪	১৭১	৮.৪	০.৯৮	৭৪৩	-	০.০৩	০.১৮	৩৭.১
কালো কচুশাক	৬২	৮১.৮	৫.৬	১.২	৫.৩	৩.৭	৩৯২	২.১	০.৯৮	৬৯৯	৩.৩৬	০.০৬	০.৪৫	৬৩
সবুজ কচুশাক	৫১	৮৪.৭	৪.০	১.১	৪.৪	৩.৭	২৩৫	৪.৯	০.৬৮	৫৯৬	২.০২	০.২২	০.২৬	৪৮.১
পুঁইশাক	২৫	৯১.৮	২.৪	০.৩	২.১	২.২	১১১	২.২	০.৩৫	১৭০	-	০.০২	০.৩৬	৫১.৮
পাটশাক	৩২	৮৭.৬	২.৯	০.৩	১.৭	৫.৮	১২০	৯.৭	১.৪৭	৩০৫	-	০.১	০.৫৫	৫৪.৪
মুলাশাক	৩২	৯০.৭	১.৮	০.৭	৩.৪	২.৬	১৪৭	২.৮	০.৪৮	১৫৬	-	০.০৮	০.০৯	৬৮.৯
পালংশাক	২৬	৯০.৮	৩.০	০.৫	০.৯	২.৯	৯০	২.২	০.৯০	৪০৯	২.০৩	০.০৩	০.০৯	২১.২
কলমিশাক	৪৩	৮৭.১	১.৯	০.৪	৬.০	৩.৭	১০৭	২.২	০.৫১	১৯৯	-	০.১৪	০.৪	৩০.৪
হেলেধগাশাক	৪৯	৮৭.৪	২.০	০.৫	৮.৮	০.৫	৩১	১.৯	০.৫২	৫৩০	১.৪৬	০.০৪	০.১৬	৪৩.০

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মি. গ্রাম)	থাইয়ামিন (মি. গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মি. গ্রাম)
<b>ফলজাতীয় খাদ্য</b>														
আপেল খোসাসহ	৬২	৮৩.৩	০.৩	০.২	১৩.৫	২.৪	৬	০.১	০.০৪	৩	০.১৮	০.০৯	০.০৩	৪.০
নাশপাতি	৬২	৮৩.০	০.৬	০.৩	১২.৩	৩.৬	৬	০.৫	০.০৮	০	০.১২	০.০৩	০.০৩	৩.৮
সাগর কলা (পাকা)	৯৫	৭৫.২	১.৩	০.৮	১৯.২	২.৬	১১	০.৩	০.২৪	২	০.৭৫	০.০৫	০.০৮	১.০
কামরাঙা	৪১	৮৮.৭	০.৫	০.৭	৬.৭	২.৮	১০	০.৮	০.৩৮	৭	০.১৫	০.১২	০.০৪	৪৯.৪
কদবেল	৬৪	৮০.৯	৩.১	০.৪	১০.৩	৩.৫	৭৪	০.৭	০.৩৭	-	-	০.৮০	০.০৩	১২.৮
আমলকী	৪৪	৮৬.৭	০.৮	০.১	৮.৩	৩.৪	৩২	০.৯	০.৩০	১	-	০.০২	০.০৮	৪৫৩.৪
আঁড়ুর (হালকা সবুজ)	৯৪	৭৫.৩	০.৫	০.৬	২০.২	২.৯	২২	০.৫	০.০৭	৩	০.৪০	০.১০	০.০৬	২৯.০
পেয়ারা (বিভিন্ন প্রকার কাঁচা)	৬৩	৮১.৪	১.০	০.৫	১০.৯	৫.৪	১৭	০.৭	০.৩১	৩৩	০.৭৩	০.২১	০.০৯	২২৮.৩
আমড়া	৫১	৮৬.৭	১.১	০.৮	৮.৯	১.৬	৫৭	২.৮	০.১৭	-	-	০.২৮	০.০৪	৭৭.০
কাঁঠাল (পাকা)	৭৪	৭৭.০	১.২	০.২	১৩.৩	৭.২	১৩	০.৩	০.৫৯	২	০.১১	০.১১	০.০৫	৩.৪
কালোজাম	৩৯	৮৮.২	০.৯	০.৫	৬.১	৩.৫	২৩	০.৮	০.২১	৯৩	-	০.০৯	০.০২	৭৪.১
বড়ই	৬০	৮৪.৩	১.৯	০.২	১২.৬	-	১৪	০.৮	০.৩২	২	-	০.০২	০.০৬	৬৬.১
কাগজি লেবু	৫৬	৮৬.০	০.৮	১.০	১০.২	১.৩	৬৫	০.৩	০.০৭	৪	০.৮০	০.০২	০.০৩	৪৫.৯
লিচু	৬২	৮১.৮	১.৪	০.৫	১০.২	৫.৫	১১	০.৫	০.২৭	০	-	০.০২	০.০৬	১১.০
ফজলি আম (পাকা)	৭০	৮১.৭	০.৯	০.৫	১৪.৭	১.৬	১৪	০.৫	০.৮৭	২৯২	১.১২	০.০৩	০.০৪	৩৪.৭
ল্যাংড়া আম (পাকা)	৮২	৭৮.৪	০.৮	০.৪	১৮.০	১.৬	১৩	০.২	০.৬০	২৫	০.৯২	০.০৯	০.১০	১০৩.০
বাঙি (পাকা)	১৬	৯৫.৫	০.৩	০.২	২.৮	০.৮	২১	টি আর	০.০৬	৪	০.০৭	০.১১	০.০৮	২৬.০
কমলা	৪৪	৮৭.৭	০.৭	০.২	৮.৭	২.৪	২৩	০.২	০.০৭	১৯	০.২৪	০.০৪	০.০১	৫৪.০
পাকা তাল	৭৮	৭৯.৭	০.৫	০.৪	১৭.৮	০.৭	১৬	১.৭	০.২৭	২০৮	-	০.০৪	০.০২	৩৫.১
পেঁপে পাকা	৩৩	৯০.৫	০.৬	০.১	৬.৫	১.৭	২৯	০.৩	০.১৭	৬০	০.৩	০.০৮	০.০৩	৬১.৮
আনারস জলডুগী (পাকা)	৪৩	৮৮.৭	০.৮	০.৪	৮.৩	১.৪	২০	১.৬	০.৬০	-	০.১	০.১১	০.০৪	২০.৯
আনারস (পাকা)	৪৭	৮৭.২	১.০	০.১	৯.৭	১.৪	১৮	০.৭	০.২২	৫	০.১	০.২০	০.১২	৩৩.৯
জামবুরা	৩৮	৮৯.৯	০.৪	০.৩	৭.৭	১.০	৩৬	০.২	০.০৬	৩	০.২৪	০.০৬	০.০৪	১২১.৭
মিষ্টি তেঁতুল (পাকা)	২৭০	২৭.৯	৩.২	০.৪	৬০.৮	৫.১	১২৭	৪.০	০.১১	১	০.০৯	০.৩৫	০.১২	১১.২
তরমুজ (লাল পাকা)	২২	৯৪.২	০.৫	০.২	৪.৪	০.৪	১২	০.৪	০.১৫	২৯	০.০৫	০.০২	০.০৪	২৩.৯
বেল পাকা	১১১	৬৮.৫	২.৯	০.৩	২০.৯	৭.০	৪১	০.৪	০.২৬	-	-	০.০৩	০.০২	১১.৩
<b>মাছজাতীয় খাদ্য</b>														
ফেঁশা	১০৫	৭৪.৮	১৭.৭	৩.৮	০	০	৪৫২	১.৮	৩.২০	১২	০.৪৪	০.০৫	০.২৪	টি আর
সরপুটি	১৭৫	৭০.৬	১৭.৪	১১.৭	০	০	২২৭	০.৬	০.৭৪	-	-	০.০২	০.০৭	টি আর
বোয়াল (কাঁটা ছাড়া)	৮০	৮০.৮	১৫.৪	২.১	০	০	৮৩	০.৮	০.২৭	১	-	০.০৬	০.০৭	টি আর
কাতলা	১০৩	৭৬.৭	১৯.৯	২.৬	০	০	৫৩০	০.৬	০.৪৮	৩	-	০.০৮	০.০৯	টি আর
কই (দেশি)	১৩০	৭৩.০	১৭.৫	৬.৬	০	০	৪১০	১.২	১.১৩	২১৫	-	০.০৩	০.১৮	টি আর

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মি. গ্রাম)	থায়ামিন (মি. গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-পি (মি. গ্রাম)
<b>মাছজাতীয় খাদ্য</b>														
কই (থাই)	১৩৯	৭৩.০	১৭.৫	৭.৭	০	০	৬৪	১.২	১.১৩	২১৫	-	০.০৩	০.১৮	টি আর
টেংরা (বিভিন্ন প্রজাতি)	১১৪	৭৩.৬	১৮.২	৪.৬	০	০	৬২৭	২.৮	০.৭৭	৪৩	-	০.০১	০.০৪	টি আর
কাঁচকি (বিভিন্ন প্রজাতি)	৯৩	৮০.৪	১৬.১	৩.২	০	০	৪৮৯	২.৪	৩.১০	৩৮	০.৭৭	০.০৩	০.০৫	টি আর
গুলশা	৮৬	৭৮.৬	১৫.৪	২.৭	০	০	৩০০	১.৩	০.৮৮	-	-	০.০১	০.০৩	টি আর
হিলিশ (কাঁটা ছাড়া)	২২৩	৬২.৭	১৮.০	১৬.৮	০	০	৮৬	১.৩	০.৫৪	-	-	০.১২	০.১৪	টি আর
আইড় (কাঁটা ছাড়া)	১০৮	৭৭.৫	১৭.১	৪.৪	০	০	১১	০.৯	০.২৩	-	-	০.০৭	০.০৮	টি আর
মলা	১৬২	৭০.৮	১৫.৯	১১.০	০	০	৭৬৭	৩.৮	৩.১৯	২৬৮০	-	-	-	টি আর
পাংগাস (কাঁটা ছাড়া)	১০২	৭৪.৮	২০.৯	২.০	০	০	১৪	০.১	১.৮৫	৫	-	০.১৫	০.০৬	টি আর
চিংড়ি (গলুদা)	৭৫	৭৯.৯	১৭.৬	০.৬	০	০	১৮	০.৭	১.২৫	২	-	-	-	টি আর
চিংড়ি	৯০	৭৬.৭	১৬.৬	২.৭	০	০	১৫	০.৫	১.০০	১	-	-	-	টি আর
রুই (নদীর)	১০৫	৭৬.৩	২০.৬	২.৬	০	০	৬৫০	১.০	১.১৩	-	-	০.০৫	০.০৭	টি আর
রুই (কাঁটা ছাড়া)	১০১	৭৬.৭	১৭.২	৩.৫	০	০	৩০	০.৪	১.১৩	৪	-	০.৬১	০.১০	টি আর
শিং মাছ (কাঁটা ছাড়া)	১০১	৭৮.৪	১৭.৭	৩.৩	০	০	৩১৯	২.১	০.৫৫	১৬	-	০.০৮	০.০৯	টি আর
শোল (কাঁটা ছাড়া)	১১০	৭৬.২	২০.৮	৩.০	০	০	১০৪	১.০	০.৩১	-	-	০.০৪	০.০৫	টি আর
তেলাপিয়া (কাঁটা ছাড়া)	১৩৯	৭৩.০	১৭.৫	৭.৭	০	০	১৯	০.৫	১.৪০	২	০.৭১	০.৯৭	০.০৯	টি আর
মাগুর (কাঁটা ছাড়া)	১০৩	৭৭.৬	১৫.৬	৪.৬	০	০	২৭	০.৮	০.৫৩	১৫	-	০.০৩	০.০৬	টি আর
<b>মাংসজাতীয় খাদ্য</b>														
গরুর কলিজা	১৩০	৭০.৮	২০.৪	৩.৬	৩.৯	০	৪	৩.৫	৩.৭১	৪৯৬৮	০.৩৮	০.১৯	২.৭৬	১.৩
গরুর মাংস (হাড় ছাড়া)	২০৭	৬৫.৪	১৯.৭	১৪.২	০	০	৫	২.২	৪.৬	১৫	০.৩৫	০.০৫	০.২	০
মহিষের মাংস	৯৫	৭৮.৭	১৯.৪	১.৯	০	০	১২	১.৬	১.৯৩	০	০.০৫	০.০৪	০.২	০
মুরগির বুকের মাংস	১০৬	৭২.৯	২২.৩	১.৮	০	০	১৫	০.৫	১.৭০	২৫	০.১২	০.১২	০.০৭	০
মুরগির রানের মাংস	১২৮	৭১.৯	১৯.২	৫.৭	০	০	১৮	১.০	২.০৯	২৩	০.২৪	০.০৯	০.১২	০
হাঁসের মাংস	১৩০	৭২.৩	২১.৬	৪.৮	০	০	৪	২.৪	১.৯০	২৪	০.০২	০.৩৬	০.৪৫	০
খাসির মাংস	১১৮	৭৪.২	২১.৪	৩.৬	০	০	১২	২.৮	৪.০০	০	০.১৮	০.১১	০.৪৯	০
কবুতরের মাংস	১৩৭	৭০.৪	২৩.৩	৪.৯	০	০	১২	২.৫	২.৯৪	১৮	-	০.২৬	০.২৬	৫.৬

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মি. গ্রাম)	থায়ামিন (মি. গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মি. গ্রাম)
<b>ডিমজাতীয় খাদ্য</b>														
মুরগির ডিম (ফার্ম)	১৩৯	৭২.৩	১৪.৫	৯.০	টি আর	০	২৯	১.৫	২.৩৬	১৬৫	০.৮৩	০.১৮	০.৪০	০
মুরগির ডিম দেশি	১৫৮	৭৬.১	১৩.৩	১১.৬	টি আর	০	৬০	১.৭	২.০৩	২১৩	১.২	০.১৮	০.৪০	০
মুরগির ডিমের কুসুম দেশি	৩২৫	৫১.৯	১৬.০	২৭.৮	২.৬	০	১২০	৪.৮	৩.৩৩	৪৯৬	৪.১৬	০.২৩	০.৪৯	০
হাঁসের ডিম	১৮৮	৬৯.৭	১৩.৫	১৪.৩	১.৪	০	৬৫	২.৪	১.৪১	৩৬২	১.৩৯	০.১২	০.২৬	০
<b>দুগ্ধ ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য</b>														
ঘোল	৩৩	৯২.২	৩.৪	০.৭	৩.১	০	১০৩	০	০.৪১	৮	০.০১	০.০৪	০.১৭	০.৭
পনির	৩৪৬	৪০.৩	২৪.৬	২৫.১	৫.৪	০	৭৯০	০.৩	৩.৫৫	২০৫	০.৪৯	০.০২	০.৪৭	টি আর
দই-মিষ্টি	৯৪	৮০.৬	৩.২	৪.০	১১.৪	০	১০৩	০.১	০.৪৫	৩২	০.০৮	০.০৫	০.১৬	১.০
মহিষের দুধ	১০১	৮৩.৩	৩.৮	৭.৫	৪.৭	০	২০৬	০.২	০.২২	৪৭	-	০.০৫	০.২২	১.৭
গুঁড়া দুধ (গরু) ননিসহ	৪৯৭	৩.২	২৬.৬	২৬.৭	৩৭.৫	০	৯৫৯	০.৭	৩.৭১	২৩৮	০.৫৯	০.৩১	১.৩৭	১০.৭
গুঁড়া দুধ (গরু) ননি ছাড়া	৩৫৮	৩.৮	৩৭.৬	১.০	৪৯.৮	০	১৩৭০	১.১	৪.৭	০	০.১	০.৪৫	১.৬৪	৫.০
তরল দুধ (গরু) ননী ছাড়া	৩০	৯২.১	৩.১	০.১	৪.১	০	১০৩	০.১	০.৪৫	০	০.০১	০.০৬	০.২৮	১.০
তরল দুধ (গরু) ননিসহ	৬৩	৮৮.৩	৩.১	৩.৭	৪.৩	০	১০৩	০.১	০.৪৫	৩২	০.০৮	০.০৬	০.২৮	২.০
ছাগলের দুধ	৬৮	৮৭.২	৩.৫	৪.১	৪.৩	০	১৫২	০.২	০.৩	৩২	০.০৩	০.০৫	০.০৯	১.২
শালদুধ (কলস্ট্রাম)	৫৮	৮৮.২	২.০	২.৬	৬.৬	০	২৮	০.১	০.৬০	১৬৬	১.৩০	টি আর	০.০৩	৭.০
বুকের দুধ (মায়ের)	৬৯	৮৭.৪	১.২	৪.০	৭.২	০	৩২	০.১	০.২৬	৫৬	০.৩৪	০.০২	০.০৩	৪.৩
<b>চর্বি ও তেলজাতীয় খাদ্য</b>														
মাখন নোনতা	৭৩৩	১৫.৯	০.৯	৮১	০.২	০	২৪	০	০.০৯	৬৩৩	১.৮৫	০.০১	০.০৩	০
কর্ডলিভার তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০	১	০.১	০.০৬	২৫০০	৩০	০	০	০
ঘি-গরুর দুধের	৮৯৮	০.১	০	৯৯.৮	০	০	১	০.২	০.০১	৬৪২	৩.৩১	০	টি আর	০
মেয়োনিজ নোনতা	৭৩২	১৬.৪	১.৫	৮০.৬	০	০	৮	০.৩	০.২৫	৭৩	১৬.৮৭	০.০১	০.০৫	০
সরিষার তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০	০	০	০	০	-	০	০	০
পাম তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০	০	০	০	০	৩৩.১২	০	০	০
সয়াবিন তেল	৯০০	০	০	১০০	০	০	০	০.১	০.০১	০	১৬.০৬	০	০	০
<b>পানীয় জাতীয় খাদ্য</b>														
ডাবের পানি	২০	৯৪.৫	০.৬	০.৩	৩.২	১.১	২০	০.২	০.১০	০	০	০.০৬	০.০৩	৩.৩
কফি দুধ ও চিনিসহ	৩৮	৯১.৩	০.৯	০.৮	৬.৮	০	৩৩	০.২	০.১২	৭	০.০২	০.০১	০.০৪	০.৩

খাদ্যের নাম	খাদ্যশক্তি (কিলোক্যালরি)	পানি (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	খাদ্যআঁশ (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	জিংক (মিঃ গ্রাম)	ভিটামিন-এ (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-ই (মি. গ্রাম)	থায়ামিন (মি. গ্রাম)	রাইবোফ্লাভিন (মি. গ্রাম)	ভিটামিন-সি (মি. গ্রাম)
কফি পাউডার	৩৫৫	৩.১	১২.২	০.৫	৭৫.৪	০	১৪১	৪.৪	০.৩৫	০	০	০.০১	০.০৭	০
কোমল পানীয়	৪১	৮৯.৬	০	০	১০.৩	০	৬	০.৩	০.০২	০	০	০	০	০
সয়াবিন দুধ চিনি ছাড়া	৫৪	৮৭.৮	২.৮	২.৪	৪.৯	০.৫	১৩	০.৪৩	০.৩	০	০.০৬	০.০৬	০.০৫	০
আখের রস	৩৩	৯১.৭	০.৭	০	৭.৫	০	৮	১.১	০.০১	০	০	০.০৪	টি আর	টি আর
চা দুধ মিশ্রিত চিনিসহ	৪১	৯০.৪	০.৭৩	০.৮	৭.৬	০.২	২৮	০.৪	০.১১	৬	-	০.০১	০.০৪	০.৩
লিকার চা চিনিসহ	২৯	৯২.৪	০.২১	০.০	৭.১	০.১	৫	০.১	০.০৩	০	-	০.০০	০.০১	০
খাবার পানি	০	১০০	০	০	০	০	৩	০.১	০.০০২	০	০	০	০	০
মধু	৩২৬	১৮.২	০.৩	০	৮১.১	০.২	৫	০.৫	০.৪৯	০	০	০	০.০৬	১.৪
মিশ্রিত (পাঁচ মিশালী) জাতীয় খাদ্য														
বেকিং পাউডার	১৭২	৬.৩	৫.২	০	৩৭.৮	০	১১৩০০	টি আর	টি আর	০	০	০	০	০
পান পাতা	৪২	৮৫.৪	৩.১	০.৪	৪.১	৪.৭	২৩০	৭.০	১.০০	-	-	০.০৭	০.০৩	৫.০
সাদা চিনি	৩৯৮	০.৪	০	০	৯৯.৫	০	১২	০.২	০.১০	০	০	০	০	০
গরুর হারিকাবাব	২৩৩	৬০.৪	১২.৭	১৬.৯	৬.৬	১.৮	১১৯	২.২	০.৬৮	০	০.২৪	০.২১	০.৩৪	০
মিষ্টি বিস্কুট	৩৪৪	২৪.৩	৫.৮	১০.০	৫৬.৭	২.৪	৬	০.৪	০.৩৪	০	০.১০	০.০১	০.০১	০.১
বনরুটি/বান/রোল	২৭০	৩৩.০	৮.৮	২.৮	৫০.৯	২.৮	৭	০.৪	০.৫৮	০	০.২২	০.০৪	০.০২	০

উৎস : Food Composition Table For Bangladesh (2014), Institute of Nutrition and Food Science, Center for Advanced Research Science, University of Dhaka.



